নূরে মুহাম্মাদী

(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)



মূল

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রাহঃ)

অনুবাদঃ মাওলানা শাহ্ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

নূরে-মুহাম্মাদী (সঃ)

★

মূল

কুত্‌বে দাওয়ান, আল্লামা হযরত মাওলানা

শাহ্‌ কারামাত আলী জৌনপুরী (রাহঃ)

★

তরজমা

মাওলানা শাহ্‌ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

সীরাত লাইব্রেরী

ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড,

বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

প্রকাশক ঃ
সীরাত লাইব্রেরী
৩৪/১, নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

প্রথম মুদ্রণঃ রমযান-১৩৯৭ হিজরী, আগষ্ট-১৯৭৭ ইংরেজী।
দ্বিতীয় মুদ্রণঃ জামাদিউস্ সানী-১৪০০ হিজরী, মে-১৯৮০ ইংরেজী।
তৃতীয় মুদ্রণঃ রমযান-১৪১৬ হিজরী, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৬ ইংরেজী, মাঘ- ১৪০৩ বাংলা।

হাদিয়া ঃ ৬০.০০ টাকা

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
উত্তরণ কম্পিউটার
৩৮ বাংলাবাজার, (৩য় তলা)
ঢাকা-১১০০

اسم الكتاب

মূল কিতাবের নাম

البراهين القطعية

فى

مولد خير البرية

للعلامة الشيخ محى السنة و الشريعة -
ما حى البدعة و الضلالة - كاشف اسرار خفى
و جلى - مولنا شاه كرامت على جونفورى روح
الله تعالى روحه و قدس اسراره

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ - وَ اَصْحَابِهٖ اَبَدًا بِالْفَضْلِ وَ الْكَرَمِ
اٰمِيْنَ يَا رَبَّنَا مَادَامَ نَازِلَةٌ - اَجَابَةٌ وَ حَبَّبَ لِلدَّعْوَةِ النَّدَمِ

হে আল্লাহ ! সদা সর্বদা হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও তাঁহার পরিবার - পরিজন এবং তাঁহার সাহাবাগণের উপর আপনার মেহেরবাণী ও কৃপায় রহমত বর্ষণ করুন।

হে আমাদের প্রতিপালক ! যতদিন পর্যন্ত আপনার রহমত বর্ষিত হওয়া চালু থাকিবে এবং প্রার্থনা কবুল হইতে থাকিবে ; - ততদিনের জন্য আমাদের এই প্রার্থনা কবুল করিয়া রাখুন। আর নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এমন নবী ছিলেন, যিনি দ্বীনি দাওয়াতের ব্যাপারে লাঞ্ছনা বরণ করিয়া নিতে দ্বিধা করেন নাই।

لِكُلِّ نَبِيٍّ فِى الْاَنَامِ فَضِيْلَةٌ - وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوْعَةٌ بِمُحَمَّدٍ
مَا اَنْ مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِىْ - وَ لٰكِنْ مَقَالَتِىْ مُدِحَتْ بِمُحَمَّدٍ

প্রত্যেক নবীর জন্য সৃষ্টি জগতের ভিতরে বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে। আর সকল মর্যাদা একত্রিত ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ভিতরে। (অর্থাৎ তিনি একাই সকল নবীর সব মর্যাদার অধিকারী এবং সমস্ত নবীগণের মহৎগুণে গুণান্বিত ছিলেন। কোরআন পাকের সূরা আন আমের ৯০, সূরা আহকাফের ৩৫ ও সূরা কলমের ৪ আয়াত দ্রষ্টব্য)।

(এই জন্যই বলিতেছি) আমার মুখের ভাষা দ্বারা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের প্রশংসা করি নাই। বরং তাঁহার প্রশংসা করার কারণে আমার ভাষা প্রশংসিত হইয়াছে। (অর্থাৎ তাঁহার শান ও মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহান চরিত্রের সর্ব উচ্চস্তরের সুমহান গুণাবলীর অবস্থা এমন ধরণের যাহার বর্ণনা দেওয়ার মত ভাষা ও যোগ্যতা আমার নাই। সেই হেতু যদিও আমি তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রশংসা করিয়া থাকি, তবে ইহা না করারই সমতূল্য। বরং তাঁহার প্রশংসা করার বদৌলতে আমার ভাষা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য হইয়াছে, ভাষার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি নিজে প্রশংসা লাভের যোগ্য হইয়াছি। কবির ভাষায় বলিতে হয়। - "নবীর প্রশংসা করে যে-প্রশংসা পায় সে।")

بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهٖ - كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهٖ
حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهٖ - صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ

-রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম স্বীয় উত্তম গুণাবলীর পরিপূর্ণতা দ্বারা মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্যের আলোকে অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে।

তাঁহার যাবতীয় চরিত্রাবলী সমুহান। অতএব, সকলে তাঁহার উপর এবং তাঁহার পরিবার- পরিজনদের উপর দরূদ পাঠ কর।

উপহার

আমার .... কে

.... নিদর্শন স্বরূপ

'নূরে মুহাম্মাদী' (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম)

বইখানা উপহার দিলাম

স্বাক্ষর ....

তাং ....

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আল্‌হামদু লিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার অগণিত লক্ষ কোটি শোকর। যাঁহার অফুরন্ত করুণায় ও অসীম দয়ায় এই বই খানার তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইল।

পাঠক সমাজে বইটি সমাদৃত হওয়ায় জানাই তাঁহাদিগকে শত সহস্র আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শেষ না হওয়া দিলী কৃতজ্ঞতা।

বইটিকে নির্ভুল করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কিরয়াছি। ইহার পরেও কোন ভুল-ভ্রান্তি কাহারো নজরে পড়িলে আশা করি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবেন এবং দয়া করিয়া আমাদেরকে জানাইয়া চতুর্থ সংস্করণ নির্ভুল করিতে সহায়তায় যত্নবান হইবেন, 'ইনশা আল্লাহ'। এই ব্যাপারে পাঠক ও পাঠিকাগণের সহযোগিতা বিশেষভাবে কামনা করিতেছি।

বিনীত

শাহ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

রমযান— ১৪১৬ হিজরী

মাঘ— ১৪০৩ বাংলা

ফেব্রুয়ারী— ১৯৯৬ ইংরেজী

আব্বা ও আম্মার

—নাজাতের উদ্দেশ্যে

কৃতজ্ঞতা

দয়াময় আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে এই পৃথিবীতে অনেক মানুষকে প্রচুর পরিমাণ ধন-দৌলত প্রদান করিয়াছেন, বাড়ী-গাড়ীর মালিক বানাইয়াছেন এবং বহু টাকা-পয়সা নাড়া চাড়া করার তাওফিক দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বহু লোক এমন রহিয়াছেন, যাঁহারা আল্লাহ তাআলার এই নিয়ামাত প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার শোকর করণার্থে সেই মহান আল্লাহ তাআলার পথে খোলা-মনে, বিনা দ্বিধায় ব্যয় করিতে থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, আল্লাহর দেওয়া মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ হইবে, সংকোচ আবার কিসের? বস্তুতঃ তাঁহারাই হইতেছেন প্রকৃত সখী ও দাতা।

যুগে যুগে এইরূপ ঈমানদার দানশীলগণের আর্থিক সাহায্য দ্বারা আল্লাহ তাআলা ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, শত্রুর কবল হইতে বাঁচাইয়াছেন এবং প্রকাশ ও প্রচার হওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দুনিয়ার প্রায় সকল মুসজিদ ও মাদ্রাসা এবং অগণিত ইসলামী বই-পুস্তক তাঁহাদের দানের ফল।

হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওছমান (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণের দানে ইসলাম মহা শক্তি শালী হইয়া দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। হযরত আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) তাঁহার বাড়ীর নীচের তলা হুজুর আক্দাস্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দান করিয়াছেন। হুজুর এই বাড়ীতে থাকিয়া ইসলামের প্রচার কার্য চালাইয়াছিলেন। এই আবু আইয়ূবের (রাঃ) দান কৃত যমীনে (যাহা তিনি দান করার জন্য ক্রয়

করিয়া ছিলেন।) আজ পবিত্র মদীনার মসজিদে নাবুবী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে দানশীলগণ দান না করিলে মসজিদ ও মাদ্রাসা ইত্যাদি কিছুই হইত না এবং ইসলামের প্রচার ও প্রকাশ বহুলাংশে ব্যহতঃ হইয়া যাইত।

এখন আমার কথা বলিতেছি ঃ

যাঁহারা আমার এই বই খানা ছাপার ব্যাপারে আর্থিক সহ বিভিন্ন সহায়তা করিতে আগাইয়া আসিয়াছেন। আমি আজ তাঁহাদের নাম স্মরণ না করিয়া পারিতেছিনা আল্লাহর রহমাতে তাঁহাদের ঋণ ও দানের বদৌলতে আমার এই বই খানা ছাপানো সম্ভব হইয়াছে। যদি তাঁহারা সাহায্য না করিতেন তবে এই বই প্রকাশ হইত না।

প্রথম সংস্করণে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, হাজী সালাউদ্দীন ও অন্যান্য হিতাকাঙ্খি দাতাগণ। বসিয়া লিখার জন্য স্থান দান করিয়াছেন এডভোকেট শাফ্কাত হোসেন।

দ্বিতীয় সংস্করণে সাহায্য করিয়াছেন, হযরত মাওলানা রুহুল আমীন, হাজী ডাক্তার আনোয়ারুল্লাহ সহ আরো কয়েক জনে।

তৃতীয় সংস্করণে সাহায্য করিয়াছেন, আলহাজ্জ প্রপেসর আবদুল হাই, আলহাজ্জ সালাউদ্দীন, মৌলভী আবদুল কুদ্দুস, ডাক্তার সৈয়দ জাকির হোসেন। প্রমুখ মহাত্মাগণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। আমি তাঁহাদের সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি এবং খাচ দোআ করিতেছি। সুধী পাঠকগণের সমীপে আমার আরজ, আপনারাও মেহেরবাণী করিয়া তাঁহাদের জন্য দোআ করুন। আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁহাদিগকে আপন " মাকবুল ও মাহবুব," বান্দাগণের মধ্যে শামিল করেন। আমীন।

সূচীপত্র

ষষ্ঠ ওয়াজ

পূর্বাভাষ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَ سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্ তা'আলার কোটি কোটি শোকর আদায় করিতেছি, যিনি তাঁহার হাবীবের শানে সীরাত আলোচনা হিসাবে 'নূরে মুহাম্মাদী' (সঃ) নামে একখানা ক্ষুদ্র গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করার তাওফীক এনায়েত করিয়াছেন। আল্হামদু লিল্লাহ।

প্রিয় নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের শান ও বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা ও খ্যাতি লিখিয়া বা বলিয়া শেষ করার মত যোগ্যতা কাহারও নাই। যাঁহার সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জাত ফরমাইয়াছেন ঃ-

وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

—হে হাবীব! আমি আপনার জন্য আপনার আলোচনাকে সমুন্নত করিয়াছি। পারা ৩০, সূরা- আলাম নাশ্রাহ্।

সোব্হানাল্লাহ! প্রিয় নূরনবীর সম্মানার্থে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক তাঁহার পবিত্র নাম ও শান, শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা ও খ্যাতি, কর্ম ও চরিত্র ইত্যাদি সর্ব প্রকার আলোচনাকে মহিমান্বিত করিয়াছেন এবং মহান জীবন-চরিতের সকল দিকগুলিকে সর্বোত্তম আদর্শ মর্যাদা দান করিয়া সবার উপরে স্থান প্রদান করিয়াছেন। কালিমা ও আযান এবং নামাযের

তাশাহুদ সহ প্রভৃতি ধর্মীয় ঈমান ও আমালের মধ্যে নিজের নামের সহিত হাবীবের নাম যোগ করিয়া সম্মানের সর্বোচ্চাসনে বসাইয়া দিয়াছেন।

যথাঃ- প্রিয়তম নূরনবীর পবিত্র নাম উচ্চারণ না করিলে পূর্ণ কালিমা পড়া হইবে না এবং তাঁহাকে বাদ দিয়া অন্য সব কিছুর উপর ঈমান আনিলে ঈমানদার হওয়া যাইবে না, বরং কাফেরই থাকিয়া যাইবে। তাঁহার নাম ছাড়া আযান পূর্ণাঙ্গ হয় না। তাঁহার নাম উচ্চারণ ব্যতীত অর্থাৎ নামাযের শেষ বসায় আত্তাহিয়্যাতু সমাপ্ত না করা পর্যন্ত নামাযের ফরজ আদায় হইবে না। আত্তাহিয়্যাতু শেষ না করিয়া তথা-প্রিয়তম নবীজির নাম মুখে না লইয়া এবং তাঁহাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও আল্লাহ্‌র রসূল হিসাবে ঘোষণা না করিয়া সালাম ফিরাইয়া ফেলিলে নামায আদায় হইবে না।

হাবীবের সীরাত বা জীবন-চরিত্রকে মহান আদর্শ মর্যাদা দান করিয়া কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের, সকল দেশের, সকল মানুষের জন্য একমাত্র অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। মানবতার মুক্তিসনদ ও বিশ্বশান্তির অগ্রদূত স্বরূপ আপন হাবীবকে 'রহমাতুল-লিল্-আলামীন' উপাধিতে ভূষিত করিয়া বিশ্বকরুণা ও বিশ্বনবী হিসাবে বিশ্বে প্রেরণ করিয়াছেন।

সম্মান ও মর্যাদার কোন্ সীমারেখা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার হাবীবের আলোচনাকে উন্নীত করিয়াছেন, তাহা তিনি-ই ভাল জানেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইর্শাদ করিয়াছেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

—হে রসূল! আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য অনুগ্রহস্বরূপ ব্যতীত প্রেরণ করি নাই। পারা– ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭

আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয় নূরনবীকে সমস্ত বিশ্বজগতের রহমাত ও অনুগ্রহ, করুণা ও দয়া বানাইয়া বিশ্বে পাঠাইয়াছেন। বিশ্বজগত যেখানে বিশ্বনবীর অনুগ্রহ সেখানে। বিশ্ব যত বড়, রহমাতুল লিল্ আলামীনের অনুগ্রহও তত বড়, বরং উহা হইতেও আরো বড়।

প্রিয় নূরনবীর বিখ্যাত ছাহাবী কবি হাস্সান বিন্ ছাবিত (রাঃ) তাঁহার কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বিশ্বনবীর অতুলনীয় প্রশংসা করিয়া দুনিয়া ও আখেরাতে নিজকে আরো ধন্য করিয়া তুলিয়াছেন।

(ক) وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِىْ
وَ اَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ

(খ) خُلِقْتَ مُبَرَّاً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
كَاَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

(ক) আপনার অত্যধিক সুন্দরতম মুখমণ্ডল হইতে অধিক সুন্দর মুখমণ্ডল আমার চক্ষু আর কখনো দর্শন করে নাই। আপনার মত সর্বশ্রেষ্ঠ মহা সুন্দর মানব দুনিয়ার আর কোন মহিলা প্রসব করে নাই।

(খ) আপনি প্রত্যেক দোষত্রুটি হইতে পুত ও পবিত্র হইয়া এই ধরাধামে তাশ্রীফ আনিয়াছেন। আপনি নিজ চাহিদা অনুযায়ী যেন সৃষ্টি হইয়াছেন। (প্রকৃতপক্ষে আপনাকে এইরূপ নির্দোষী ও নিষ্কলংক করিয়াই সৃষ্টি করা হইয়াছে।)–দীওয়ানে হাস্সান বিন্ ছাবিত আনছারী, ১০ পৃষ্ঠা , বৈরুতে মুদ্রিত– ১৯৭৮ ইং।

হযরত শেখ সাদী (রহঃ) হুজুরের শানে মর্যাদাপূর্ণ ও হৃদয়স্পর্শী না'ত লিখিয়া আল্লাহ্‌র নিকট আপন নাজাতের পথ বাছিয়া লইয়াছেন এবং মুসলিম বিশ্বের অন্যতম আধ্যাত্মিক মনীষী ও আশেকে-রসূল হিসাবে কিয়ামত পর্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র সাজিয়া সম্মানের সিংহাসন অলংকৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهٖ - كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهٖ
حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهٖ - صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ

অতিশয় মহান গুণ-গরিমা যাঁহার
রূপে যাঁর দূরীভূত হল অন্ধকার
মনোহর যাঁহার সমূদয় আচার
পড় সবে দরূদ উপরে তাঁহার

অর্থ- রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম স্বীয় উত্তম গুণাবলীর পরিপূর্ণতা দ্বারা মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে পৌছিয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্যের আলোকে অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে।

তাঁহার যাবতীয় চরিত্রাবলী সুমহান। অতএব সকলে তাঁহার উপর এবং তাঁহার পরিবার পরিজনদের উপর দরূদ পাঠ কর।

আরো একস্থানে শেখ সাদী (রহঃ) নূরনবীর শানে ইশ্‌কের কলম চালাইয়াছেনঃ-

(ক) ترا عز لولاك تمكين بس است

(খ) ثنائے تو "طه" و "يس" بس است

(ক) আপনার সম্মান ও ইজ্জাত বুঝিয়া লওয়ার জন্য 'লাওলাকা' বলাই যথেষ্ট। (অর্থাৎ হাদীসে কুদ্‌সীতে আছেঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, হে হাবীব, আপনি যদি সৃষ্টি না হইতেন, তবে আমি কোন কিছুই সৃষ্টি করিতাম না। আপনাকে সৃষ্টি করার কারণেই সমস্ত বিশ্ব জগত সৃষ্টি করিয়াছি।)

(খ) পবিত্র কোরআনে 'তা-হা' ও 'ইয়া-সীন' প্রভৃতি সূরাগুলি আপনার নাম যোগে আরম্ভ করার মাধ্যমে আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসা

জানিয়া লইবার জন্য যথেষ্ট। যেমন—ইয়া-আইয়ুহাল মুদ্দাচ্ছির এবং ইয়া আইয়ুহাল্ মুজ্জাম্মিল।

প্রিয় নূরনবীর আর একজন প্রেমিক খাজা হাফিজ (রহঃ) তিনিও শানে রসূলের ময়দানে তাঁহার অজেয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ না'তে রসূলের শক্তিশালী ঘোড়া চালাইয়া সফলতার শেষ সীমায় উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছেন এবং উহাকে স্বীয় নাজাতের উসীলা বানাইয়া লইয়াছেন।

(ক) يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَ يَا سَيِّدَ الْبَشَرِ

مِنْ وَّجْهِكَ الْمُنِيْرُ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ

(খ) لَايُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقَّهُ

بَعْدَ از خدا بزرگ توئی قصه مختصر

(ক) হে সৌন্দর্যের অধিপতি! হে মানব জাতির নেতা!! আপনার জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডলের কিরণ হইতেই চাঁদ কিরণ পাইয়াছে।

(খ) আপনার প্রশংসা ও গুণ-গৌরব যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিয়া শেষ করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে। তবে এতটুকু বলা যাইতে পারে যে, "আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জাতের পরে সৃষ্টির সেরা হিসাবে আপনিই মহাসম্মানিত।"

প্রিয় পাঠকগণ! নিশ্চয়ই এইবার উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে, নূর নবীর শান ও বৈশিষ্ট্য, সম্মান ও মর্যাদা অতুলনীয়, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অতিশয় মহিমান্বিত। তাঁহার বিজ্ঞানময় সীরাতের তুলনা নাই।

তাঁহার জন্ম হইবার পূর্ব সময় এবং বংশ, গর্ভধারণ, জন্ম, জন্মস্থান, জন্মসময়, জন্মদিবস, জন্মসাপ্তাহ, জন্মমাস, জন্মবৎসর, নাম,

দুগ্ধপান ও প্রতিপালন হইতে শুরু করিয়া জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত একটি মুহূর্ত শান ও মর্যাদার এবং জ্ঞান ও গবেষণার বহির্ভূত নহে।

নূরনবীর জীবন চরিতের অগণিত শানদার ঘটনা হইতে অতি সামান্য কয়েকটি ঘটনা এ কিতাবে অত্যধিক সংক্ষেপে স্থান পাইয়াছে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি,–বিশ্বনবীর প্রতিটি কথা ও কর্ম এবং মহান চরিত্রের সকল দিক সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে সর্বযুগের, সর্বস্থানের, সর্ব–মানুষের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় এবং কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক। তিনি সকল মানুষের জন্য পবিত্রতম আদর্শ ছিলেন। তিনি শিশু, ইয়াতীম, বালক, যুবক ও বৃদ্ধ প্রভৃতি সবইছিলেন। দুনিয়ার শিশু, বালক, ইয়াতীম, যুবক ও বৃদ্ধেরা তাঁহার নিকট তাহাদের নিজ নিজ চলার পথের উপকরণগুলি খুঁজিয়া পাইবে। শিশু হউক আর বৃদ্ধ হউক সকল শ্রেণীর লোকদের জন্য তিনি অনুকরণীয় মহাপবিত্রতম আদর্শ।

আবার তিনি একই সংগে হাফেজ, কারী, বক্তা, নামাযী, ইমাম, মুকতাদী, রোজদারী, দোয়াগীর ও উপদেষ্টা, সুসংবাদদাতা, ভয় প্রদর্শনকারী, তাসবীহ পাঠকারী, মোরাকাবায় ও মোশাহাদায় ধ্যানকারী, প্রভৃতি সবই ছিলেন। ধর্মীয় এমন কোন আচার–অনুষ্ঠান নাই যাহা তাঁহার মধ্যে নাই। অতএব তিনি ধার্মিক লোকদের মহাপবিত্রতম আদর্শ।

তিনি গরীব ছিলেন, তিনি ধনীও ছিলেন, অতএব, গরীব ও ধনী উভয়েরই তিনি মহান আদর্শ।

স্বেচ্ছায় কাজ করা, চাকুরী করা, ব্যবসা করা, সিলাই করা, কাপড় ধোওয়া, ঝাড়ু দেওয়া এবং মাটি কাটা, গৃহ নির্মাণ, মেষপালন, কাষ্ঠ সংগ্রহ ও বৃক্ষ রোপন , দুগ্ধ দোহন ইত্যাদি বৃহৎ হইতে বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম মানুষের আবশ্যকীয় কার্যগুলি প্রিয় নূর–নবীর সীরাত বা জীবনাদর্শ হইতে বাদ পড়ে নাই।

অতএব, তিনি সেচ্ছা সেবীর আদর্শ, আবার চাকুরীজীবি ও ব্যবসায়ীর আদর্শ। দর্জির, কোদালীর ও কাঠুরিয়ার আদর্শ তিনি। এমনকি একজন রাখালের পবিত্রতম আদর্শ বিশ্বনবী। এক কথায় সকল ধরনের শ্রমিক ও কৃষকের তথা সর্বপ্রকারের মেহনতী মানুষের মহান আদর্শ হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ–সাল্লাম।

তিনি আদর্শ বিচারপতি, তিনি আদর্শ সেনাপতি, তিনি আদর্শ বাদশা, তিনি আদর্শ রাজনীতিবিদ ও সর্বসেরা মহাজ্ঞানী–অদ্বিতীয় নেতা, তিনি আদর্শ নাগরিক, তিনি আদর্শ দাতা ও দানশীল, তিনি আদর্শ কারাবরণকারী, তিনি আদর্শ দরিদ্র। সোবহানাল্লাহ। কি বিচিত্রময় জীবনধারা। একই সঙ্গে তিনি বিচার পতিদের আদর্শ, সৈনিকদের গুরু, রাজা–বাদশাহ ও রাষ্ট্র পরিচালকদের নেতা, সাধারণ নাগরিকদের দিশারী এবং দুস্থ, দরীদ্র ও সর্বহারাদের পথ প্রদর্শক। দাতা ও দানশীলদের পরিচালক। যেই হাতে মু'জিযা ও হিকমাতপূর্ণ ইঙ্গিত এবং দান করার বস্তু শোভা পাইতেছিল, সেই হাতেই আবার জিহাদের তলোয়ার, গৃহ নির্মাণের ইট ও পাথর, পরিখা খননের কোদাল এবং সিলাই করার সুঁই ও ঝাড়ু দেওয়ার ঝাঁটা উঠিয়াছিল। যিনি নামায শিক্ষা দিয়াছেন, তিনিই যুদ্ধের ট্রেনিং দিতেছেন। যিনি নামাযের ইমামতি করিয়াছেন, তিনিই সৈন্যদের সেনাপতি হইয়াছেন। যেই মানুষটি কিছুক্ষণ আগে মসজিদে ইহকালের শান্তি ও পরকালের মুক্তির এবং সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির খোৎবা দিয়াছিলেন– জাতির বিভিন্ন সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্পর্কে মহা প্রজ্ঞার সাথে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাবলীগের কাজে ও জিকিরে মশগুল ছিলেন এবং দুইখানা হাত তুলিয়া দোআয় রত ছিলেন, এখন তিনিই জিহাদের ময়দানে প্রত্যক্ষভাবে শত্রুদের মোকাবেলা করিতেছেন। এইতো কয়েক দিন পূর্বে তিনি পার্থিব সম্পদ হইতে বঞ্চিত, বাস্তভিটা–বাড়ীহারা, সম্বলহীন মুহাজীর, আর আজ তিনি

বিরাট বাদশাহ্ ও রাষ্ট্র পরিচালক। ইহাই তাঁহার শান, ইহাই তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য।

❀ যদি তিনি বিচারপতি না হইতেন, তাহা হইলে দুনিয়ার বিচারকগণ হাতে-কলমে আদর্শ বিচারের পদ্ধতি পাইতেন কোথায়? কে শিখাইত তাঁহাদিগকে আইনের বিধান? কে হইতেন তাঁহাদের পথ প্রদর্শক? বিশ্বনবী বিচারপতি হইয়া বিশ্ববাসীর বিচার বিভাগের সকলের প্রতি মহা অনুগ্রহ করিয়াছেন। আজ আইনের লোকদিগের আইন ও বিচার কার্য শিখিবার জন্য কাহারও কাছে যাওয়া লাগিবে না এবং তাঁহাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা নূতন কোন মনগড়া ইসলামবিরোধী আইন অনর্থক রচনা করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হইতে ইহবে না। শুধু বিশ্বনবীকে তাঁহাদের একমাত্র আদর্শ পথপ্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করিলেই তাঁহাদের বিচারভিগের তামাম কাজ আসান হইয়া যাইবে। অপরদিকে মানুষের জন্য নামিয়া আসিবে শান্তি আর শান্তি, থাকিবেনা মারামারি, করিবেনা চুরি, হইবেনা রাহাজানি, সাজিবেনা রাষ্ট্রদ্রোহী, দুস্কৃতকারী আর সন্ত্রাসী। সমস্ত অন্যায় আর অপরাধ চলিয়া যাইবে বিশ্ব ছাড়ি।

বস্তুতঃ বিশ্বের আইনজীবিগণ তাঁহাদের আইন শিক্ষা, চর্চা ও রচনা কার্যে এবং বিচার করার সময় বিশ্বনবীকে একমাত্র আদর্শ নেতা হিসাবে গ্রহণ করিবেন, আর আইনের মহাগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন। ইহাই ছিল তাঁহার আইন বিভাগের নেতৃত্ব দেওয়ার প্রধান কারণ। তাইতো তিনি বিশ্ব বিচারপতি। —আল্লাহু আ'লামু।

পাঠক ভাইগণ! মেহেরবানী করিয়া এই অংশটুকুঃ "যদি তিনি বিচারপতি না হইতেন তাহা হইলে" ....। বিষয়বস্তুর প্রথম হইতে

শেষ পর্যন্ত খুব ভালভাবে বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করুন। কারণ নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলি দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই বিষয়ের সহিত মিলাইয়া বুঝিয়া নিতে সহজ হইবে। আমি নিম্নেবর্ণিত বিষয়সমূহে বিস্তারিত আলোচনা করিব না। যেমনঃ–

❁ যদি তিনি সেনাপতি না হইতেন, যুদ্ধ পরিচালনা না করিতেন এবং স্বয়ং নিজেই যুদ্ধে না নামিতেন, তাহা হইলে দুনিয়ার সৈন্যগণ সৈনিক জীবনের আদর্শ নমুনা পাইতেন কোথায়? ... ...।

❁ যদি তিনি বাদশা হইয়া রাজ্য পরিচালনা না করিতেন এবং রাজনীতিতে অংশ না নিতেন, তাহা হইলে বিশ্বের রাজা–বাদশা ও রাষ্ট্র পরিচালক এবং প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীগণের আদর্শ নেতা হইতেন কে? কোন্ মহামানব শিখাইতেন তাঁহাদিগকে আদর্শ রাজনীতি? কোথায় পাইতেন তাঁহারা আদর্শ রাষ্ট্র পরিচালকের বৈজ্ঞানিক শাসননীতির নমুনা? কিভাবে করিতেন আদর্শ শাসনতন্ত্র রচনা? কে দিতেন তাঁহাদিগকে আদর্শ ও বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্র পরিচালনা করার নিদর্শন এবং অর্থ ব্যবস্থার নক্শা ? ... ...। –আল্লাহু আ'লামু।

❁ যদি তিনি সাধারণ নাগরিক হিসাবে জীবন যাপন না করিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীর সর্বসাধারণ নাগরিকেরা তাদের জীবন চলার পথের দিশারী বানাইত কাহাকে? ––––––––––––।

❁ যদি তিনি কাঙ্গাল না হইতেন এবং মাতৃভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া সম্পদ হারা রিফুজি ও সম্বলহীন মুহাজির সাজিয়া রাস্তায় না আসিতেন, তাহা হইলে সারা জাহানের সম্পদ হারা কাঙ্গালেরা তাহাদের আদর্শ বন্ধু ও পথ প্রদর্শকরূপে কাহাকে বরণ করিয়া লইত? কে হইতেন তাহাদের সত্য নেতা? কে করিতেন তাহাদেরকে প্রকৃত স্নেহ? কে দিতেন অকৃত্রিম ভালবাসা? কোন্ মানুষের নিকট পাইত স্বার্থহীন স্থায়ী বন্ধুত্ব?

কে করিতেন তাদেরকে দান? কে বুঝিতেন তাহাদের দুঃখ ও দুর্দশা? কাহার নির্ভেজাল দয়ায় ও মায়ায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহারা পঙ্গপালের ন্যায় ছুটিয়া তাঁহার পিছনে যাইয়া দাঁড়াইত? –আল্লাহু আ'লামু।

❀ যদি তিনি কারাবরণকারীরূপে শিয়াবে আবি তালেবের তুলনাবিহীন মহা কঠিন কারাজীবন বরদাশ্‌ত করিয়া অদ্বিতীয় ধৈর্যের রিচয় না দিতেন, তাহা হইলে পৃথিবী হইতে অশান্তি ও অরাজকতা দূরকারী এবং ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠাকারী সংগ্রামীরা খোদাদ্রোহী জালেম বাদশার খপ্পরে পতিত হইয়া জেলে নীত হওয়ার পরে মহাসত্যের উপর অটল থাকিয়া কষ্ট বরদাশ্‌ত করার আদর্শ নমুনা পাইত কোথায়? জেলের ভিতর যাইয়া কে দূর করিত তাহাদের মনের বেদনা? কে দিত তাহাদেরকে সৎ সাহস? কে বুঝিত তাহাদের সর্বনাশা অবস্থা? জেলের মধ্যে থাকিয়া বন্ধুরূপে নিকটে বসিয়া কাহাকে জানাইত হৃদয়ের ব্যথা? অত্যাচারের ষ্টীম রোলারের নীচ হইতে মুক্তি পাওয়ার আশাবাণী পাইত কোথায়?

তিনি হইতেছেন গরীব ও কাঙ্গাল এবং সম্পদ হারাদের অকৃত্রিম বন্ধু, আল্লাহ্‌র হাবীব, দুনিয়ার সর্ব সেরা আদর্শ নেতা, হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ–সাল্লাম। –আল্লাহু আ'লামু।

❀❀ চরিত্ররাজ্যে তিনি ছিলেন, অদ্বিতীয় মহা সম্রাট। আমানাত রক্ষা ও বিশ্বস্ততায় এবং ধৈর্যে, দয়ায়, সেবায়, দানশীলতায় ও ন্যায়পরায়নতায় এবং ওয়াদা পালনসহ প্রভৃতি সকল আদর্শগুণে নূরনবী মহা গুণান্বিত ছিলেন। আরব জনগণ তাঁহার সর্বোত্তম চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ''আল আমিন'' উপাধি দিয়াছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই নূরনবীর সুমহান চরিত্র সম্বন্ধে ইর্শাদ করিয়াছেনঃ–

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

—এবং নিশ্চয়ই আপনি চরিত্রের উচ্চতম স্তরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। পরা- ২৯, সূরা- কলম, আয়াত-৪

ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীদেরকে লইয়া, চাকর-নকর সহকারে কিভাবে সংসার জীবন যাপন করিতে হয়, দাম্পত্য জীবনের সেই আদর্শও রাখিয়া যাইতে তিনি ভুল করেন নাই। অর্থাৎ তিনি নিজেই আদর্শ পিতা ও আদর্শ স্বামী এবং আদর্শ সাংসারিক ছিলেন। দাস-দাসী ও আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও মেহমান এবং রাজা-বাদশা ও শত্রুদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহাও তিনি শুধু বলিয়াগিয়াছেন তাহা নহে, নিজে করিয়াও দেখাইয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি সাংসারিক জীবন গ্রহণ করার কারণে এই বিশ্ব সংসারের মর্যাদা-দ্বিগুণে-বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে এবং দুনিয়ার মানুষের জন্য তাঁহার এই জীবন পদ্ধতি একমাত্র দিশারী হইয়া শান্তি পথের নির্দেশ দিতেছে।

এক কথায় বলা যাইতে পারে; শিশুজীবন, বালকজীবন, যুবক জীবন, বৃদ্ধজীবন, আর শ্রমিকজীবন, ব্যবসায়ীজীবন, কৃষি জীবন, ডাক্তারীজীবন, সেবাজীবন, দুঃখীজীবন, সুখীজীবন এবং ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক বা দাম্পত্য জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয়জীবন ও আর্ন্তজাতিক জীবন, যেইভাবেই বলেন না কেন এবং মানুষের প্রয়োজনীয় যে কোন জীবনের উল্লেখ-ই করেন না কেন, আল্লাহ্‌র রহমাতে বিশ্বনবীর নিকট উহা মওজুদ। প্রতিটি জীবন-ব্যবস্থার আদর্শ নমুনা তাঁহার বিজ্ঞানময় সীরাতে ও সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনীতে বিদ্যমান। এই বিষয়ে স্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ্ পাক জগতবাসীদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

—নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রহিয়াছে। পারা –২১, সূরা আহজাব, আয়াত–২১।

অপরদিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহার হাবীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেনঃ–

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا -

—হে (হাবীব) আপনি বলিয়া দিন– হে লোকসকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল। পারা–৯, সূরা আরাফ, আয়াত–১৫৮

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ -

–আমি আপনাকে গোটা মানব মণ্ডলীর জন্য সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে নবী বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছি, কিন্তু অধিকাংশ মানবই (এই বিষয়টি) অবগত নহে। পারা– ২২, সূরা সাবা, আয়াত–২৮

এইবার বিশ্বমুসলিম বিংশ শতাব্দীর এই বিজ্ঞান–যুগে বিশ্বসভ্যতার প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া জোর গলায় অত্যধিক দৃঢ়তার সহিত বজ্রকণ্ঠে বলিয়া দিতে পারেন যে, (ক)–সর্বস্থানের, সর্বকালের এবং সর্বমানুষের জীবন পথের দিশারী বিশ্বনবী। (খ) বিশ্ব সভ্যতার পথ প্রদর্শক বিশ্বনবী। (গ) বিশ্বশান্তির অগ্রদূত বিশ্ব নবী। (ঘ) বিশ্ববাসীর এক মাত্র আদর্শ নেতা বিশ্বনবী। (ঙ) মানব কল্যাণকর–বৈজ্ঞানিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনবী।

অতএব–

❁ তাঁহার জীবন ব্যবস্থা ছাড়া কোন জীবন– ব্যবস্থা চলিতে পারে না।

❁ তাঁহার দেওয়া বিধান ব্যতীত কাহারো বিধান মানুষের জন্য কল্যাণকর হইবে না।

❁ বিশ্বনবীর বৈজ্ঞানিক সমাজ ব্যবস্থা ভিন্ন। বিশ্বে চালু করার মত আর কোন ব্যবস্থাই যোগ্যতা রাখে না।

❁ বিশ্বনবীর বিশ্ব সভ্যতা ব্যতীত বিশ্বে আর কাহরো সভ্যতা চলিবে না।

❁ ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে বিশ্বশান্তিরও ব্যতিক্রম ঘটিবে।

বস্তুত ঃ সারা বিশ্ব আজ ইহারই কারণে অশান্তি ও অরাজকতার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ধ্বংসের প্রমাদ গণিতেছে। বিশ্বকে ধ্বংস হইতে উদ্ধার করার পবিত্রতম যোগ্যতা এবং তাহাতে শান্তি স্থাপন করার মহান শক্তি একমাত্র বিশ্বনবীর জীবনাদর্শের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। আর কোথাও নহে।

বিশ্বনবীর (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ–সাল্লাম) শান্ ও বিজ্ঞানময় চরিত্রের আলোকপাত করিতে যাইয়া আমরা অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছি। এখন আমাদের মূল বক্তব্য হইতেছে যে, যিনি এত মহান, এত শ্রেষ্ঠ এবং এতই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী; তাঁহার গর্ভ, জন্মকাল ও জন্ম স্থান ইত্যাদি কতই না শানদার, কতই না বৈশিষ্ট্যময়। কত যে মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞান–গবেষণা ও শিক্ষা ঐ গুলিতে আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় লোক চক্ষের অন্তরালে লুকায়িত রহিয়াছে, তাহার হিসাব কে দিবে? দূরবীণ ছাড়া দূরের নক্ষত্র দেখা যায় না, ঈমান ও মুহাব্বাত ব্যতীত রসূলের (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ–সাল্লাম) শান্ বুঝে আসে না। এই সত্য বিশ্বাসটিকে অন্তরে স্থান দিয়া রসূল প্রেমিকরূপে মূল কিতাব পাঠে রত হউন। ইহাই আমার অন্যতম আরজ।

يزيدك وجهه حسنا اذا زادته نظر–

— (হে শ্রোতা) তুমি যত অধিক তাঁহার চেহারার প্রতি তাকাইবে, ততই তোমার জন্য তাঁহার মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য আরো বর্ধিত হইতে থাকিবে।

* * * * *

ফয়েজ ও বারাকাত হাসিল করার জন্য এবং দোআ পাওয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ও পাক –ভারতের ওলীকুলের অন্যতম শিরোমণি হযরত

মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরী রহমাতুল্লাহ আলাইহির লিখিত "বারাহীনে কাত্‌ইয়াহ ফী মাওলিদে খাইরিল বারিয়াহ্‌" কিতাব অবলম্বনে এই পুস্তকখানা লিখিয়াছি। এই কিতাব লিখা এবং প্রকাশ করার ব্যাপারে যাঁহাদের নিকট হইতে উৎসাহ ও প্রেরণা এবং আর্থিক সহ যে কোন সাহায্য পাইয়াছি, আমি তাঁহাদের নিকট ঋণী। আল্লাহ্‌ তাঁহাদের কল্যাণ করুন, রসূলের (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) শাফায়াত যেন তাঁহাদের নছীব হয়।

এই গ্রন্থ দ্বারা যদি সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাগণের কাহারও অন্তরে রসূলের মুহাব্বাত জন্মাইতে পারি এবং তাঁহাদিগকে ঈমান ও নেক আমলের দিকে টানিয়া আনিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে আমাদের শ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব। আশা করি মনযোগ সহকারে পাঠ করিবেন। কোথায়ও কোন ভুল-ভ্রান্তি নজরে পড়িলে মেহেরবানী পূর্বক অবগত করাইয়া সংশোধন করিবার সুযোগ দান করিবেন এবং আগামী সংস্করণে বইটিকে আরো সুন্দর করিয়া সাজাইতে মর্জি করিবেন।

হে আল্লাহ্‌! এই গ্রন্থখানাকে কবুল করুন এবং যাঁহারা আপনার নবীপাকের (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) এই বই খানা ছাপাইয়া বাহির করিতে সাহায্য করিয়াছেন এবং বিক্রি করার জন্য সহায়তা করিতেছেন, আর যাঁহারা এই পুস্তকটি পাঠ করিবেন, কিংবা কান পাতিয়া শুনিবেন, আপনি তাঁহাদের সকলকে ক্ষমা করিয়া দিন। তাঁহাদের এই কার্যগুলি হাশরের ময়দানে তাঁহাদের সকলের জন্য নাজাতের উসীলা বানাইয়া রাখুন এবং সকলকে নবী পাকের (সঃ) প্রিয় উম্মাত হিসাবে কবুল করিয়া নিন। প্রিয় নূর নবী মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের শাফায়াত তাঁহাদের নছীবে রাখুন। তাঁহাদের বালা-মুছিবত দূর করিয়া দিন, হালালভাবে ধন-সম্পদ বাড়াইয়া ঈমানদার মুসলমানরূপে সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করার শক্তি দান করুন। আমাদের সকলকেই এই উসীলায় ঈমানের সহিত মউত নছীব করুন এবং আখেরাতের সকল আযাব হইতে নাজাত দান করুন। আমীন! ছুম্মা! আমীন!!

শাহ্‌ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

রমজান, ১৩৯৭ হিঃ আগষ্ট, ১৯৭৭ ইং **১৩৩ উত্তর গোড়ান ঢাকা- ১২১৯**

গ্রন্থ লিখার কারণ

(এবং ক্রয় করার উদ্দেশ্য ও পাঠ করার নিয়াত)

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং রসূলে পাকের শাফায়াত পাওয়ার আশায় এই সীরাত গ্রন্থখানা লিখিয়াছি। আল্লাহ্‌র রহমাত ও ভালবাসা এবং নূরনবীর মুহাব্বাত-ই কাম্য। ইন্‌শা আল্লাহ্‌ ইহাতে ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি লাভ হইবে। ইহাই ঈমান ও একীন।

বিশ্ববিখ্যাত ইমাম শিহাবুজ্জোহরী, যিনি সর্বপ্রথম সীরাতের কিতাব লিখিয়াছেন, তিনি সীরাতের ফজিলাত সম্বন্ধে বলেনঃ

خَيْرُ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ "দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সীরাতের মধ্যেই রহিয়াছে।" (সীরাতে হালাবীয়ার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

এই গ্রন্থ লিখার আরও কয়েকটি বিশেষ কারণ নিম্নে প্রদত্ত হইল

১। গুণাহ্‌মাফ ও তাওবা কবুল ঃ

হুজুরের উসীলায় হযরত আদম (আঃ)-এর তাওবা কবুল হইয়াছিল। আল্লাহ্‌র ফজলে আমাদেরও যেন তাওবা কবুল ও গুনাহ মাফ হয়।

২। বিপদ হইতে মুক্তি পাওয়া ও রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করাঃ-

(ক) হযরত নুহ নবী (আঃ) নূরে- মুহাম্মাদীর বারকাতে বন্যার ভীষণ বিপদ হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। -হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ)-নশ্‌রুত্তবী, ৮ পৃষ্ঠা।

(খ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নূরে- মুহাম্মাদীর কল্যাণে অগ্নি হইতে রেহাই পাইয়াছিলেন। -হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ)-নশ্‌রুত্তবী, ৮ পৃষ্ঠা।

(গ) হযরত ইসমাঈল (আঃ) নূরে- মুহাম্মাদীর ইজ্জাতে গলা কাটা হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

(ঘ) খাজা আবদুল্লাহ্ নূরে-মুহাম্মাদীর বদৌলতে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। - মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরী (রাহঃ)- বারাহীনে কাতইয়া ফী মাওলিদে খাইরিল বারিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২৭।

(ঙ) কাসীদা বুরদার লিখক, হুজরের শানে কবিতা লিখিয়া অর্দ্ধাঙ্গ রোগ হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন-হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ)-নশ্রুত্তবী, ২ পৃষ্ঠা।

(চ) মহামারী ও ভূমিকম্প সহ সকল প্রকার বিপদ-আপদের সময় উম্মাতের আলেমগণ জনাবে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের পাঠ (হাদীস ও সীরাত গ্রন্থ পড়া) বই রচনা এবং তাঁহার প্রশংসা ও মু'জিযার কবিতা লিখিয়া আর তাঁহার উপর অত্যধিক সালাম ও দরূদ পাঠ করিয়া সর্বদা বিপদ হইতে মুক্তি পাওয়ার উসীলা তালাশ করিয়া থাকেন। -হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ) - নশ্রুত্তবী, ২ পৃষ্ঠা।

ইন্শা আল্লাহ্ আমরাও সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছি। -শাহ আবদুল্লাহ

৩। আখেরাতে নাজাত ঃ

(ক) হযরত মুছা (আঃ)-এর যামানায় এক ব্যক্তি সেই যুগের কিতাবে মুহাম্মাদ (সঃ) এর নাম মুবারাক দেখিতে পাইয়া উহাকে ইজ্জাতের সহিত চোখে-মুখে লাগাইয়া সম্মান করিল। ইহাতে সে ব্যক্তি মরণের পরে আখেরাতে নাজাত পাইয়াছিল।

(খ) আবু লাহাব মালায়ুন, মারাত্মক মুশ্রিক হওয়া সত্বেও হুজরের

জন্মে খুশী হওয়ার কারণে সোমবারে তাহার কিছুটা আজাব লাঘব হইয়া থাকে ।– মাওয়াহিব , ১ম খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা।

(গ) মদীনার মসজিদে নববীর একটি খুটি–ওস্তুয়ানায়ে হান্নানা, শুক্না বৃক্ষ–খুটিটি হুজুরের মুহাব্বাতে কাঁদিয়া তাঁহার সহিত বেহেশ্‌তে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিল।

আমরাও মুক্তির আশা রাখি। ইন্‌শা আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই আমরাও তাঁহার উসীলায় নাজাত পাইব।

৪ । চর্চা জারী করাঃ

যাঁহার আলোচনা ও চর্চা হয় না, লোকে তাঁহাকে চিনে না। যাঁহাকে চিনে না, তাঁহাকে কেহ মানে না। যাঁহাকে মানে না, তাঁহাকে কেহই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে না এবং ইজ্জাত ও সম্মান দেয় না। সুতরাং হুজুরের ইজ্জাত ও সম্মান সমুন্নত করা এবং তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি ও শ্রদ্ধা– পাত্রে উন্নীত করা আর অতীব প্রশংসা ও মহামান্যের সিংহাসনে পৌছাইয়া দেওয়া, আমাদের অন্যতম মাকসুদ।

৫ । বিশ্ব নেতারূপে বিশ্বনবীর পরিচয় দান করাঃ

মানব রচিত নানা রকমের বাদ, মতবাদ, প্রগতিবাদ ও বৈজ্ঞানিকবাদ, আর বিশ্ববাদের অতি সূক্ষ্ম প্রতারণায় পড়িয়া বিশ্ব তাহার সকল শান্তি ও ঐতিহ্য প্রায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। বিভিন্ন প্রকারের তন্ত্র ও মন্ত্রের পাঠকারীরা মন ভুলানো যাদুমন্ত্র পাঠ করতঃ তাহাকে তন্ত্রের জালে আবদ্ধ করিয়া তাহার সকল ইজ্জাত ও আবরু লুট–পাট করিয়া লইয়া গিয়াছে। এমনকি, হাত, পা কাটিয়া পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। পিটাইয়া মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। বিশ্ব এবার ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে

যে, সকল বাদ-ই বরবাদের মূল। এইগুলি শুধু প্রতারণা আর প্রতারণা। তন্ত্র-মন্ত্র একমাত্র লুটকবার ও মানব স্বাধীনতা হরণ করার যন্ত্র। এইগুলি দ্বারা আমার জীবন রক্ষা হইবেনা। আমার মধ্যে শান্তি আসিতে পারে না। অতএব, জীবন রক্ষা পাইতে হইলে আমাকে বাদের পথ ছাড়িয়া এবং তন্ত্র ও মন্ত্রের জাল ছিড়িয়া অন্য রাস্তায় যাইতে হইবে।

তাই পৃথিবী আজ প্রকৃত সত্য শান্তির তালাশে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই মুহূর্তে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাতা ও বিশ্ব সভ্যতার জন্মদাতা, বিশ্বনবীর সাক্ষাত পাইলে তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই।

৬। মূল হাদীসের ভাষা আরবী ঠিক রাখিয়া সীরাত পেশ করাঃ

বোধ হয় বাংলা ভাষায় এই ধরনের গ্রন্থ এই প্রথম। ইহাতে পাঠকগণের বিষয়বস্তু বুঝিতে দ্বিগুণ সুবিধা হইবে বলিয়া মনে করি।

আরজ গুজার-

অনুবাদক-শাহ আবদুল্লাহ

কৈফিয়াত

১। পাঠকবৃন্দের সুবিধার্থে মূল বইয়ের আরবী ঠিক রাখিয়া তরজমা করিয়াছি, শুধু দ্বিতীয় ওয়াজের মধ্যে অতিসামান্য পরিবর্তন হইয়াছে, তাও মাত্র আগের প্যারা পরে গিয়াছে, আর পরের প্যারা আগে আসিয়াছে।

২। 'বাহাহীনে কাতইয়া ফী মাওলিদে খাইরিল বারিয়্যাহ' এই নামেই মূল বইটি ছিল, আমি উহার নাম 'নূরে মুহাম্মাদী' রাখিয়াছি।

৩। আগে সূচীপত্র ছিল না, আমি তাহা লিখিয়াছি।

৪। পূর্বে টীকা ছিল না, আমি উহা দিয়াছি।

৫। বইটি অত্যধিক সুন্দর ও অধিক প্রমাণ্য গ্রন্থে উন্নীত করার জন্য সাধ্যানুপাতে চেষ্টা করিয়াছি। উহার বিষয়বস্তুগুলি কোন্ কোন্ কিতাবের কত পৃষ্ঠায় রহিয়াছে, অধিক শ্রম স্বীকার করিয়া দুনিয়া–বিখ্যাত সীরাতের নাম করা কয়েকটি মূল গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়া গ্রন্থের নাম ও পৃষ্ঠা টীকায় লিখিয়া দিয়াছি। যেমনঃ–

* সীরাতে ইব্‌নে হিশাম ঃ আবু মুহাম্মাদ আবদুল মালিক। মৃত্যু ২১৩ হিজরী।
* মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া ঃ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আবি বকর, খতীব কসতুলানী।
* সীরাতে হালাবিয়াহ ঃ আলী, ইবনে বুরহানুদ্দীন হালাবী শাফেয়ী
* সীরাতুন্নাবাবিয়াহ্ ঃ মুফতী সাদাহ, মাক্কী শাফেয়ী,
* হায়াতু মুহাম্মাদ (সঃ) ঃ মুহাম্মাদ হোসাইন হাইকাল, মিশর।

ভূমিকা ও টীকা লিখার সময় উপরোক্ত গ্রন্থগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়াছি। ইহা ছাড়া, নিম্নলিখিত কিতাবগুলির দিকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়াছি।

* সীরাতুন্ নবী ঃ আল্লামা শিবলী নু'মানী।

ইহা বিরাট ছয় খণ্ডে সাড়ে চার হাজার পৃষ্ঠায় উর্দু ভাষায় লিখিত, আধুনিক মুসলিম বিশ্বে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সীরাত ব্যাখ্যার মহাগ্রন্থ। উহার বঙ্গানুবাদ বাহির হইয়াছে।

* নশ্‌রুত্তীবঃ হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ)

* তাওয়ারিখে হাবীবে ইলাঃ মুফতী ইনায়েত আহমদ ।

* আছাহ্হুস্‌সীয়ারঃ আবুল বারাকাত আবদুর্‌রউফ কাদেরী, দানাপুরী।

* সীরাতে খাতেমিল আম্বিয়াঃ মুফতী মুহাম্মাদ শফী, (রহঃ) দেওবন্দ।

প্রভৃতি গ্রন্থ সমুহের নাম উল্লেখ যোগ্য। –শাহ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

এই পর্যন্ত অনুবাদকের কথা চলিয়া আসিতেছিল। পরবর্তী পৃষ্ঠা হইতে মূল বই "বারাহীনে কাত্ইয়া ফী মাওলিদে খাইরিল বারিয়্যাহ্" কিতাব, ইনশা আল্লাহ্, আরম্ভ হইতেছে।

প্রথম ওয়াজ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

—আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অভিশপ্ত শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

—আমি আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি, যিনি সর্বপ্রদাতা পরম করুণাময়।

لَقَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

—নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট এমন একজন রসূল আগমন করিয়াছেন, যাঁহার নিকট তোমাদের বিপদাপন্ন হওয়া বড়ই অসহ্য, তিনি তোমাদের অতিশয় হিতাকাঙ্খী, বিশ্বাসীগণের প্রতি অত্যধিক স্নেহশীল করুণা পরায়ন।

পারা- ১১, সুরা তাওবা, আয়াত ১২৮

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰۤئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .

—নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁহার ফেরেশ্তাগণ নবীর প্রতি রহমাত বর্ষণ করিতেছেন, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরাও এই নবীর প্রতি দরূদ পাঠাইতে থাক এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠানো অব্যাহত রাখ।

পারা–২২, সূরা–আহজাব, আয়াত ৫৬

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ -

— হে আল্লাহ্ ! মুহাম্মাদ (সঃ) ও তাঁহার বংশধরের উপর রহমাত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

সৃষ্টির অস্তিত্বেরকারণ ও আদমের কুনিয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

–আমি আল্লাহ্ তা'আলার নামে আরম্ভ করিতেছি যিনি সর্বপ্রদাতা পরম করুণাময়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مَبْدَءِ الْاَنْوَارِ الَّذِىْ لَمَّا خَلَقَ اٰدَمَ
اَلْهَمَهٗ اَنْ قَالَ يَا رَبِّ لِمَ كَنَّيْتَنِىْ اَبَا مُحَمَّدٍ - قَالَ
اللّٰهُ تَعَالٰى يٰاٰدَمُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ فَرَفَعَ رَاْسَهٗ فَرَاٰى نُوْرَ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِىْ سُرَادِقِ الْعَرْشِ
الْمُعَلّٰى . فَقَالَ يَارَبِّ مَا هٰذَا النُّوْرُ قَالَ هٰذَا نُوْرُ نَبِيِّ

مِنْ ذُرِّيَّتِكَ اِسْمُهُ فِى السَّمَاءِ اَحْمَدُ وَفِى الْاَرْضِ

مُحَمَّدٌ ۔ لَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ وَ لَا خَلَقْتُ سَمَآءً

وَ لَا اَرْضًا ۔

—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি নূর সৃষ্টির মূল ও উৎস। তিনি এমন আল্লাহ্ যিনি হযরত আদমকে (আঃ) পয়দা করিবার পর ইলহামের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছিলেন। আদম (আঃ) এই শিক্ষা পাইয়া আল্লাহ্ তা'আলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্! আমার কুনিয়াত কেন আবু মুহাম্মাদ (মুহাম্মাদের পিতা) রাখিয়াছেন? তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, হে আদম! তোমার মাথা উঠাও এবং উপরের দিকে তাকাইয়া দেখ। আদম (আঃ) তখন মাথা উঠাইয়া আরশ মুয়াল্লার পর্দায় প্রিয় নূর নবী মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ–সাল্লামের নূর দেখিতে পাইলেন।

অতঃপর আদম জিজ্ঞাসা করিলেন,– হে আল্লাহ্ ! ইহা কাহার নূর? আল্লাহ্ বলিলেন, – হে আদম! তোমার সন্তানগণের মধ্য হইতে এক নবীর নূর। আকাশে তাঁহার নাম আহমাদ এবং পৃথিবীতে মুহাম্মাদ, (রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ–সাল্লাম।)

যদি তিনি সৃষ্টি না হইতেন, তাহা হইলে আমি তোমাকে এবং আসমান ও জমিন সৃষ্টি করিতাম না[১]

সর্ব প্রথম নূরে মুহাম্মাদী সৃষ্টি

وَ بَيَانُ هٰذَا النُّوْرِ فِىْ حَدِيْثِ الَّذِىْ رُوِىَ فِىْ الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىِّ ـ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَ اُمِّىْ ـ اَخْبِرْنِىْ عَنْ اَوَّلِ شَيْئٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْلَ الْاَشْيَاءِ ـ قَالَ يَا جَابِرُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُّوْرِهٖ فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرَ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ وَ لَمْ يَكُنْ فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَّ لَا قَلَمٌ وَ لَا جَنَّةٌ وَ لَا نَارٌ وَّ لَا مَلَكٌ وَ لَا سَمَاءٌ وَ لَا اَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَ لَا قَمَرٌ وَ لَا جِنٌّ وَ لَا اِنْسٌ ـ

টীকাঃ— ১। (ক) মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া ১ম খণ্ড, ৯ পৃষ্ঠা।

(খ) নশরুত্তীব ১০ পৃষ্ঠা (গ) হাকেমের বর্ণনাঃ আদম (আঃ) আরশের উপর মুহাম্মাদের (সঃ) নাম লিখিত অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ৯ পৃষ্ঠা।

(ঘ) হাদীসে বর্ণিত, হুজুর ফরমান, كَانَ اللّٰهُ وَ لَمْ يَكُنْ مَّعَهُ شَيْئٌ আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং একাই ছিলেন, তাঁহার সহিত কোন বস্তু ছিল না। (মিশকাত) অর্থাৎ এক সময় সৃষ্টির অস্তিত্ব বলিতে কিছুই ছিল না। তখন শুধু আল্লাহ্–ই ছিলেন। এর পর আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির –অস্তিত্ব দান করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং সর্ব প্রথম "নূরে মুহাম্মাদী " সৃষ্টি করিলেন।

—এই নূরের বিস্তারিত আলোচনা ঐ হাদীসের মধ্যে রহিয়াছে, যাহা মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া গ্রন্থে হযরত জাবির বিন্ আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। জাবির (রাঃ) বলেন,—একদা আমি হুজুর পাক (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)! আমার পিতামাতা আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ হউক, আপনি এই খবরটি আমাকে জানাইয়া দিতে মর্জি ফরমাইবেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব–প্রথম কোন্ বস্তু সৃষ্টি করিয়াছিলেন? উত্তরে প্রিয় নূরনবী মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ–সাল্লাম ফরমাইলেন, – হে জাবির! আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত কিছু সৃষ্টির পূর্বে তাঁহার নিজের নূর হইতে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই নূরকে এমন শক্তি দান করিলেন যে, সেই নূর আল্লাহ্‌র হুকুমে – আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিত। ঐ সময় লাওহ, কলম, বেহেশ্‌ত, দোযখ, ফেরেশ্‌তা, আকাশ ও পৃথিবী এবং সূর্য, মানব ও দানব ইত্যাদি কিছুই ছিল না।[১]

১। (ক) মাওয়াহিব ১ম খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা। (খ) নশরুত্তীব ৫ পৃষ্ঠা (গ) সীরাতে হালাবিয়াহ ১ম খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা। (ঘ) হাদীসে আছে নূর নবী বলিয়াছেনঃ

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মাওলানা আবদুল হক দেহলবী তাঁহার রচিত গ্রন্থ মাদারেজু ন্নাবুয়াতে এই হাদীসটিকে সহী বলিয়াছেন।

(ঙ) এইরূপে আছে কত হাদীছ অপার। সর্বাগে নবীর নূর হইল তৈয়ার।।
এক এক মোকামেতে মোহাম্মদী নূর। কত কত সাল তক আছিল জহুর।।
এ বিষয়ে কাস্তলানী আর জোরকানী। বহুত লিখিয়াছেন হাদীছ কাহিনী।।
আর মহামান্য শেখ আবদুল কাদের। ফুতুহাতে মক্কা বিচে করিলা জেকের।।
সব হাদীছের মূল একই হইল। রসূলের নূর আল্লাহ্ সর্বাগ্রে সৃজিল।।
(তাওয়ারিখে মোহাম্মদী)

নূরে মুহাম্মাদী হইতে সমস্ত সৃষ্টির অস্তিত্ব

فَلَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَّمَ ذٰلِكَ النُّوْرَ اَرْبَعَةَ اَجْزَآءٍ ـ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ الْقَلَمَ وَ مِنَ الثَّانِيِّ اللَّوْحَ وَ مِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ الْمُعَلّٰى ـ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَآءٍ ـ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَ مِنَ الثَّانِيِ الْكُرْسِيَّ وَ مِنَ الثَّالِثِ بَاقِيِ الْمَلَآئِكَةِ ـ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ السَّمٰوَاتِ وَ مِنَ الثَّانِى الْاَرْضِيْنَ وَ مِنَ الثَّالِثِ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ ـ ثُمَّ قَسَّمَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَآءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ نُوْرَ اَبْصَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ مِنَ الثَّانِىْ نُوْرَ قُلُوْبِهِمْ وَ هِىَ الْمَعْرِفَةُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى ـ وَ مِنَ الثَّالِثِ نُوْرَ اُنْسِهِمْ وَ هُوَ التَّوْحِيْدُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ اَلْحَدِيْثَ ـ هٰكَذَا فِىْ الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ كَانَ مَرْوِيًّا ـ

—অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মাখলুকাত সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন। সেই সময় এই নূরকে চার ভাগে বিভক্ত করতঃ প্রথম অংশ হইতে কলম, দ্বিতীয় অংশ হইতে লাওহ্ মাহফুজ এবং তৃতীয় অংশ হইতে আরশ মুয়াল্লাহ সৃষ্টি করিলেন[১]। পুনরায় চতুর্থ অংশকে আবার চার ভাগে পৃথক করিলেন। ১ম অংশ দ্বারা আরশ বহনকারী ফেরেশ্তাগণ এবং ২য় অংশ দ্বারা কুরসী (সিংহাসন) আর ৩য় অংশ দ্বারা অবশিষ্ট অন্যান্য সকল ফেরেশ্তাকে তৈয়ার করিলেন। এর পর এই ৪র্থ অংশকে আবার চার ভাগ করিলেন, প্রথম অংশ হইতে সমস্ত আসমান এবং দ্বিতীয় অংশ হইতে সমস্ত জমিন আর তৃতীয় অংশ হইতে বেহেশ্ত ও দোযখ সৃষ্টি করিলেন। পুনরায় আল্লাহ্ তা'আলা নূরের অবশিষ্ট এই ৪র্থ অংশটিকে চার অংশে বিভক্ত করিলেন, ১ম অংশ হইতে মুমিন বান্দাদের চোখের জ্যোতি এবং ২য় অংশ হইতে তাহাদের কলবের জ্যোতি আর ইহাই হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার মারেফাত। এবং ৩য় অংশ হইতে মুমিনদের উন্‌ছের নূর অর্থাৎ তাওহীদ বা একত্মবাদের নূর, তথা لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ . এই কালেমার নূর পয়দা করিলেন। হাদীসের শেষ পর্যন্ত মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া কিতাবে এই ভাবেই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।[২]

টীকাঃ– ১। সামনে লম্বা হাদীস রহিয়াছে। নশ্‌রুত্তীব ৫ পৃষ্ঠা।

২। (ক) মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া ১ম খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা।

(খ) অতঃপর বহু তর পর্দা বানাইয়া। রাখিলেন সেই নূর পর্দায় ভরিয়া।।
প্রত্যেক পর্দায় থাকি সে নূর নবীর। লক্ষ লক্ষ সাল তক করিল জিকির।।
অবশেষে পর্দা হইতে হইয়া প্রকাশ। বাহিরে আসিয়া নূর লইল নিঃশ্বাস।।
সেই শ্বাসে রুহু পয়দা করিলা কাদের। ফেরেশ্তা আম্বিয়া আর আওলিয়াগণের।।
ছিদ্দিকীন, মোমেনীন শহীদান আর। করিলা সবার রুহ তাহাতে তৈয়ার।।
আরশে আসল নূরে আল্লাহ্ আলম। সৃজিলা আরশ কুরছি, লওহ, কলম।।
বেহেশ্ত দোজখ আর জমিন, আকাশ। চন্দ্র, সূর্য, তারা, নদী, পর্বত, বাতাস।।
আঠার হাজার সৃষ্ট সকল তাহাতে। সৃজিলেন আল্লাহ্তালা আপন কুদরতে।।

(তাওয়ারিখে মোহাম্মদী)

দরূদ শরীফ

عَطِّرِاللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمَ بِعَرْفٍ شَذِيٍّ مِّنْ صَلٰوةٍ وَّ تَسْلِيْمٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ ـ وَ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا وَ اٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا –

—হে আল্লাহ্! সলাত ও সালামের সর্বোত্তম খোশ্‌বু দ্বারা তাহার (সঃ) পবিত্র মাজার শরীফ সুরভিত ও খোশবু ময় করিয়া রাখুন।

আয় আল্লাহ্! তাঁহার (সঃ) উপর দরূদ ও সালাম, রহমাত ও শান্তি এবং বারকাত ও কল্যাণ অবতীর্ণ করুন। তাঁহাকে আমাদের জন্য আপনার মুঞ্জুরী ও কবুলপ্রাপ্ত শাফায়াতকারী রূপে বানাইয়া রাখুন। আর তাঁহাকে উসীলা[১] ও উচ্চ সম্মানের[২] এবং উন্নত মানের মর্যাদা দান করুন, আর মাকামে মাহমুদে[৩] অর্থাৎ প্রশংসিত স্থানে রাখিতে মর্জি হয়।

টীকাঃ– ১। উসীলা, হুজুরে পাক (সঃ) বলিয়াছেন, উসীলা বেহেশ্‌তের একটি জায়গার নাম, সেখানে আল্লাহ্ তা'আলার এক খাছ বান্দা ছাড়া আর কেহই যাইতে পারিবেনা। আশা করিতেছি সেই বান্দা আমিই হইব।

২। ফাদিলাতা সমস্ত সৃষ্টজগতের সর্বোচ্চ ও সর্ব শ্রেষ্ঠ একটি মরতবা ও বিশেষ সম্মানের নাম। ইহা বেহেশ্‌তের কোন স্থানের নামও হইতে পারে।

৩। প্রশংসার স্থানে– এখানে পূর্ববর্তি ও পরবর্তি সকলেই আমাদের প্রিয় নূর নবীর (সঃ) প্রশংসা করিবেন। বস্তুতঃ ইহাই হইবে শাফায়াত করার জায়গা।

দ্বিতীয় ওয়াজ

কবর শরীফের মাটি ও বেহেশ্‌তের পানি

وَ فِيْهِ عَنْ كَعْبِ الْاَحْبَارِ قَالَ لَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ
تَعَالٰى اَنْ يَّخْلُقَ مُحَمَّدًا اَمَرَ جِبْرِيْلَ اَنْ يَّاْتِيَهُ
بِالطِّيْنَةِ الَّتِىْ هِىَ قَلْبُ الْاَرْضِ وَ بَهَاؤُهَا وَ نُوْرُهَا قَالَ
فَهَبَطَ جِبْرِيْلُ فِىْ مَلٰٓئِكَةِ الْفِرْدَوْسِ وَ مَلَائِكَةِ الرَّفِيْعِ
الْاَعْلٰى فَقَبَضَ قُبْضَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَ سَلَّمَ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الشَّرِيْفِ وَ هِىَ بَيْضَآءُ مُنِيْرَةً
فَعُجِنَتْ بِمَآءِ التَّسْنِيْمِ فِىْ مَعِيْنِ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ
حَتّٰى صَارَتْ كَالدُّرَّةِ الْبَيْضَاءِ . لَهَا شُعَاعٌ عَظِيْمٌ ثُمَّ
طَافَتْ بِهَا الْمَلٰٓئِكَةُ حَوْلَ الْعَرْشِ وَ الْكُرْسِىِّ وَ فِى
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ وَ الْبِحَارِ فَعَرَفَتِ -
الْمَلَائِكَةُ وَ جَمِيْعُ الْخَلْقِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا وَ فَضْلَهُ
قَبْلَ اَنْ تَعْرِفَ اٰدَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ -

—কা'বুল আহবার হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন প্রিয় নূরনবী মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ–সাল্লামকে পয়দা করার ইচ্ছা করিলেন, তখন তিনি জিব্রাঈলকে (আঃ) পৃথিবীর ঐ মাটি নিয়া আসার জন্য হুকুম করিলেন, যাহা হইবে জমিনের দিল ও আলো এবং নূর ও জ্যোতি। হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) ফিরদাউসের ফেরেশ্‌তা ও সর্বোচ্চ মর্যাদাশালী অন্যান্য ফেরেশ্‌তাসহ নীচে নামিয়া আসিলেন এবং প্রিয় নূরনবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ–সাল্লামের মাটি তাঁহার পবিত্র কবর শরীফ হইতে আহরণ করিলেন।[১]

ঐ মাটি সাদা ও জ্যোতির্ময় ছিল। উক্ত মাটি বেহেশ্‌তের তাছনিম নামীয় নহরের পানির সহিত মিশ্রিত করা হইলে উহা সাদা মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া গেল। উহার উজ্জ্বলতা অত্যধিক প্রখর ছিল। এর পর ফেরেশ্‌তাগণ উহাকে লইয়া আরশ ও কুরসির চতুর্দিকে এবং আসমান, জমিন, পাহাড় ও সমুদ্র মধ্যে ঘুরাইয়া আনিলেন। ইহাতে সকল ফেরেশ্‌তা ও সমস্ত সৃষ্টিজগত হযরত আদম (আঃ) সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার পূর্বে আমাদের সরদারে দোজাহান প্রিয় নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ–সাল্লামের পরিচয় পাইয়া গেল এবং তাঁহার বুজর্গী ও ফজীলাত সম্পর্কে জানিয়া লইল।[২]

১। মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া ১ম খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

২। ইচ্ছা করিলেন যবে আল্লা পাক জাতে। কহিলেন জিব্রিলেরে যাও দুনিয়াতে।।
যেখানে জমির দিল, সেখানে যাইয়া। রছুলের জন্য মাটি আন উঠাইয়া।
জিব্রিল পাইলা যবে হুকুমে আল্লাহ্‌র। আনিতে পবিত্র মাটি হইলেন তৈয়ার।।
সপ্তম আকাশ আর বেহেশ্‌ত হইতে। লইলেন বহুতর ফেরেশ্‌তা সঙ্গেতে।।
নবীর কবর এবে যেখানে হইল। সেখানে আসিয়া মাটি জিব্রিল মাঙ্গিল।।
রছুলের নাম পাক জমিন শুনিয়া। শ্বেত বরণের মাটি দিল নেকালিয়া।।
কাফুরের মত মাটি হইল প্রকাশ। নূরানী চমক আর বড়ই সুবাস।।
মেস্ক, জাফরান আর আবে ছলছবিল। মিলাইয়া সে মাটির সাতে জিব্রাইল।।
শরাবে তাছনিম আরমায়ীনের পানি। বেহেশ্‌তী কর্পুর আর নানা দ্রব্য আনি।।
মিশাইয়া মৃত্তিকায় খামির করিল। উজ্জ্বল মুক্তার মত চমক হইল।।
(তাওয়ারিখে মোহাম্মদী–৮)

সকল নূরের উপর বিজয়ী ও সৃষ্টিজগত প্রদর্শন

وَ فِيْهِ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ جَعَلَ ذَالِكَ النُّوْرَ فِىْ ظَهْرِهٖ فَكَانَ يَلْمَعُ فِىْ جَبِيْنِهٖ فَيَغْلِبُ عَلٰى سَائِرِ نُوْرِهٖ ثُمَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ عَلٰى سَرِيْرِ مَمْلُكَتِهٖ وَ حَمَلَهُ عَلٰى اَكْنَافِ مَلَائِكَتِهٖ فَاَمَرَهُمْ فَطَافُوْا بِهٖ فِى السَّمٰوٰتِ لِيَرِىَ عَجَائِبَ مَلَكُوْتِهٖ ـ

—উক্ত মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া কিতাবে আরো লিখা রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করিয়া ঐ নূরে মুহাম্মদী' তাঁহার পিঠে রাখিয়া দিলেন। ইহাতে আদম আলাইহিস্ সালামের আননে উক্ত নূর চম্‌কিতে শুরু করিল এবং সমস্ত নূরের উপর বিজয়ী হইতে লাগিল। পুনরায় আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত নূরকে তাঁহার বাদশাহী সিংহাসনে উঠাইলেন এবং উক্ত সিংহাসন ফেরেশ্‌তাদের কাঁধে রাখিয়া তাহাদের প্রতি আদেশ জারি করিলেন। তখন ফেরেশ্‌তাগণ আসমানের মধ্যে ঐ নূরকে নিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার হাবীবকে নিজের আশ্চর্য আশ্চর্য বাদশাহাত ও কুদরাতের নিদর্শনসমূহ দেখাইয়া লইলেন।[১]

১। মাওয়া হিবুল্লাদুন্নিয়া। ১ম খণ্ড, ১০ পৃষ্ঠা।

নূরের ব্যাখ্যা ও মুহাম্মাদ নাম রাখার কারণ

وَ مَعْنٰى مِنْ نُّوْرِهٖ اَىْ مِنْ نُّوْرٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ اَىْ
اَبْدَعَهُ فَخَلَقَ مِنْهُ مُحَمَّدًا لِئَلَّا يَلْزَمَ وُجُوْدُ الْحَادِثِ
مِنَ الْقَدِيْمِ لِاَنَّ اللّٰهَ كَانَ بَدِيْعًا وَّ مُوْجِدًا هٰكَذَا فِىْ
شَرْحِ قِصَّةِ الْمُوْلِدِ لِلْبَرْزَنْجِىِّ لِعَبْدِ اللّٰهِ الْفَارِسِ
الْمَكِّىِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

وَ حَقِيْقَةُ هٰذَا النُّوْرِ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَهُ قَبْلَ خَلْقِ
الْعَالَمِ وَ اَضَافَهُ اِلٰى نَفْسِهٖ تَشْرِيْفًا لَّهُ حَيْثُ قَالَهُ
نُوْرِىْ كَبَيْتِ اللّٰهِ وَ اَيْضًا اَضَافَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلٰى نَفْسِهِ الزَّكِيَّةِ حَيْثُ قَالَ اَوَّلُ
مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ تَشْرِيْفًا لَّهُ وَ تَكْرِيْمًا ـ

—আল্লাহ্ তা'আলার নূর হইতে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ–সাল্লামের নূর সৃষ্টি, ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে নূর সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সৃষ্টিগত নূর হইতে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ–সাল্লামকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা হইলে এই কথা বলার আর সুযোগ থাকিবে না যে, 'জাতে কাদীমের' (আল্লাহ্‌র) অংশ আছে, সেই অংশ হইতে হাদেসের (মুহাম্মাদের সৃষ্টির) অস্তিত্ব হইয়াছে। নাউজুবিল্লাহ। (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ–সাল্লাম, আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকরা নূর হইতে সৃষ্টি হইয়াছেন।) কেননা আল্লাহ্ তা'আলা যে কোন জিনিসের নূতন ভাবে সৃষ্টিকারী ও বিনা অস্তিত্বে অস্তিত্ব দানকারী। উপকরণ ব্যতীতই তিনি সমস্ত বস্তুকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন। মাওলুদে বারজাঞ্জির ব্যাখ্যাকারী আবদুল্লাহিল ফারেসিল মাক্কী (রাহঃ) ঠিক এই রূপ ভাবেই লিখিয়াছেন।

প্রকৃত পক্ষে এই নূর সৃষ্টির রহস্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিজগত সৃষ্টিকরার পূর্বে এই নূরকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং এই নূরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হিসাবে নিজের জাতেপাকের দিকে সম্বোধন করতঃ نوری 'আমার নূর' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। যেরূপ ভাবে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেরদিকে সম্বোধন করিয়া بيت الله আল্লাহ্র ঘর বলিয়া ঘরের ইজ্জাত বাড়াইয়া দিয়াছেন, তদ্রুপ 'আমার নূর' বলিয়া নূরে মোহাম্মাদীর ইজ্জত বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

এখানে نوری শব্দের আর একটি ব্যাখ্যাও হইতে পারে। অর্থাৎ প্রিয় নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলাইহি অ–সাল্লাম নিজের পবিত্র জাতের দিকে সম্বোধন করিয়াছেন। যেমন তিনি ফরমাইয়াছেন اول ما خلق الله نوری অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ধরনের সম্বোধন হইয়া থাকে সম্মান ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশের উদ্দেশ্যে।[১]

وَ يُؤَيِّدُ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ مَا قَالَ فِىْ نُزْهَةِ الْمَجَالِس وَ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. لَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى خَلْقَ الْمَخْلُوْقَاتِ وَ خَفْضَ الْاَرْضِ وَ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ نُّوْرِهٖ ثُمَّ قَالَ لَهَا كُوْنِىْ حَبِيْبِىْ مُحَمَّدًا . فَطَافَ نُوْرُ مُحَمَّدٍ (ص)

টিকাঃ– এই পৃষ্ঠার و يؤيد هذه الروية ما قال فى نزهة
এবং পরবর্তী পৃষ্ঠার شرح قوله قبض قبضة من نوره
এই ইবারত দুইটি মূল কিতাব "বারাহীনে কাতইয়া ফী মাওলিদে খাইরিল বারিয়াহ্" পুস্তকে লিখিত দ্বিতীয় ওয়াজে বর্ণিত "হযরত আদমের ওয়াসিয়াত" নামে হেডিং এর নীচে।

وفيه لما توفى ادم كان شيث ....من سفاح الجاهلية .

এর পরে লেখা ছিল। নূরের বর্ণনার সহিত মিল রাখার জন্য আমি উপরোক্ত অংশদ্বয়কে "আদমের ওসিয়াত"– এর মধ্যে না লেখিয়া এইখানে লেখিয়া দিয়াছি। "আদমের ওয়াসিয়াত কয়েক পৃষ্ঠার পরে আসিতেছে। –শাহ আবদুল্লাহ।

بِا الْعَرْشِ قَبْلَ اٰدَمَ بِخَمْسِ مِائَةِ عَامٍ وَ هُوَ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ سَمَّيْتُكَ مُحَمَّدًا

— নুজহাতুল মাজালিসের একটি হাদীস দ্বারা উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যাটি আরো সুদৃঢ় হইতেছে। হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন সমস্ত মাখলুকাত সৃষ্টি করিলেন এবং পৃথিবীকে নীচু ও আকাশকে উঁচু করার ইচ্ছা করিলেন, তখন তিনি তাঁহার সৃষ্টি করা নূর হইতে কিছু নূর লইয়া বলিলেনঃ

كُوْنِىْ حَبِيْبِىْ مُحَمَّدًا صَلْعَمْ

অর্থঃ হে নূর তুমি আমার হাবীব মুহাম্মাদ (সঃ) হইয়া যাও' (অমনি সেই নূর হইতে নূরে–মুহাম্মাদী পয়দা হইয়া গেল) অতঃপর এই নূরে মুহাম্মাদী (সঃ) হযরত আদম (আঃ) সৃষ্টির পাঁচশত বৎসর পূর্বে আরশ মুয়াল্লা প্রদক্ষিণ করিয়াছিল এবং বলিতেছিল اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সেই সময় ইহাই ছিল তাঁহার জিকির। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেনঃ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ سَمَّيْتُكَ مُحَمَّدًا হে দোস্ত! এই জন্যই ত আমি আপনার নাম মুহাম্মাদ রাখিয়াছি।

وَ شَرْحُ قَوْلِهِ قَبَضَ قَبْضَةً مِّنْ نُوْرِهِ فِيْمَا رَوٰى فِيْهَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ - قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِمَّ خُلِقْتَ قَالَ لَمَّا اَوْحٰى اِلَىَّ رَبِّىْ مَا اَوْحٰى ـ قُلْتُ يَا رَبِّ مِمَّ خَلَقْتَنِىْ قَالَ عِزَّتِىْ وَ جَلَالِىْ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ اَرْضًا وَ لَا سَمَاءً قُلْتُ يَا رَبِّ مِمَّ خَلَقْتَنِىْ

قَالَ يَا مُحَمَّدُ نَظَرْتُ اِلٰى صَفَاءِ بَيَاضِ نُوْرِىَ الَّذِىْ خَلَقْتُهٗ بِقُدْرَتِىْ وَابْدَعْتُهٗ بِحُكْمِىْ وَ اَضَفْتُهٗ تَشْرِيْفًا اِلٰى عَظْمَتِىْ فَسْتَخْرَجْتُ مِنْهُ جُزْءًا فَقَسَمْتُهٗ ثَلَاثَةَ اَقْسَامٍ فَخَلَقْتُكَ وَ اَهْلَ بَيْتِكَ مِنَ الْقِسْمِ الْاَوَّلِ وَ خَلَقْتُ اَزْوَاجَكَ وَ اَصْحَابَكَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِىِّ وَ خَلَقْتُ مَنْ اَحَبَّكَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّالِثِ فَاِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُدِدَتِ النُّوْرُ اِلٰى نُوْرِىْ اَدْخَلْتُكَ وَ اَهْلَ بَيْتِكَ وَ اَزْوَاجَكَ وَ اَصْحَابَكَ وَ مَنْ اَحَبَّكَ جَنَّتِىْ بِرَحْمَتِىْ ـ فَاَخْبِرْهُمْ بِذٰلِكَ عَنِّىْ ـ

—উপরে হযরত ইব্‌নে আব্বাসের হাদীসে যে কথাটি বলা হইয়াছিল, قبض قبضة من نوره তাঁহার নূর হইতে এক মুষ্টি (কিছুটা) নূর লওয়া হইল। এক মুষ্টি লওয়ার ব্যাখ্যাটি হযরত আলীর (রাঃ) এই হাদীস দ্বারা পরিষ্কার হইয়া যায়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি প্রিয় নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলইহি অ–সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল। আপনি কোন্ বস্তু হইতে সৃষ্টি হইয়াছেন? হুজুর ফরমাইলেন, যখন আমার মা'বুদ আমার নিকট ওহি প্রেরণ করিলেন, তখন বলিলাম, হে আমার আল্লাহ্! আপনি আমাকে কি জিনিষের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,–আমার ইজ্জাত ও

জালালিয়াতের কসম! যদি আপনি না হইতেন তবে আমি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করিতাম না। পুনরায় আমি বলিলাম, হে মা'বুদ! আমাকে কোন্ বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন? এইবার আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাইলেন,– হে মুহাম্মাদ (সঃ) আমি আমার সাদা নূরের স্বচ্ছতা ও নির্মলতার প্রতি লক্ষ্য করিলাম, যেই নূরকে আমি কুদরতের দ্বারা প্রথম হইতেই নুতন ভাবে আমার হুকুমে সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমি উহার সম্মান, প্রকাশার্থে উহাকে আমার আজমতের দিকে সম্বোধন করিলাম, এর পর উক্ত নূর হইতে অংশ বাহির করিয়া উহাকে আবার তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশ হইতে আপনাকে ও আপনার আহ্লে–বাইতকে (বংশকে) তৈয়ার করিয়াছি এবং দ্বিতীয় অংশ হইতে আপনার বিবি সকল ও সাহাবীদিগকে আর তৃতীয় অংশ হইতে যাহারা আপনার প্রতি মুহাব্বাত – ভালবাসা রাখে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি।

কিয়ামতের দিবসে উক্ত নূর পুনরায় আমার নূরের দিকে ফিরাইয়া আনা হইবে। আমার অনুগ্রহে আপনাকে ও আপনার আহ্লে–বাইত কে এবং আপনার স্ত্রী ও সাহাবাদিগকে আর যাহারা আপনাকে সর্বাধিক মুহাব্বাত করে তাহাদিগকে আমার বেহেশ্তে প্রবেশ করাইব। অতএব আপনি আমার পক্ষ হইতে উপরোল্লিখিত লোকদিগকে বেহেশ্তে দাখিল হওয়ার এই মহা সুসংবাদ জানাইয়া দিন।

আদমের পৃষ্ঠে নূর স্থাপন ও ফেরেশ্তাদের দর্শন

ثُمَّ خَلَقَ نُوْرَ اٰدَمَ مِنْ نُّوْرِ مُحَمَّدٍ وَ خَلَقَ جَسَدَ مُحَمَّدٍ مِّنْ طِيْنَةِ اٰدَمَ ثُمَّ اَسْكَنَ نُوْرَ مُحَمَّدٍ فِيْ ظَهْرِ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَصَارَتِ الْمَلَائِكَةُ تَقِفُ خَلْفَهٗ صُفُوْفًا يَنْظُرُوْنَ اِلَى النُّوْرِ ـ فَقَالَ اٰدَمُ يَا رَبِّ مَالِ

هٰؤُلَاۤءِ الْمَلَائِكَةِ يَقِفُوْنَ خَلْفِىْ قَالَ يَنْظُرُوْنَ اِلٰى نُوْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. قَالَ يَا رَبِّ اجْعَلْهُ فِىْ مَكَانٍ فِىْ جَبْهَتِىْ فَنَقَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذَالِكَ النُّوْرَ اِلٰى جَبْهَتِهٖ فَصَارَتِ الْمَلَائِكَةُ تَقِفُ اَمَامَهٗ ثُمَّ قَالَ اٰدَمُ يَا رَبِّ اجْعَلْهُ فِىْ مَوْضِعٍ اَرَاهُ فَجَعَلَهٗ فِىْ اِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ فَرَفَعَهَا اٰدَمُ وَ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ. ثُمَّ قَالَ اٰدَمُ يَا رَبِّ هَلْ بَقِىَ مِنْ هٰذَا النُّوْرِ شَيْئٌ - قَالَ نُوْرُ اَصْحَابِهٖ قَالَ يَا رَبِّ اَجْعَلْهُ فِىْ بَقِيَّةِ اَصَابِعِىْ فَجَعَلَ اللّٰهُ نُوْرَ اَبِىْ بَكْرٍ (رضـ) فِى الْوُسْطٰى وَ نُوْرَ عُمَرَ (رضـ) فِى الْبِنْصِرِ وَ نُوْرَ عُثْمَانَ (رضـ) فِى الْخِنْصِرِ وَ نُوْرَ عَلِىٍّ (رضـ) فِى الْاِبْهَامِ. فَلَمَّا هَبَطَ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِلَى الْاَرْضِ اِنْتَقَلَتِ الْاَنْوَارُ اِلٰى ظَهْرِهٖ اَىْ كَمَا كَانَ اَوَّلًا فِىْ ظَهْرِهٖ -

—আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয় নূর নবী হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলইহি অ–সাল্লামের নূর হইতে হযরত আদমের নূর তৈয়ার করিলেন এবং আদমের মাটি হইতে হুজুর পাকের শরীর মুবারক পয়দা করিলেন। তার পর আদমের পিঠে নূরে মুহাম্মাদী রাখিয়া দিলেন।

এই নূরকে দুই নয়নে অবলোকন করিবার জন্য আদমের পিছনে ফেরেশ্তাগণ কাতার বাঁধিয়া দাঁড়িইয়া গেলেন এবং নয়ন ভরিয়া প্রিয়নূর নবীর 'নূর' দেখিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া হযরত আদম (আঃ) বলিলেন, যে আল্লাহ্! এই ফেরেশ্তাদের কি হইয়াছে তাহারা কেন আমার পিছনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে? উত্তরে আল্লাহ্ বলিলেন, হে আদম! এই ফেরেশ্তারা আমার হাবীবের নূর দেখিতেছে। ইহা শুনিয়া হযরত আদম (আঃ) পুনরায় বলিলেন,–হে মা'বুদ! মেহেরবানি করিয়া উক্ত নূরকে আমার আননে আনিয়া দিন! তখন আল্লাহ্ তা'আলা ঐ নূরকে আদমের পৃষ্ঠ হইতে আনিয়া কপালে রাখিয়া দিলেন। এইবার ফেরেশ্তাদের কাতার আদমের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হযরত আদম (আঃ) নূরের আশেক হইয়া নিজে নূর দেখার অভিপ্রায় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আবার আরজ করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! এই নূরকে দয়া করিয়া এমন স্থানে রাখুন, আমিও যেন সেই নূর দেখিয়া নিজকে ধন্য করিতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা আদমের দোআ কবুল করিয়া সেই নূরকে আদমের (আঃ) মুসাব্বা (তর্জনী) নামীয় আঙ্গুলে রাখিলেন।[১]

আদম (আঃ) ঐ আংগুলটি উপরের দিকে উঠাইয়া স্বচক্ষে নূর দেখিয়া উক্ত নূরের উপর ঈমান আনিয়া বলিলেন।[২]

১। তাফসীরে রুহুল বয়ান ৪র্থ খণ্ড, ৬৪৯ পৃষ্ঠা

২। তর্জ্জনীয় আঙ্গুলে আসিবার পর সেই নূর 'তসবীহ পাঠ করিয়া ছিল। সেই জন্য উক্ত আঙ্গুলের নাম, 'মুসাব্বাহা' হইয়াছে,–তাফসীরে রুহুল বয়ান ৪র্থ খণ্ড, ৬৪৯ পৃষ্ঠা।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ–আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহ্ তা'আলার রসূল। হযরত আদম আবার বিনয়ের সহিত বলিলেন, হে আল্লাহ্! এই নূর হইতে আর কিছু নূর অবশিষ্ট আছে কি? আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাইলেন, হাঁ, তাঁহার সাহাবাদের নূর বাকী আছে। আদম (আঃ) আরজ করিলেন, আয় আল্লাহ্! অবশিষ্ট নূরগুলিকে আমার বাকী আঙ্গুলগুলিতে আনিয়া সংস্থাপন করুন। সেই সময় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আবু বকরের (রাঃ) নূরকে মধ্যমা আঙ্গুলে, হযরত ওমরের (রাঃ) নূরকে অনামিকা আঙ্গুলে, হযরত ওছমানের (রাঃ) নূরকে কনিষ্ঠা আঙ্গুলে এবং হযরত আলীর (রাঃ) নূরকে বৃদ্ধা আঙ্গুলে সংস্থাপন করিয়া দিলেন।

অতঃপর আদম (আঃ) যখন পৃথিবীতে নামিয়া আসিলেন তখন উক্ত নূরগুলি পুনরায় আদমের পিঠে চলিয়া গেল। প্রথমে যেইভাবে ছিল, সেই ভাবেই রহিল।

আরাফাতের ময়দানে নূরে মুহাম্মাদী (সঃ) হাওয়ার নিকট তাশ্‌রীফ নিলেন

فَلَمَّا قَدَّرَ اللّٰهُ الْاِجْتِمَاعَ بَيْنَ اٰدَمَ وَ حَوَّاءَ عَلٰى عَرَافَاتِ اَرْسَلَ اللّٰهُ اِلَيْهِ نَهْرًا مِّنَ الْجَنَّةِ فَاغْتَسَلَ وَ غَشٰى حَوَّاءَ فَانْتَقَلَتِ الْاَنْوَارُ اِلَيْهَا ۔ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ نُوْرُ مُحَمَّدٍ يَّنْتَقِلُ مِنْ صُلْبٍ اِلٰى صُلْبٍ وَّ مِنْ بَطْنٍ

اِلٰى بَطْنٍ اِلَى انْتَقَلَ اِلٰى صُلْبِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

—অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলার তাকদীর অনুযায়ী হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) যখন আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হইলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আদমের নিকট বেহেশ্তের 'নহর' পাঠাইয়া দিলেন। হযরত আদম (আঃ) উক্ত নহরে গোসল করিয়া হাওয়া বিবিকে আলিঙ্গন করিলেন এবং ঐ সময় এই পবিত্র নূর হাওয়া বিবির নিকট চলিয়া গেল। এর পর হইতে নূরে মুহাম্মাদী এক পুরুষের পৃষ্ঠ হইতে অন্য পুরুষের পিঠে এবং এক মহিলার পেট হইতে অন্য মহিলার পেটে স্থানান্তরিত হইয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত আসিয়া পৌছিল। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার এই পবিত্র নিয়মে তাঁহার প্রিয় হাবিবের পবিত্র নূর অতি পবিত্রতার সহিত হযরত খাজা আবদুল্লাহ এবং তথা হইতে হযরত আমিনা পর্যন্ত পৌছিয়া গেল।)

হযরত আদমের ওয়াসিয়াত

وَفِيْهِ لَمَّا تُوُفِّيَ اٰدَمُ كَانَ شِيْثُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ وَ صِيًّا عَلٰى وُلْدِهٖ ثُمَّ اَوْصَ شِيْثُ وَلَدَهٗ بِوَصِيَّةِ اٰدَمَ اَنْ لَّايَضَعَ هٰذَا النُّوْرَ اِلَّا فِى الْمُطَهَّرَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَزَلْ هٰذِهِ الْوَصِيَّةُ -

جَارِيَةً يَنْقُلُ مِنْ قَرْنٍ اِلَي قَرْنٍ اِلَى اَنْ اَدَّى اللّٰهُ النُّوْرَ اِلَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ وَلَدِهٖ عَبْدِ اللّٰهِ وَ طَهَّرَ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ هٰذَا النَّسَبَ الشَّرِيْفَ مِنْ سَفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ ـ

— উক্ত মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া কিতাবে আরো লিখা আছে যে, হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের ইন্তেকালের সময় তাঁহার পুত্র শীস (আঃ) নিজ সন্তানদের উপর নূরে- মুহাম্মাদী হেফাজতের ওছিয়াত করার জন্য আদমের পক্ষ হইতে ওছিয়াত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর হযরত শীস (আঃ) তাঁহার সন্তানদেরকে নূর হেফাজতের ঐ ওছিয়াত করিয়া যান, যাহা তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হযরত আদম (আঃ) এর ওছিয়াত এই ছিল, —'সাবধান'! এই পবিত্র নূর যেন পবিত্র নারীর মধ্যে রাখা হয়। হযরত আদমের এই পবিত্র ওছিয়াতটি যথাক্রমে এক যুগ হইতে দ্বিতীয় যুগ, দ্বিতীয় যুগ হইতে তৃতীয় যুগ, এই ভাবে, শেষ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল। কোন কালে বা কোন সময়ে বন্ধ ছিল না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এই পবিত্র নূরকে আবদুল মুত্তালিব ও তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ পর্যন্ত আনিয়া পৌছাইয়া দিলেন। পবিত্রময় আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রিয় হাবীব নূর নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের 'নছব শরীফ' জাহিলিয়াতের যিনা ও ব্যভিচার (এবং কুফরী ও শেরেকী) হইতে পবিত্র রাখিয়াছিলেন। [১]

১। মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া ১ম খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা।

পবিত্র বংশের কেহই ব্যভিচারে লিপ্ত হন নাই

وَ رَوَاى اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا لَّمْ يَلْتَقِ
اَبَوَاىَ قَطُّ عَلٰى سَفَاحٍ لَمْ يَزِلِ اللّٰهُ يَنْقُلُنِىْ مِنَ
الْاَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ اِلَى الْاَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ مُصَفًّا مُّهَذَّبًا
لَا تَنْشَعِبُ شُعْبَتَانِ اِلَّا كُنْتُ فِىْ خَيْرِهِمَا ـ وَ مَعْنٰى
يَنْقُلُنِيْ اَىْ يَنْقُلُ نُوْرِىْ وَهُوَ النُّوْرُ الَّذِىْ رَاٰهُ اٰدَمُ فِىْ
سُرَادِقِ الْعَرْشِ الْمُعَلّٰى قَالَ فِىْ تَحْقِيْقِ الْمَقَامِ عَلٰى
كِفَايَةِ الْعَوَامِ اِسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَ سَلَّمَ لَمْ اَزَلْ اَنْقُلُ مِنْ اَصْلَابِ الطَّاهِرِيْنَ اِلٰى اَرْحَامِ
الطَّاهِرَاتِ عَلٰى اَنَّ جَمِيْعَ اٰبَائِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ وَ جَمِيْعَ اُمَّهَاتِهِ اِلٰى اٰدَمَ وَ حَوَّآءَ لَيْسَ فِيْهِمْ كَافِرٌ
لِاَنَّهٗ لَا يُوْصَفُ بِالطَّهَارَةِ اِلَّا الْمُؤْمِنُ -

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمَ الخ

— হযরত আবু নুয়াঈম, (রাহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে মারফুয়ান বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুজুর পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি অ- সাল্লাম ফরমাইয়াছেন— আমার পিতা ও মাতাগণ কখনও যিনায় বা ব্যভিচারে লিপ্ত হন নাই।[১]

সর্বদা আল্লাহ তা'আলা আমাকে পবিত্র পৃষ্ঠ দেশ হইতে পবিত্র রেহামে পবিত্র ভাবে স্থানান্তরিত করিতেছিলেন। যাহা পূর্ব হইতেই পবিত্র ও সুসজ্জিত ছিল। যখন দুইটি শাখা বাহির হইত তখন আমি এই দুই শাখার উত্তম শাখায় আসিতাম। (অর্থাৎ যখন আমার কুষ্টিনামার পিতা-মাতাদের মধ্য হইতে কাহারো দুই সন্তান হইত তখন আমি উহাদের মধ্যে যিনি উত্তম হইতেন তাঁহার পিঠে অথবা রেহামে আসিতে ছিলাম।২)

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রিয় নূর-নবী হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে পবিত্র পিঠ হইতে পবিত্র রেহামে (পেটে) স্থানান্তরিত করিয়া আসিতেছিলেন। ইহার অর্থ আমার নূরকে উক্ত নিয়মে আল্লাহ তা'আলা স্থানান্তরিত করিতেছিলেন। ইহা ঐ নূর যাহা হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম আরশ মুয়াল্লার পর্দায় দেখিয়াছিলেন।

'তাহকীকুল মাকাম আল কেফায়াতিল আওআম' কিতাবে বলা হইয়াছে যে, প্রিয় নূরনবী মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের উপরোক্ত বাণী "আমি সদা সর্বদা পবিত্র পুরুষের পৃষ্ঠ —দেশ হইতে পবিত্র নারীর রেহামে স্থানান্তরিত হইয়া আসিতেছিলাম" এই মহা পবিত্র হাদীস দ্বারা কোন কোন আলেম দলীল পেশ করিয়াছেন যে, শাহান -শাহে দোজাহান হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পিতা ও পিতামহগণ আদম পর্যন্ত এবং মাতা ও মাতামহগণ কেইই কাফের ছিলেন না।

১। নশ্‌রুত্তীব ১৪ পৃষ্ঠা।

২। (ক) মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া ১ম খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা। (খ) সীরাতে হালাবীয়া (সংক্ষেপে) ১ম খণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠা। (গ) নশ্‌রুত্তীব ১৪, ১৫ পৃষ্ঠা।

কেন না, 'তাহারাত' বা পবিত্রতা মুমিন ছাড়া আর কাহারো জন্য বলা যাইতে পারে না। ইহা মুমিনের গুণবাচক হিসাবে ব্যবহার হইয়া থাকে।[১]

ইসমাঈলী বংশে জন্ম

وَ فِى الْمَوَاهِبِ عَنْ وَ اثِلَةِ ابْنِ الْاَسْقِعَ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى كِنَانَةَ مِنْ وُلْدِ اسْمٰعِيْلَ وَ اصْطَفٰى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَ اصْطَفٰى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِىْ هَاشِمٍ وَ اصْطَفَانِىْ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ -

মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া কিতাবে হযরত ওয়াছিল বিন আছকিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রিয় নূর নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা

১। শরফুল আনামেতে লেখে এ কালাম। কহিলেন রসূলুল্লা আলায় হেচ্ছালাম।।
ছিনু আমি এক নূর আল্লাহর কাছেতে। আদমের দু' হাজার বৎসর পূর্ব্বেতে।।
পড়িত সেই নূর সদা তছবিহ এলাহীর। ফেরেশ্তারা তব সাথে করিত জিকির।।
তারপর আল্লাহ্তালা আদমে সৃজিয়া। সেই নূর দিলা তাঁর সাথে মিশাইয়া।।
আদমের পিঠে চড়ি বেহেশত হইতে। দুনিয়ায় আসিয়াছি খোদার কুদ্রতে।।
নূহের পিঠেতে চড়ি নৌকায় উঠিনু। খলিলের পিঠে চড়ি আগুনে পড়িনু।।
করেছেন সদা আল্লা নকল আমারে। পাক পিঠে পাক পেটে ইজ্জত ফখরে।।
অবশেষে নেকালিয়া মা বাপ হইতে। হারামী গোলামি কভু পড়ে নাই তাতে।।

(তাওয়ারিখে মোহাম্মাদী –১৫)

হযরত ইসমাঈলের (আঃ) সন্তানগণের মধ্য হইতে কিনানাকে নির্বাচিত করিয়াছেন এবং কিনানার বংশ হইতে কুরাশইকে মনোনীত করিয়াছেন। আবার কুরাইশ হইতে হাশেমী বংশকে এবং হাশেমী হইতে আমাকে সম্মানীত ও মনোনীত করিয়াছেন। (অর্থাৎ নবুয়াত ও রেসালাতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে সর্ব উচ্চ বংশে পয়দা করিয়াছেন।)

আদম ও হাওয়া হইতে আবদুল্লাহ ও আমিনা পর্যন্ত নূরে মুহাম্মাদীর শুভাগমন।

وَ بِالْجُمْلَةِ كَانَ ذٰلِكَ النُّوْرُ فِىْ فِطْرَةِ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَحْفُوْظًا مُوَدَّعًا - حَتّٰى بَدَا ذٰلِكَ النُّوْرُ فِىْ جَبِيْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ ابْنِهٖ عَبْدِ اللّٰهِ مُنْتَقِلًا - ثُمَّ نَقَلَهٗ اِلٰى صَدَفِ رَحِمِ زَوْجَتِهٖ اٰمِنَةَ الزُّهْرِيَّةَ خَالِقُ الْاَرْضِ وَ السَّمٰوَاتِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ مَا تَحْتَ الثَّرٰى -

—মূল কথা হইতেছে, এই নূর হযরত আদমের পিঠে রক্ষিত ছিল, তার পর সেখান হইতে স্থানান্তরিত হইয়া ক্রমান্বয়ে একের পর এক অতিক্রম করিয়া আবদুল মুত্তালিব ও তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ পর্যন্ত আসিয়া পৌছিল। এর পর আসমান ও জমিনে এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তি তাহ্‌তাচ্ছারায় (পাতালে) যাহা কিছু আছে ইত্যাদি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা সেই পবিত্র নূর শরীফকে হযরত আমিনা জোহ্‌রিয়ার পবিত্র রেহামে পৌছাইয়া দিলেন।

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمِ الخ -

তৃতীয় ওয়াজ

গর্ভাবস্থায় আমিনার স্বপ্নঃ নাড়ি কাটা ও খতনাকরা অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়া

فَلَمَّا اسْتَقَرَّتْ نُطْفَتُهُ فِىْ رَحِمِهَا قِيْلَ لَهَا فِى الْمَنَامِ اِنَّكِ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْعٰلَمِيْنَ وَ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَ سَمِّيْهِ اِذَا وَ ضَعْتِيهِ مُحَمَّدًا ـ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الَّذِىْ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ اٰمِنَةُ الزُّهْرِيَّةُ مَقْطُوْعَ السُّرِّ مَخْتُوْنًا مُنَظَّفًا فِىْ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ اِثْنَىْ عَشَرَةَ لَيْلَةَ خَلَوْنَ مِنَ الرَّبِيْعِ الْاَوَّلِ مِنْ عَامِ الْفِيْلِ قُبَيْلَ الْفَجْرِ فَاصْبَحَتْ بَطْحَاءُ مَكَّةَ تَرْقُصُ طَرَبًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ سَفِيْنَةِ السَّلَامَةِ وَ النَّجَاةِ ـ وَ اَصْحَابِهٖ نُجُوْمِ الْهُدٰى دَائِمًا اَبَدًا –

— হযরত আমিনা জোহ্‌রীয়ার পেটে তাঁহার স্বামী খাজা আবদুল্লাহর পক্ষ হইতে নূরে মুহাম্মাদী (সঃ) স্থান লইবার পর তিনি স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, — হে আমিনা;

আপনি গর্ভবতী হইয়াছেন। সমস্ত বিশ্বজগতের নেতা, সমস্ত সৃষ্টির সেরা, তামাম দুনিয়ার সর্বোত্তম মহা মানব আপনার পবিত্র গর্ভে ত।শরীফ আনিয়াছেন, তিনি জন্মগ্রহণ করার পর তাঁহার পবিত্র নাম 'মুহাম্মাদ' (সঃ) রাখিবেন।[১] আল্লাহ তা'আলার সলাত ও সালম, রহমাত ও শান্তি তাঁহার রসূলের উপর বর্ষিত হউক, যাঁহাকে তাঁহার আম্মা আমিনা জোহ্রিয়াহ্ বিনা কষ্টে পাক- ছাফ অবস্থায় নাভী কাটা ও খতনা করার হালতে ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার[২] ফজরের নামাযের কিছুক্ষণ পূর্বে প্রসব করিয়াছিলেন।[৩]

সেই বৎসর হুজুরের জন্মের মাত্র কয়েক দিন পূর্বে কুখ্যাত হাতীর অধিপতি আবরাহা বাদশা কা'বা শরীফ ধ্বংস করার জগণ্যতম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া হাতী ও সৈন্য সহ সমূলে বিনাশ হইয়া গিয়াছিল।

প্রিয় নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের পয়দায়েশের খুশীতে মক্কা মুয়াজ্জামার মাট ও ময়দান মহানন্দে বিভোর হইয়া নাচিতে ছিল। প্রিয় নূরনবীর উপর ও তাঁহার সমস্ত পরিবার পরিজনগণের উপর যাঁহারা শান্তি ও মুক্তির জাহাজস্বরূপ

১। (ক) সীরাতে ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা। । (খ) সীরাতে হালাবীয়া ১ম খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা। (গ) মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা। (ঘ) নশ্রুত্তীব ১৭ পৃষ্ঠা।

২। (ক) মওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা। (খ) সীরাতে হালাবীয়া ১ম খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

৩। (ক) সীরাতে হালাবীয়া ১ম খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা। (খ) ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা। (গ) নশ্রুত্তীব ২২ পৃষ্ঠা। (ঘ) আছাহহুছ সীয়ার ৪৯ পৃষ্ঠা। (ঙ) নূরনবী সোমবার জন্ম হইয়াছেন, এই জন্যই আল্লাহ তাআলা নবীর সম্মানার্থে সোমবারে উম্মাতের উপর কোন অতিরিক্ত ইবাদতের কষ্ট চাপাইয়া দেন নাই। যেহেতু তিনি রহমাতুল লিল আলামীন। আদমের জন্মদিন শুক্রবার ছিল, অথচ সেই দিন জুময়া ও খুৎবা ইত্যাদি ইবাদত রহিয়াছে। মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২৫, ২৬ পৃষ্ঠা।

ছিলেন, এবং সকল সাহাবীগণের উপর যঁহারা হেদায়তের পথ প্রদর্শনের নক্ষত্র রূপ ছিলেন, আল্লাহ তা'আলা সদা সর্বদা অশেষ রহমাত ও অফুরন্ত শান্তি বর্ষণ করিতেছেন।

তাঁহার নাম মোবারক ও বংশ পরিচয়

وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مُنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ ابْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ اِلْيَاسِ بْنِ مُضَرِ بْنِ نِزَارِ بْنِ مُعَدِّ بْنِ عَدْنَانِ . وَ هٰذَا الْقَدْرُ مِنْ نَسَبِهِ الشَّرِيْفِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ اَرْبَابِ السِّيَرِ وَ اَصْحَابِ عِلْمِ الْاَنْسَابِ مِنْ اُولِى النُّهٰى . وَ مَا فَوْقَهٗ لَمْ يَصِحَّ بَيَانُهٗ مِنَ الشَّارِعِ مَعَ اِتِّفَاقِهِمْ عَلٰى اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ اٰلِ اِسْمٰعِيْلَ . وَ مِنْ اَجْدَادِهٖ اِبْرَاهِيْمُ وَ نُوْحٌ وَ اِدْرِيْسُ وَشِيْثُ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَ سَلَامُهٗ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ تَصْلِيَةً وَ تَسْلِيْمًا .

عطر الهم الخ –

১। তাঁহার নাম– মোবারক মুহাম্মাদ, (সঃ)[১] ২। পিতা খাজা আবদুল্লাহ[২], ৩। তাঁহার পিতা খাজা আবদুল মোত্তালিব[৩], ৪। তাঁহার পিতা হাশেম[৪], ৫। তাঁহার পিতা আব্‌দে মুনাফ[৫], ৬। তাঁহার পিতা কুসাই[৬], ৭। তাঁহার পিতা কিলাব, ৮। তাঁহার পিতা মোররা, ৯। তাঁহার পিতা কা'ব, ১০। তাঁহার পিতা লুওয়াই, ১১। তাঁহার পিতা গালিব, ১২। তাঁহার পিতা ফিহির, ১৩। তাঁহার পিতা মালিক, ১৪। তাঁহার পিতা নাদির, ১৫। তাঁহার পিতা কিনানা, ১৬। তাঁহার পিতা খুজাইমা, ১৭। তাঁহার পিতা মুদরিকা, ১৮। তাঁহার পিতা ইলিয়াস, ১৯। তাঁহার পিতা মুদার, ২০। তাঁহার পিতা নিজার, ২১। তাঁহার পিতা মুয়াদ, ২২। তাঁহার পিতা আদনানা।[৭]

প্রিয় নূরনবীর বংশ পরিচয় এই পর্যন্ত সকল জীবনচরিত লিখকগণের নিকট ঐক্যমত পাওয়া গিয়াছে।

ইহার অতিরিক্ত বংশ পরিচয় মজবুতভাবে হুজুর পাকের নিকট হইতে ছহীহ হিসাবে পাওয়া যায় নাই। তবে তিনি যে হযরত ইসমাঈলের (আঃ) বংশধর এবং তাঁহার (সঃ) বাপ দাদাদের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত নূহ (আঃ) হযরত ইদ্রীস (আঃ) হযরত শীস (আঃ) রহিয়াছেন, ইহাতেও কাহারো দ্বিমত নাই। তাঁহার উপর আর এই সকল আম্বিয়াগণের উপর আল্লাহ তা'আলার রহমাত ও সালাম নাজিল হউক।

১। জন্ম ৫৭০ খৃষ্টাব্দ, হায়াতু মুহাম্মাদ ১০৬ পৃষ্ঠা। ২। জন্ম ৫৪৫ খৃষ্টাব্দ।

৩। জন্ম ৪৯৫ খৃষ্টাব্দে, হায়াতু মুহাম্মাদ ৯৮ পৃষ্ঠা। ৪। জন্ম ৪৫৪ খৃষ্টাব্দে।,

৫। জন্ম ৪৩০ খৃষ্টাব্দ ৬। জন্ম ৪০০ খৃষ্টাব্দ, হায়াতু মুহাম্মদ ১০৬ পৃষ্ঠা।

৭। (ক) সীরাতে ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, ৩ পৃষ্ঠা। (খ) মাওয়াহিব ১ম খণ্ড ১৪ পৃষ্ঠা। (গ) সীরাতে হালাবীয়া ১ম খণ্ড ৩–১৭ পৃষ্ঠা। (ঘ) আছাহহুস্ সীয়ার ৪৬ পৃষ্ঠা (ঙ) আওজাজুস্ সীয়ার ফি খাইরিল বাসার ১২ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ ওয়াজ

হযরত ইসমাঈল ও আবদুল্লাহকে কোরবানী

وَ لَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِبْرَازَ الْحَقِيْقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ
فِىْ عَالَمِ الْخَلْقِ وَ اَظْهَرَهُ جِسْمًا وَ رُوْحًا ۔ نَقَلَهُ مِنْ
صُلْبِ عَبْدِ اللّٰهِ الذَّبِيْحِ اِلٰى رَحِمِ اٰمِنَةَ الزُّهْرِيَّةِ وَ
خَصَّهَا اللّٰهُ سُبْحَانَهُ بِاَنْ تَكُوْنَ اُمًّا لِلْمُصْطَفٰى
وَ الدَّلِيْلُ عَلٰى تَسْمِيَتِهٖ بِالذَّبِيْحِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ۔ قَالَ اَنَا ابْنُ الذَّبِيْحَيْنِ وَ هُوَ اَصْدَقُ
النَّاسِ لَهْجَةً وَّ قَوْلًا ۔

—আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্টি জগতে "হাকিকাতে মুহাম্মাদীয়াকে" (মুহাম্মাদের নূরকে) রক্ত ও মাংসের দেহ এবং রূহের সহিত একত্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিলেন, সেই সময় তাঁহাকে (সঃ) খাজা আবদুল্লাহর পিঠ হইতে "যিনি যবেহের জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন।" স্থানান্তরিত করিয়া হযরত আমিনা জোহ্‌রিয়ার গর্ভে পৌছাইয়া দিলেন। আমিনাকেই শুধু বিশ্বনবীর (সঃ) আম্মা হইবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

হযরত ইসমাঈলের যবেহ সম্বন্ধে কুরআন পাকে উল্লেখ আছে। তবে খাজা আবদুল্লাহর নাম "যাবীহ" হইবার দলীল এই হইতেছে যে, নূরনবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যিনি মহা সত্যবাদী, তিনি ফরমাইয়াছেনঃ

আমি এমন দুইজন লোকের সন্তান , যাঁহাদেরকে যবেহের জন্য মনোনীত করা হইয়াছিল. (অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও খাজা আবদুল্লাহ)

وَ فِىْ مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّهٗ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَجَاءَهٗ اَعْرَابِىٌّ وَ شَكٰى مِنْ قَحْطٍ وَّ هَلَكِ الْمَالِ وُ ضِيَاعِ الْعِيَالِ وَ قَالَ اَعْطِنِىْ يَا ابْنَ الذَّبِيْحَيْنِ مِمَّا اَعْطَاكَ اللّٰهُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ لَمْ يَنْكِرْ عَلَيْهِ اَىْ عَلٰى قَوْلِهٖ مُطْلَقًا -

— হাকীমের মুস্তাদরাকের মধ্যে হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু ছুফিয়ান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একদা আমরা নূর নবীর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁহার (সঃ) নিকট এক আ'রাবী (গ্রাম্যব্যক্তি) আসিয়া হাজির হইল। সে হুজুরের নিকট দুর্ভিক্ষ, মাল ধ্বংস ও সন্তানাদি বিনষ্ট হওয়ার অভিযোগ জানাইয়া বলিলঃ হে "যাবীহাইনের" - (অর্থাৎ যবেহের জন্য নির্বাচিত দুই ব্যক্তির) সন্তান।

আল্লাহ্ আপনাকে গনিমাতের যে মাল দান করিয়াছেন, উহা হইতে আমাকে কিছু দান করুন। প্রিয় নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম, গ্রাম্য লোকটির উক্ত বাক্য শুনিয়া মুচকি হাসিলেন, অথচ মোটেই উহা অস্বীকার করিলেন না।[১]

আবদুল্লাহকে কোরবানী দেওয়ার কারণ

وَ وَجْهُ التَّسْمِيَةِ بِالذَّبِيْحِ اَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ لَمَّا حَفَرَ بِئْرَزَمْزَمَ وَ زَادَ لَهٗ تَفَاخُرٌ وَ جَاهٌ فَنَذَرَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَنَّهٗ اِنْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَشَرَةً مِنَ الْوُلْدِ وَ بَلَغُوْا وَ كَانُوْا لَهٗ اَعْوَانًا ـ لَيَذْبَحَنَّ اَحَدًا مِّنْهُمْ قُرْبَانًا ـ فَلَمَّا اَنْجَحَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَسْئَلَتَهٗ رَاٰى فِى الْمَنَامِ كَاَنَّ قَائِلًا يَقُوْلُ اَوْفِ بِنَذْرِكَ فَاسْتَيْقَظَ مُرْتَعِدًا وَ خَائِفًا فَارَادَ وَ فَاءَ نَذْرِهٖ فَجَمَعَ الْاَوْلَادَ كُلَّهُمْ وَ اَخْبَرَهُمْ بِصُوْرَةِ الْحَالِ فَرَضِىَ كُلُّهُمْ بِذَبْحِهِمْ طَوْعًا - فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَمَنَعَهُ الْقُرَيْشُ لَا سِيَّمَا اَخْوَالُهٗ وَ قَالُوْا لَهٗ اِفْدِابْنَكَ بِمِائَةٍ مِنَ الْاِبِلِ فَفَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْهَا ـ وَ لَهٗ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ نِ اخْتَصَرْتُ هِنَا -

১। মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা।

যমযমের কুপ বহু বৎসর বিরান ও নিরুদ্দেশ[১] থাকার পর খাজা আবদুল মুত্তালিবের যুগে তিনি যখন উহা পুনরায় খনন করিয়া ছিলেন, তাহাতে তাঁহার অহংকার ও গৌরব বাড়িয়া গিয়াছিল। সেই সময় তিনি এই বলিয়া মান্নাত করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁহাকে ১০টি পুত্র সন্তান দান করেন, আর যদি তাহারা বয়প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারে তাহা হইলে তিনি তাঁহার একটি পুত্র সন্তান আল্লাহর নামে কোরবানী দিবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে, হে আবদুল মুত্তালিব তুমি নিজের মান্নাত পুরা কর; ইহাতে তিনি ভীত ও কম্পিত অবস্থায় সজাগ হইয়া গেলেন। মান্নাত পুরা করার উদ্দেশ্যে সকল ছেলেদের কে ডাকিয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। ছেলেরা সকলেই যবেহ হইবার জন্য খুশীর সহিত স্বীকৃতি জানাইলেন। লটারী করা হইল, লটারীতে খাজা আবদুল্লাহর নাম উঠিল। কুরাইশগণ আবদুল মুত্তালিবকে বলিলেন, আপনি খাজা আবদুল্লাহকে কোরবানী দিতে পারিবেন না। আমরা সকলেই আপনাকে নিষেধ করিতেছি। বিশেষ করে তাহার মামাগণ নিষেধ করিলেন। খাজা আবদুল্লাহর পরিবর্তে আপনি ১০০ উট কুরবানী দিন। আবদুল মুত্তালিব তাঁহাই করিলেন।[২] খাজা আবদুল্লাহর কোরবানীর ইতিহাস অনেক বিস্তারিত এখানে আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি।

১। জোরহোম গোত্রের আমর বিন হারেছের আমল হইতে যমযম কুপ নিরুদ্দেশ রহিয়াছে। মাওয়াহিব। ১ম খণ্ড, ১৬ পৃষ্ঠা।

২। (ক) মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ১৬-১৭ (খ) বিস্তারিত বর্ণনা সীরাতে ইব্‌নে হিশাম ১ম খণ্ড, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩ পৃষ্ঠা। (গ) যমযম ও অন্যান্য বর্ণনা বিস্তারিত দেওয়া হইয়াছে, সীরাতে হালাবীয়াতে ১ম খণ্ড, ৩২-৩৮ পৃষ্ঠা।

وَ ذَكَرَ فِي الْمَدَارِجِ النُّبُوَّةِ مُفَصَّلًا وَ مُبَيِّنًا ـ وَ قَالَ فِيْهِ اِنَّهُ لَمَّا كَانَ صِيْتُ حُسْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَ جَمَالِهِ مُشْتَهِرًا- وَقِصَّةُ الذَّبْحِ وَ الْفِدَاءِ صَارَ سَبَبُ زِيَادَةِ اشْتِهَارِهِ فِي الدَّرَجَةِ الْقُصْوٰى ـ فَصَارَتْ نِسَاءُ الْقُرَيْشِ عَاشِقَاتِ لِجَمَالِهِ الْاَكْمَالِ وَ طَالِبَاتِ لِوِصَالِهِ الْاَحْلٰي ـ حَتّٰى كُنَّا يَقُمْنَ عَلٰى رَاْسِ سَبِيْلِهِ وَ تَدْعُوْنَهُ اِلٰى اَنْفُسِهِنَّ وَ لٰكِنْ كَانَ يَحْفَظُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ حِجَابِ الْعِفَّةِ وَ الْعِصْمَةِ حِفْظًا -

—হযরত মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী (রাহঃ) স্বীয় কিতাব মাদারেজুন নাবুওয়াতে এই কোরবানীর কাহিনীর বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি আরো বলেন, খাজা আবদুল্লাহর সৌন্দর্য ও রূপ-গুণের কথা মশহুর ছিল, উপরন্ত কোরবানী দেওয়ার ঘটনাবলী সারা দেশে ছড়াইয়া তাঁহাকে আরো বহুগুণে সুবিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছিল, (আরবের নরনারীর নিকট তিনি এখন সৌন্দর্যের মহাপুরুষ হিসাবে সুপরিচিত।) তাই কোরাইশ নারীরা তাঁহার রূপের আশিকা-প্রেমিকা হইয়া বিবাহ বসিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার গন্তব্য পথের মাথায় দাঁড়াইয়া

থাকিতে লাগিল এবং নিজেদের দিকে তাঁহাকে আহবান জানাইতে শুরু করিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে পবিত্রতার পর্দার আড়ালে হেফাজাতে রাখিয়া পবিত্র রাখিয়াছিলন। আসলে খাজা আবদুল্লাহকে পবিত্র রাখাই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল।

আবদুল্লাহর সহিত আহলে কিতাবীদের দুশমনি

وَ اَهْلُ الْكِتَابِ كَانُوْا يَعْرِفُوْنَ عَنْ بَعْضِ الْعَلَامَاتِ اَنَّ نَبِىَّ اٰخِرِ الزَّمَانِ يَكُوْنُ مِنْ صُلْبِ عَبْدِ اللّٰهِ فَيُعَادُوْنَهٗ عُدْوَانًا ـ وَ يُقِيْمُوْنَ فِىْ مَقَامِ اِهْلَاكِهٖ وَ يَجِيْئُوْنَ مِنْ اَطْرَافِ مَكَّةَ قَاصِدِيْنَ لِاِهْلَاكِهٖ دَآئِمًا وَ يُشَاهِدُوْنَ اٰثَارًا غَرِيْبَةً وَّ اُمُوْرًا عَجِيْبَةً فَيَنْقَلِبُوْنَ خَائِبِيْنَ خَاسِرِيْنَ نَدَامٰى ـ

وَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ ذَهَبَ لِلصَّيْدِ يَوْمًا ـ فَوَصَلَ جَمَاعَةٌ كَثِيْرَةٌ مِنْ جَانِبِ الشَّامِ لِقَصْدِ عَبْدِ اللّٰهِ مُسَلِّيْنَ سُيُوْفًا وَ كَانَ وَهَبُ بْنُ مَنَافٍ اَبُوْ اٰمِنَةَ اُمِّ الْمُصْطَفٰى فِىْ ذٰلِكَ الصَّحْرَآءِ اَيْضًا - فَرَاٰى فُرْسَانًا

اَجْلَادًا لَّا يَشْبَهُوْنَ بِاَهْلِ عَالَمِ الشَّهَادَةِ ظَهَرُوْا مِنَ الْغَيْبِ وَ دَفَعُوا الْجَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ دَفْعًا -

ঐ দিকে আহলে- কিতাবী - "ইহুদি ও খৃষ্টান জাতি" বিভিন্ন নিদর্শনাবলী (ও তাহাদের কিতাবে লিখিত প্রমাণ) দ্বারা জানিত যে, আখেরী জামানার নবী (সঃ) এখনও খাজা আবদুল্লাহর পৃষ্ঠে রহিয়াছেন। সুতরাং তাহারা খাজা আবদুল্লাহর সহিত মহা শত্রুতা আরম্ভ করিয়া দিল। তাঁহাকে হালাক করার জন্য ওতপাতিয়া রহিল এবং তাঁহাকে হত্যার উদ্দেশ্যে সর্বদা মক্কা শরীফের আশে-পাশে দূত আসা-যাওয়া করিতে লাগিল এই দূতগণ বিভিন্ন অলৌকিক ও আশ্চর্য ঘটনা অব-লোকন করতঃ ভীত ও সন্ত্রস্ত, লাঞ্ছিত ও লজ্জিত অবস্থায় ফিরিয়া যাইত।

একদিন আবদুল্লাহ শিকারের উদ্দেশ্যে শহরের বাহিরে গিয়াছিলেন। ইহা অবগত হইয়া শাম দেশের দিক হইতে শত্রুদের একটি বিরাট দল খাজা আবদুল্লাহকে হত্যাকরার জন্য তলোয়ার হাতে লইয়া চলিয়া আসিল। এইদিকে প্রিয় নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের আম্মা আমিনার পিতা ওহাব-বিন মুনাফও ঘটনাক্রমে সেই ময়দানেই উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি (ওহাব বিন মুনাফ) অতি চতুর একদল অশ্বরোহী সৈন্য দেখিতে পাইলেন। ইহজগতের কোন মানুষের সাদৃশ্য তাঁহারা ছিলেন না। তাঁহারা অদৃশ্য হইতে আসিয়া উক্ত শত্রু দলকে পূর্ণ ভাবে পর্যুদস্ত করিয়া খাজা আবদুল্লাহ কে রক্ষা করিলেন।

আবদুল্লাহ্‌র বিবাহ

فَلَمَّا رَاٰى وَهَبُ بْنُ مَنَافٍ هٰذِهِ الْحَالَ رَجَعَ اِلٰى بَيْتِهِ مِنَ الصَّحْرَاءِ. وَ قَالَ لِاَهْلِهِ اَنَّ تَزْوِيْجَ بِنْتِيْ اٰمِنَةَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَكُوْنُ حَسَنًا . فَاَرْسَلَ بِهٰذِهِ الْخِطْبَةِ اِلٰى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ اَحْبَابِهِ بَعْضًا . وَ هُوَ اَرَادَ اَيْضًا تَزْوِيْجَ عَبْدِاللّٰهِ فَكَانَ يَتَفَحَّصُ امْرَاَةً تَكُوْنُ بِشَرْفِ النَّسَبِ وَ الْحَسَبِ وَ الْعِفَّةِ مُمْتَازَةً فِى الدَّرَجَةِ الْقُصْوٰى فَوَجَدَ اٰمِنَةَ ابْنَتَ وَ هَبِ مُتَّصِفَةً بِهٰذِهِ الْاَوْصَافِ فَزَوَّجَ عَبْدَ اللّٰهِ اِيَّاهَا -

— ওহাব বিন মুনাফ স্বচক্ষে এই ঘটনা অবলোকন করিবার পর সেখানে হইতে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন, এবং স্বীয় স্ত্রীর নিকট (সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া) এই বলিয়া প্রস্তাব দিলেন যে, আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবদুল্লাহ্‌র নিকট আমার কন্যা আমিনাকে বিবাহ দিতে পারিলে ভাল হইত। ইহা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী রাজী হইলেন। অতঃপর ওহাব–বিন মুনাফ তাঁহার কোন বন্ধু দ্বারা কন্যা বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব আবদুল মুত্তালিবের নিকট পাঠাইলেন। আবদুল মুত্তালিবও তখন তাঁহার প্রিয় পুত্র খাজা আবদুল্লাহকে বিবাহ দেওয়ার জন্য খুব সচ্চরিত্রা–সাধ্বী ও উচ্চ বংশীয়া এবং ভদ্র

ও সতী মহিলা খোজ করিতেছিলেন। কন্যা আমিনাকে এই সকল গুণের সর্ব সেরাগুণে গুণান্বিতা পাইলেন। অতএব, (ওহাবের প্রস্তাবে রাজী হইয়া) আমিনার সহিত খাজা আবদুল্লাহর বিবাহ দিয়াছিলেন।

আবদুল্লাহ সমীপে আরব মহিলাদের বিবাহের প্রস্তাব

وَ رُوِىَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ قَدْ مَرَّ عَلٰى اِمْرَاَةٍ مِنْ بَنِىْ اَسَدٍ كَانَتْ قَائِمَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ اِسْمُهَا رُقَيْقَةُ ابْنَتُ نَوْفَلٍ وَ فِىْ رَوَايَةٍ قُتَيْلَةُ بِالْقَافِ مُصَغَّرَتَيْنِ كِلْتَاهُمَا ـ فَلَمَّا نَظَرَتْ اِلٰى وَجْهِ عَبْدِ اللّٰهِ عَشَقَتْ لِجَمَالِهِ الْاَبْهٰى وَ قَالَتْ عَلَىَّ اَنْ اُتِيَكَ بِمِائَةٍ مِنَ الْاِبْلِ قَدْ نُحِرَتْ مِنْكَ اَوَّلاً ـ فَغَلَبَتِ الْعِفَّةُ وَ الْحَيَاءُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَاَبٰى وَ مَضٰى ـ

— বর্ণিত আছে যে, বনি আসাদ গোত্রের একজন মহিলা কাবার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছিল, যাহার নাম নাওয়াফিলের মেয়ে 'রুকাইকা' অন্য সূত্রে তাহার নাম 'কুতাইলা' বর্ণিত হইয়াছে। قُتَيْلَةُ ও رُقَيْقَةُ উভয় নামই তাছগীরের ছিগা। আবদুল্লাহ তাহার নিকট দিয়া যাইবার

কালে এই মহিলাটি আবদুল্লাহর মুখপানে তাকাইয়া তাঁহার চমকিত রূপের (নূরের) আশিকা হইয়া গেল।[১]

আর বলিতে লাগিল, হে আবদুল্লাহ ! আমি ওয়াদা করিতেছি যে, পূর্বে তোমার জানের বিনিময় যে একশত উট কোরবানী করা হইয়াছিল, আমি সেই ১০০ উট তোমার পক্ষ হইতে পরিশোধ করিয়া দিব, তুমি আমাকে বিবাহ কর। পবিত্রতা ও লজ্জাশীলতা আবদুল্লাহর উপর জয়লাভ করিল, অর্থাৎ সাধু ও খোদাভীরু আবদুল্লাহ লজ্জায় অধির হইয়া মহিলাটির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতঃ সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

وَمَرَّ يَوْمًا اُخَرَ عَلٰى اِمْرَاَةٍ سُمِّيَتْ خُثْعَمِيَّةً كَانَتْ مَا هِرَةً فِى الْكَهَانَةِ مُتَمَوِّلَةً عَلٰى دَرَجَةٍ قُصْوٰى فَاَرَادَتْ اَنْ تُخَادِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بِالْمَالِ فَقَالَتْ مِثْلَ مَاقَالَتِ الْاُوْلٰى ـ فَلَمْ يَنْخَدِعْ عَبْدُاللّٰهِ بِقَوْلِهَا ـ وَ احْتَالَ لَهَا بِاَنِّىْ اَرْجِعُ اِلٰى مَنْزِلِىْ وَ اَرْمِىَ الْجَمَرَاتِ ثُمَّ اٰتِيْكِ بَعْدَهَا فَلَمَّا رَجَعَ بِمُنْزِلِه صَحِبَ اٰمِنَةَ وَانْتَقَلَ النُّوْرُ الْمُحَمَّدِىُّ مِنْ صُلْبِهِ الطَّيِّبِ اِلٰى رَحِمِهَا ـ

১। (ক) মায়াহিব ১ম খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা। (খ) রুকাইকা ও লাইলার নাম সীরাতে ইবনে হিশামের হাশীয়ায় উল্লেখ আছে। সেখানে ফাতেমা বিন্‌তে মুর নামীয় আর একটি মহিলার নামও দেখা যায়। ১৪৩, ১৪৪, মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা। (গ) এই নামগুলি সীরাতে হালাবীয়াতেও রহিয়াছে ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা।

فَمَرَّ عَلٰى خُثْعَمِيَّةٍ عَبْدُ اللّٰهِ فِىْ سَاعَةٍ اُخْرٰى فَمَا وَجَدَتْ ذٰلِكَ النُّوْرَ مِنْ وَجْهِهٖ لَامِعًا ـ فَقَالَتْ لَهٗ هَلْ صَحِبْتَ اِمْرَاَةً بَعْدَ مَا ذَهَبْتَ عَنِّىْ مُسْرِعًا ـ قَالَ نَعَمْ صَحِبْتُ حَلِيْلَتِىْ اٰمِنَةَ بِنْتِ وَهَبٍ مَيْلًا ـ فَقَالَتِ الْاٰنَ مَالِىْ بِكَ حَاجَةٌ لِاَنِّىْ كُنْتُ قَدْ رَاَيْتُ اَوَّلًا فِىْ جَبْهَتِكَ نُوْرًا فَاَرَدْتُّ اَنْ يَّكُوْنَ ذٰلِكَ النُّوْرُ لِىْ فَصَارَ لِغَيْرِىْ نَصِيْبًا –

– আর এক দিনের ঘটনা। খাজা আবদুল্লাহ 'খুছয়ামিয়া'[১] নাম্নী কোন এক জন বিখ্যাত গনৎকার মহিলার নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন। এই মহিলাটি অত্যধিক মালদার ও হুশিয়ার ছিল সে প্রতারণামূলক ভাবে আবদুল্লাহকে মাল দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। প্রথম মহিলাটি যাহা বলিয়াছিল এই মহিলাটিও তাহাই বলিল অর্থাৎ বিবাহেরর প্রস্তাব দিল। আবদুল্লাহ কিন্তু তাহার কথাও মোটেই ধোকা খাইলেন না। তিনি পাথর নিক্ষেপের ওজুহাত দিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন, এবং বলিয়া গেলেন পরে আসিব। আবদুল্লাহ বাড়ী আসিয়া আমিনার সহিত অবস্থান করিলেন।

১। (ক) এই মহিলাটির নাম ফাতেমা বিনতেমুর আল্ খুছয়ামিয়া, মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা। (খ) নশ্‌রুত্তীব ১৬ পৃষ্ঠা।

ইহাতে "নূরে মুহাম্মাদী " তাঁহার পবিত্র পৃষ্ঠ হইতে আমিনার পবিত্র রেহামে চলিয়া গেল। আমিনা গর্ভবতী হইলেন। নূরনবী (সঃ) আমিনার পবিত্র গর্ভে আরামে বিশ্রাম করিতেছিলেন।

বারান্তরে আবদুল্লাহ হঠাৎ অন্য একদিন উক্ত "খুছয়ামিয়া" নাম্নী মহিলাটির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন সেই মহিলাটি আবদুল্লাহর মুখে উক্ত নূর দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আবদুল্লাহ! তুমি সেই দিন আমার নিকট হইতে দ্রুত যাইবার পর কোন মহিলার সহিত মিলিত হইয়াছ কি? আবদুল্লাহ উত্তর করিলেন হ্যাঁ! রাত্রে আমার স্ত্রী ওহাবের কন্যা আমিনার সহিত মিলিয়াছি। তখন খুছয়ামিয়া বলিতে লাগিল, হে আবদুল্লাহ! এখন আর তোমার নিকট আমার কোন প্রয়োজন নাই। কেন না, আমি প্রথমে তোমার আননে, নূর দেখিয়া ছিলাম, তাই সেই নূর পাওয়ার আশায় তখন বলিয়াছিলাম। এখন ত সেই নূর দ্বিতীয় নারীর ভাগ্যে চলিয়া গিয়াছে।

وَفِىْ رِوَايَةٍ نِ الَّتِىْ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ كَانَتْ هِىَ اُخْتُ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَمِّ خَدِيْجَةَ الْكُبْرٰى ـ وَفِى رِوَايَةٍ اُخْرٰى كَانَتْ هِىَ اِمْرَاَةٌ عَدَوِيَّةٌ نَسَبًا كَانَ اِسْمُهَا لَيْلٰى ـ وَ يُمْكِنُ اَنَّ كُلَّهُنَّ عَرَضْنَ اَنْفُسَهُنَّ عَلَيْهِ عِشْقًا ـ

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمِ الخ ـ

— অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে, যে মহিলাটি নিজকে আবদুল্লাহর সামনে পেশ করিয়াছিল সেই মহিলাটি ওরাকা বিন নাওয়াফিলের ভগ্নি ছিল। ওরাকা বিন নাওয়াফিল হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রাঃ) চাচাত ভাই ছিলেন। আর একটি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত মহিলাটি 'আদাবিয়া' বংশিয়া ছিল, তাহার নাম 'লাইলা' ফল কথা হইতেছে যে, হয়ত উপরোক্ত বর্ণনা গুলিতে যে সমস্ত মহিলার উল্লেখ হইয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ভাবে আবদুল্লাহর প্রতি আশিকা হইয়া নিজেদের প্রতি তাঁহাকে আহ্বান জানাইয়া ছিল। (আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।)

পঞ্চম ওয়াজ

পবিত্র গর্ভের তারিখ ও গর্ভ—রজনীর ফজীলাত

ثُمَّ اعْلَمُوْا اَنَّ اسْتِقْرَارَ نُطْفَةٍ زَكِيَّةٍ مُصْطَفِيَّةٍ وَّ اِيْدَاعِ دُرَّةٍ مُحَمَّدِيَّةٍ فِىْ صَدَفِ رَحِمِ اٰمِنَةَ فِىْ اَيَّامِ الْحَجِّ اَوْسَطَ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اَصَحَّ اَقْوَالًا وَلِذَا فَضَّلَ الْاِمَامُ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ رَحِمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ عَلٰى لَيْلَةِ الْقَدْرِ تَفْضِيْلًا ـ بِاَنَّ مَا كَانَ مِنَ الْخَيْرَاتِ وَالْبَرَكَاتِ وَ الْكَرَامَاتِ وَّ السَّعَادَاتِ فِىْ جِنْسِ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ مُفَاضًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ مُنَزِّلًا ـ لَم يَكُنْ وَ لَا يَكُوْنُ فِىْ لَيْلَةٍ مَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ حَقًّا ـ فَبِهٰذَا الْوَجْهِ لَوْ جُعِلَتْ لَيْلَةُ الْمِيْلَادِ اَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَكَانَ اَلْيَقَ وَ اَحْرٰى ـ وَ قَدْ صَرَحَ بِهِ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى –

—স্মরণ রাখিবে যে, সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে নূরনবী হযরত মহাম্মাদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলাইহি অ–সাল্লামের পবিত্র 'নুতফা' আমিনার পবিত্র রেহামে স্থান লওয়ার ও মুহাম্মাদী মুক্তা উক্ত রেহামে অর্পণ করার তারিখ হজ্জের মওসুম আইয়ামে তাশ্‌রীকের মধ্যে শুক্রবার রাত্র ছিল।[১] এই জন্যই ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল (রাহঃ) শুক্রবার রাত্রকে শবে কাদরের উপর মর্যাদা দিয়াছেন। কেন না, ঐ শুক্রবার রাত্রে যেরূপ কল্যাণ ও বারাকাত, বুজর্গী ও নেকী সমস্ত বিশ্ব জগত ও মুমিনগণ পাইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের উপর বর্ষিত হইতে থাকে এই ধরনের কোন সময় অতীতে হয় নাই, আর ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত হইবে না।

এই কারণেই যদি মিলাদ রাত্র (জন্ম রজনীকে) শবেকাদর হইতে অত্যধিক ফজীলাত বলিয়া গণ্য করা হয়,[২] তাহা হইলে আরো অধিক সমুচিত হইবে, এই মতের সমর্থনে ওলামায়ে কেরামগণের (রাহঃ) অনেকেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

১। (ক) রজব মাসের শুক্রবার ছিল, মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা। (খ) সীরাতে হালাবীতে শুক্রবারের পরিবর্তে সোমবার লিখিয়াছেন। শিয়াবে আবিতালেবের মধ্যে এবং মধ্যম জোমরার নিকটে নূরে মুহাম্মাদী আমিনার নিকট গিয়াছিল, সীরাতে হালাবীয়া ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা। (ঘ) মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।

২। মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।

وَ جَآءَ فِى الْاَخْبَارِ اَنَّ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ نُوْدِىَ فِى
الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ اَنْ يُّنَوِّرُوْا الْعَالَمَ بِاَنْوَارِ الْقُدْسِ
تَنْوِيْرًا ـ وَ اهْتَزَّ وَ ابْتَهَجَ مَلَآئِكَةُ الْاَرْضِ وَ السَّمَآءِ
اهْتِزَازًا وَ ابْتِهَاجًا وَ اُمِرَ خَازِنُ الْجَنَّةِ بِاَنْ يَّفْتَحَ بَابَ
الْفِرْدَوْسِ الْاَعْلٰى ـ وَ يَجْعَلَ الْعَالَمَ بِالْفَوَآئِحِ
وَ الرَّوَآئِحِ مُعَطَّرًا ـ وَ بُشِّرَ فِى طَبْقَاتِ السَّمٰوَاتِ
وَ بِقَاعِ الْاَرْضِ كُلِّهَا ـ بِاَنَّ النُّوْرَ الْمُحَمَّدِىَّ فِىْ هٰذِهِ
اللَّيْلَةِ اسْتَقَرَّ فِىْ رَحِمِ اٰمِنَةَ اسْتِقْرَارًا ـ كَيْفَ لَاوَاَنَّ
الَّذِىْ هُوْ مَصْدَرُ تَمَامِ الْخَيْرَاتِ وَالْبَرَكَاتِ وَ الْكَرَامَاتِ
وَ الْاَنْوَارِ وَ الْاَسْرَارِ وَ مَبْدَءُ خَلْقِ الْعَالَمِ وَ اَصْلُ اُصُوْلِ
نَوْعِ بَنِىْ اٰدَمَ قَدْ قَرُبَ اَنْ يَّظْهَرَ فِى الدُّنْيَا ـ فَيُنَوِّرَ
الْعَالَمَ وَ يُشَرِّفَهُ وَ يَسُرَّهُ طُرًّا ـ

—হাদীস শরীফে আসিয়াছে, এই রাত্রে আল্লাহর কুদরতের রাজ্যে ও ফেরেশ্‌তা–জগতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, পবিত্রতম নূর দ্বারা সমস্ত সৃষ্টিজগতকে আলোকিত করিয়া দাও। আকাশ–জমিনের সকল ফেরেশ্‌তা মহা খুশীতে বিভোর হইয়া গিয়াছিল। সর্বোচ্চ ফেরদাউস বেহেশ্‌তের দরজা খুলিবার জন্য বেহেশ্‌তের দারোয়ানকে হুকুম করা হইল। সমস্ত বিশ্বকে বিভিন্ন প্রকার খুশ্‌বু দ্বারা খুশ্‌বুময় করিয়া রাখার আদেশ আসিল। আকাশের সকল স্তরে ও পৃথিবীর সকল ঘরে ঘরে খোশখবরি দেওয়া হইয়াছে যে, নূরে মুহাম্মাদী (সঃ) এই রাত্রে তাঁহার আম্মা হযরত আমিনার পবিত্র গর্ভে তাশ্‌রীফ নিয়াছেন।[১] প্রকৃতপক্ষে আকাশ ও জমিন এই রূপ মহা খুশী ও খোশবুদার কেন হইবে না? যেহেতু যিনি হইলেন সকল মঙ্গল ও কল্যাণ, বারাকাত ও বুজর্গী এবং সমস্ত নূর ও ভেদ, জ্যোতি ও হাকীকাত বাহির হইবার একমাত্র স্থান ও মূল উৎস। গোটা সৃষ্টিজগত যাঁহার অস্তিত্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং যিনি সমস্ত আদম জাতির মূল। তিনি অচিরেই দুনিয়াতে প্রকাশ হইবেন। সারা বিশ্বকে জ্যোতির্ময় করতঃ সম্মান ও মর্যাদা দ্বারা খুশী ও আনন্দ দান করিবেন। (সেই জন্যই ত হুজুর গর্ভে যাওয়াতে সকলেই খুশী।।)

১। (ক) –মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা। (খ)– গর্ভ ধারণের ঘটনাবলী সীরাতে ইবনে হিশামে অতি সংক্ষেপে মাত্র কয়েক লাইনে বর্ণনা হইয়াছে। সীরাতে ইবনে হিশাম ১ খঃ ১৪৫ পৃঃ।।

وَ رُوِىَ اَنَّ صَبَاحَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ خَرَّ كُلُّ صَنَمٍ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مَنْكُوْسًا ـ كَمَا مُنِعَتِ الشَّيَاطِيْنُ بِوِلَادَتِهِ مِنَ الصُّعُوْدِ اِلَى السَّمَآءِ ـ وَ مَابَقِىَ سَرِيْرٌ مِنْ سُرُرِ مُلُوْكِ الدُّنْيَا اِلَّا صَارَ مَنْكُوْسًا ـ

وَمَا بَقِىَ فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ بَيْتٌ وَ لَا مَكَانٌ اِلَّا صَارَ مُنَوَّرًا ـ وَ لَمْ تَبْقِ دَابَّةٌ اِلَّا صَارَتْ مُتَكَلِّمَةً وَ تَبَا شَرَتْ وُ حُوْشُ الْمَشْرِقِ وُحُوْشَ الْمَغْرِبِ طُرًّا ـ

—হাদীসের ঘর্ণনায় আরো আসিয়াছে যে, এই রাত্রের উষাকালে পৃথিবীর সকল মূর্তি উপুড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল।[১]

তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় যেইরূপ ভাবে শয়তানগুলিকে আকাশে উঠার জন্য নিষেধ করা হইয়াছিল। ঠিক সেই ধরনেই তাঁহার গর্ভে স্থান নেওয়ার রাত্রে অগণিত আশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। দুনিয়ার এমন কোন বাদশার সিংহাসন অবশিষ্ট ছিল না, যাহা ঐ রাত্রে উল্টাইয়া পড়ে নাই। উক্ত গর্ভধারণের রাত্রে প্রতিটি ঘর আলোময় হইয়াছিল। সেই রাত্রে সকল জীব-জন্তু কথা বলিতে পরিয়াছিল। এমনকি পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের জানোয়ারেরা পর্যন্ত খুশী ও সুসংবাদ বাণী পরস্পর বিনিময় করিয়াছিল।

১। মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা

পবিত্র গর্ভ বৎসর

আনন্দ ও খুশীর বৎসর

وَ كَانَتِ الْقُرَيْشُ فِىْ قَحْطٍ شَدِيْدٍ وَّ ضِيْقٍ عَظِيْمٍ حَتّٰى يَبِسَتِ الْاَشْجَارُ وَ هَزَلَتِ الْبَهَائِمُ وَ الْاَنْعَامُ كُلُّهَا - فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى مَطَرًا وَّابِلًا. فَاَخْضَرَ الْاَشْجَارَ وَ اَنْضَرَهَا اِنْضَارًا -

وَ حَصَلَ لِاَهْلِ الْعَالَمِ فِىْ تِلْكَ السَّنَةِ الذَّوْقُ وَ السُّرُوْرُ وَ النِّعْمَةُ وَ الْحُضُوْرُ حَتّٰى اشْتُهِرَتْ تِلْكَ السَّنَةُ بِسَنَةِ الْفَتْحِ وَالْاِبْتِهَاجِ لَقَبًا . وَ كَانَ هُوَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ تِسْعَةُ اَشْهُرٍ قَمَرِيَّةٍ بِلَازِيَادَةٍ وَّ لَانُقْصَانٍ مُسْتَرِيْحًا -

—প্রিয় নূরনবী (সঃ) গর্ভে আসার পূর্বে কোরাইশগণ বড় কঠিন দুর্ভিক্ষে ও অভাবে কষ্ট পাইতেছিল। বৃষ্টির অভাবে গাছের পাতাগুলি শুকাইয়া গিয়াছিল এবং সমস্ত জীব-জানোয়ার ও পালিত পশু সমূহ দুর্বুল হইয়া পড়িয়াছিল। নূরনবী (সঃ) পবিত্র গর্ভে আসার সাথে সাথে আমূল পরিবর্তন হইয়া গেল। আল্লাহ তা'আলা মূষল ধারা বৃষ্টি অবতীর্ণ করিলেন। রহমাতের বৃষ্টি সর্ব প্রকারের বৃক্ষ লতা

পঞ্চম ওয়াজ

পবিত্র গর্ভের তারিখ ও গর্ভ—রজনীর ফজীলাত

ثُمَّ اعْلَمُوْا اَنَّ اسْتِقْرَارَ نُطْفَةِ زَكِيَّةِ مُصْطَفِيَّةٍ وَّ اِيْدَاعِ دُرَّةٍ مُحَمَّدِيَّةٍ فِىْ صَدَفِ رَحِمِ اٰمِنَةَ فِىْ اَيَّامِ الْحَجِّ اَوْسَطَ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اَصَحَّ اَقْوَالًا وَلِذَا فَضَّلَ الْاِمَامُ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ رَحِمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ عَلٰى لَيْلَةِ الْقَدْرِ تَفْضِيْلًا ـ بِاَنَّ مَا كَانَ مِنَ الْخَيْرَاتِ وَالْبَرَكَاتِ وَ الْكَرَامَاتِ وَّ السَّعَادَاتِ فِىْ جِنْسِ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ مُفَاضًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ مُنَزِّلًا ـ لَم يَكُنْ وَ لَايَكُوْنُ فِىْ لَيْلَةٍ مَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ حَقًّا ـ فَبِهٰذَا الْوَجْهِ لَوْ جُعِلَتْ لَيْلَةُ الْمِيْلَادِ اَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَكَانَ اَلْيَقَ وَ اَحْرٰى ـ وَ قَدْ صَرَحَ بِهِ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى –

—গর্ভাবস্থায় সাধারণ ভাবে মেয়ে লোকেরা যেরূপ কষ্ট ও ক্লেশ পাইয়া থাকে হুজুরের (সঃ) আম্মা এইরূপ কোন কষ্টই অনুভব করেন নাই[১] হযরত আমিনা হইতে নকল করা হইয়াছে, তিনি নিজেই ফরমাইয়াছেন যে, আমি গর্ভবতী হইয়াছি, কিন্তু ইহার অনুভব আমি নিজেই করিতে পারি নাই। অন্যান্য গর্ভবতী মহিলাদের ন্যায় আমার নিকট কোন ভারি অথবা বোঝা মনে হয় নাই। শুধু হায়েজ বন্ধ ছিল।

গর্ভরাত্রে পশুদের বাক্যালাপ

وَ رَوٰى اَبُوْنُعَيْمٍ عَنْ عَبَّاسٍ اَنْ كَانَ مِنْ دَلَالَةِ حَمْلِ اٰمِنَةَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّ كُلَّ اَنْعَامٍ لِقُرَيْشٍ نَطَقَتْ فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِاَنْ حُمِلَ رَسُوْلُ وَّ رَبِّ الْكَعْبَةِ هُوَ اِمَامٌ لِتَمَامِ الدُّنْيَا وَ سِرَاجٌ لِاَهْلِهَا ـ وَ فِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ دَوَابَّ وَجْهِ الْاَرْضِ كُلَّهَا نَطَقَتْ بِهٰذِهِ الْكَلِمَةِ طَرَبًا ـ

—আবু নুয়াইম হযরত আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, প্রিয় নূরনবী (সঃ) আমিনার গর্ভে আসার নিশানাবলী (নিদর্শন ও মুজেযা) হইতে ইহা একটি বিশেষ প্রকাশ্য নিদর্শন যে, সেই রাত্রে কোরাইশ বংশের সমস্ত গৃহ পালিত পশুগুলি একে অন্যের নিকট

টীকা ঃ–

১। (ক) মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা। (খ) সীরাতে হালাবিয়া ১ম খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা। (গ) নশ্‌রুত্তীব ১৭ পৃষ্ঠা।

বলা বলি করিয়াছিল যে, 'কাবার রবের কসম' এই রাত্রে এমন এক রসূল (সঃ) কে মাতার গর্ভে আনা হইয়াছে, যিনি হইতেছেন সমস্ত দুনিয়ার নেতা এবং দুনিয়াবাসী সকলের জীবন প্রদীপ, দিশারী ও পথ প্রদর্শক।[১]

আর এক বর্ণনায় আছে, পৃথিবীতে যত জীব জানোয়ার ছিল, সকলেই খুশীতে ঐ একই কথা বলিয়াছিল।

গর্ভকালীন আমিনার স্বপ্ন

وَ قَالَتْ اٰمِنَةُ اَتَانِىْ اٰتٍ وَ قَدْ كُنْتُ بَيْنَ النَّوْمِ وَ الْيَقْظَةِ فَقَالَ اِنَّكِ حَمَلْتِ وَ كَاَنِّىْ لَمْ اَعْلَمْ اَنِّىْ كُنْتُ حَامِلًا ـ وَ قَالَ اِنَّكِ حَمَلْتِ بِخَيْرِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ ـ وَ فِىْ رِوَايَةٍ بِخَيْرِ الْاَنَامِ فَعَلِمْتُ مِنْ ذَالِكَ الْيَوْمِ اَنِّىْ حَامِلَةٌ يَقِيْنًا ـ وَ قَالَتْ كُنْتُ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ مِّنْ اَشْهُرِ الْحَمْلِ اَسْمَعُ نِدَآءً مِّنَ الْاَرْضِ وَ السَّمَآءِ ـ بُشْرٰى لَكِ قَدْ حَانَ الْوَقْتُ اَنْ يَظْهَرَ اَبُو الْقَاسِمِ الْمَيْمُوْنُ الْمُبَارَكُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ كَانَ هُوَ شَدِيْدًا

টীকা ঃ–

১। (ক) মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা। (খ) সীরাতে হালাবীয়া ১ম খণ্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা।

ضَعِيْفًا ـ وَ اَيْضًا قَالَتْ كَانَ مُحَمَّدٌ فِىْ بَطْنِىْ فَرَاَيْتُ فِى الْوَاقِعَةِ اَنَّ نُوْرَانِ انْفَصَلَ مِنِّىْ فَصَارَ الْعَالَمُ بِهٖ مُنَوَّرًا ـ وَ رَاَيْتُ فِىْ جَانِبِ الشَّامِ قُصُوْرَ بَصْرٰى وَنَقَلُوْا مِثْلُ هٰذِهِ الْوَاقِعَةِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ اَيْضًا ـ وَ مَا حَمِلَتْ اٰمِنَةُ بِوَلَدِ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَصْلًا وَ لَمْ يَكُنْ لِعَبْدِ اللّٰهِ غَيْرُهٗ وَلَدًا ـ

—আমিনা বলিয়াছেন, আমি পুরা ঘুম যাই নাই, আবার একেবারে সজাগও ছিলাম না। এমন সময় একটি লোক আসিয়া আমাকে বলিল, আপনি গর্ভবতী হইয়াছেন। এমন কি এর পূর্বে গর্ভ সম্বন্ধে আমি জানিতামই না। সে আরো বলিল, হে আমিনা! এই উম্মাতের সর্ব সেরা মহামানব, অন্য সূত্রে বর্ণিত, সমস্ত সৃষ্টির সর্বোত্তম ব্যক্তি আপনার গর্ভে গিয়াছেন, সেই জন্যই ত আপনি গর্ভবতী।

আমিনা বলেন, সেই দিন হইতে বিশ্বাস হইয়াছে যে, আমি গর্ভবতী। আমিনা আরো বলেন যে, গর্ভাবস্থায় প্রত্যেক মাসে আমি জমিন ও আসমান হইতে খোশ-খবরির এই আওয়াজ শুনিতাম যে, আপনার জন্য সুসংবাদ, "মাইমুনুল মুবারাক" ধন্য ও কল্যাণের প্রতীক "আবুল কাসিম" (সঃ) প্রকাশ হইবার সময় একেবারে নিকটে আসিয়া গিয়াছে। তিনি খুব কঠিন ও দুর্বল হইবেন। আমিনা ইহাও বলিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ (সঃ) আমার পেটে ছিলেন

তখন আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, একটি নূর আমার নিকট হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে এবং সেই নূরের দ্বারা সারা জাহান আলোকিত হইয়া গিয়াছে। আমি তখন শামদেশের দিকে বসরা শহরের দালান কোঠাগুলি দেখিয়াছিলাম।

ওলামায়ে কিরামগণ নকল করিয়াছেন যে, নূরনবীর (সঃ) পবিত্র পয়দায়েশের সময় ঠিক একই ঘটনা ঘটিয়াছিল, (অর্থাৎ তখনও আমিনা বসরা পর্যন্ত দেখিয়াছিলেন,) হুজুরে পাক (সঃ) ব্যতীত আমিনা অন্য কোন সন্তান গর্ভধারণ করেন নাই এবং খাজা আবদুল্লাহ্ আর কোন সন্তান জন্ম দেন নাই।

খাজা আবদুল্লাহর ইন্তেকাল

وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَسْحَاقَ اِنَّ اَبَاهُ عَبْدَ اللّٰهِ تُوُفِّيَ حِيْنَ كَانَ هُوَ فِيْ بَطْنِ اُمِّهِ مُتَمَكِّنًا ـ وَ قَالَ الْبَعْضُ اِنَّهٗ كَانَ ذٰلِكَ الْاٰنِ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ـ كَانَ بْنُ ثَمَانِيَّةِ وَ عِشْرِيْنَ شَهْرًا ـ اَوْ سَبْعَةَ اَشْهُرٍ اَوْ شَهْرَيْنِ وَ هٰذَا الْقَوْلُ اَصَحُّ الْاَقْوَالِ جِدًّا -

—মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, যেই সময় হুজুর পাক (সঃ) তাঁহার আম্মার পেটে ছিলেন, সেই সময় তাঁহার আব্বা খাজা আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করিয়াছেন।[১] কোন কোন বিদ্বান বলিয়াছেন যে, তাঁহার আব্বার ইন্তেকালের সময় তিনি কোলের সন্তান ছিলেন এবং এই সময় তাঁহার বয়স ২৮ অথবা ৭ কিংবা ২ মাস ছিল।[২] প্রথম মতটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

টীকা ঃ-

১। (ক) সীরাতে ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, ১৪, ১৪৬ পৃষ্ঠা। (খ) সীরাতে হালাবীয়া ১ম খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা।

২। মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২০-২১ পৃষ্ঠা।

وَمَاتَ فِي الْمَدِيْنَةِ وَ هُوَ كَانَ مَعَ الْقُرَيْشِ فِي التِّجَارَةِ سَائِرًا ـ فَلَمَّا اجْتَازُوا بِيَثْرِبَ تَخَلَّفَ عَنْهُمْ عِنْدَ اَخْوَالِهِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ وَ اَقَامَ عِنْدَهُمْ سَقِيْمًا ـ وَ لَمَّا رَجَعَ اَصْحَابُهُ بِمَكَّةَ سَالَهُمْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ عَنْ اَخْوَالِهِ قَالُوْا تَرَكْنَاهُ مَرِيْضًا ـ فَاَرْسَلَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ لِطَلَبِهِ اَكْبَرَ اَوْلَادِهِ حَارِثًا ـ فَوَجَدَهُ مُتَوَفّٰى وَ مَدْفُوْنًا فِيْ دَارِ النَّابِغَةِ ـ وَ قَالَ الْبَعْضُ فِي الْاَبْوَا ـ مَوْضِعٌ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ وَ مَشْهُوْرٌ فِي النَّاسِ هٰذَا ـ

وَ رُوِيَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اِلٰهُنَا وَسَيِّدِنَا صَارَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ حَبِيْبُكَ يَتِيْمًا ـ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنِّيْ كُنْتُ لَهٗ حَافِظًا وَ نَصِيْرًا وَ كَفِيْلًا ـ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَ مَلَائِكَتِهٖ وَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِيْنَ عَلٰى

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ بَرَكَاتُهٗ

وَ سَلَامُهٗ دَائِمًا اَبَدًا -

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمِ الخ -

—খাজা আবদুল্লাহ্ মদীনায় ইন্তেকাল করিয়াছেন। তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে কোরাইশদের সহিত বিদেশে ছিলেন। ব্যবসায়ী কাফেলা মদীনার উপর দিয়া যাইবার সময় খাজা আবদুল্লাহ্ অসুস্থ বিদায় তাঁহার মামাদের নিকট রহিয়া গেলেন।

তাঁহার মামাগণ মদীনার বানী নাজ্জার বংশধর ছিলেন। কোরাইশ ব্যবসায়ী কাফিলা মক্কায় পৌছিলে আবদুল মুত্তালিব তাহাদের নিকট পুত্রের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাহারা আবদুল্লাহ্‌কে অসুস্থ অবস্থায় তাঁহার মামাদের নিকট রাখিয়া আসিয়াছে। ইহা শ্রবণ করিয়া আবদুল মুত্তালিব তাঁহার বড় ছেলে হারেছকে আবদুল্লাহ্‌র তালাশে মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন। অবশেষে খাজা আবদুল্লাহ্‌র ইন্তেকাল ও দাফনের পর হারেছ মদীনায় পৌছিল। 'দারুন নাবেগা' নামক স্থানে খাজা আবদুল্লাহ্‌কে দাফন করা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন 'আব ওয়াবার' মধ্যে দাফন করা হইয়াছে।[১]

ابـوابـا হামজার উপর জবর, ইহা মদীনার নিকটবর্ত্তি একটি স্থানের নাম, যাহা লোক সমাজে সুপরিচিত ও বিখ্যাত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, খাজা আবদুল্লাহ্‌র ইন্তেকালে ফেরেশতাগণ বলিলেন, হে আমাদের মা'বুদ ও

টীকা ঃ–

১। (ক) মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা। (খ) সীরাতে হালাবীয়াতে দারুত্তাবেয়া ও আবওয়া দুইটি স্থানের উল্লেখ রহিয়াছে। সীরাতে হালাবীয়া ১ম খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

মালিক আল্লাহ্! হায় আপনার মুহাব্বাতের নবী ও অতিপ্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (সঃ) ইয়াতীম হইয়া গিয়াছেন।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, নিশ্চয় আমি স্বয়ং তাঁহার রক্ষাকারী, সাহায্যকারী, জিম্মাদার ও প্রতিপালন কর্তা হইয়া গেলাম।

আল্লাহ্ তা'আলার সলাত ও রহমাত, বারাকাত ও কল্যাণ, সালাম ও শান্তি এবং ফেরেশ্‌তাদের মাগফিরাত আর নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও ছালেহীনগণের দরূদ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর উপর সদাসর্বদা বর্ষিত হউক। যিনি হইতেছেন আবদুল মুত্তালিবের পুত্র খাজা আবদুল্লাহর ঔরষজাত একমাত্র সন্তান।

ষষ্ঠ ওয়াজ

জন্ম তারিখ ও প্রসবকালীন ঘটনা

سُبْحَانَ اللّٰهِ لَمَّا كَانَ صَوْلَةُ الْحَمْلِ وَ كَوْكَبَتَهُ
الَّتِىْ هِىَ مُقَدِّمَةٌ لِّظُهُوْرِهٖ وَ مُبَشِّرَةٌ لِّوُجُوْدِهٖ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَذٰلِكَ هَيْبَةً وَّعَظْمَةً وَّرِفْعَةً وَّرُتْبَةً
وَ جَلَالًا - فَكَيْفَ كَانَ حَالَ وِلَادَتِهِ الَّتِىْ هِىَ اَوَانُ ظُهُوْرِ
السَّعَادَاتِ وَ زَمَانُ بُرُوْزِ الْبَرَكَاتِ شَرَفًا وَرَفْعَةً وَ مَهَابَةً
وَ تَعْظِيْمًا وَ قَدْرًا - اِعْلَمُوْا اَنَّ الْجُمْهُوْرَ مِنْ اَهْلِ
السِّيَرِ وَ التَّوَارِيْخِ اِتَّفَقُوْا عَلٰى اَنَّ تَوَلُّدَهُ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - كَانَ فِىْ عَامِ الْفِيْلِ بَعْدَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا
مِنْ وَ اقِعَتِهٖ اَوْخَمْسِ وَ خَمْسِيْنَ يَوْمًا ـ وَ هٰذَا الْقَوْلُ
اَصَحُّ الْاَقْوَالِ رِوَايَةً وَّ نَقْلًا ـ وَّ كَانَ ذٰلِكَ لَيْلَةَ الثَّانِىْ

عَشَرَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ مِنَ الرَّبِيْعِ الْاَوَّلِ ـ عَلٰى مَاهُوَ اَشْهَرُ وَ اَكْثَرُ سَمَاعًا ـ وَ عَلٰى هٰذَا عَمَلُ اَهْلِ مَكَّةَ فِىْ زِيَارَتِهِمْ مَوْضِعَ وِلَادَتِهِ الشَّرِيْعَةِ نَدُبًا ـ وَ قِرَاءَةُ الْمَوْلِدِ وَ الْاِتْيَانُ بِاٰدَابِهِ وَ اَوْضَاعِهِ كَانَ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ بَيْنَهُمْ اَكْثَرُ عَمَلًا ـ

—সোবহানাল্লাহ! নূরনবী (সঃ) গর্ভে যাওয়া এবং গর্ভে অবস্থান করা যাহা তাঁহার প্রকাশ হওয়ার পূর্বাভাষমাত্র এবং শুধু জন্ম হওয়ার খোশ খবরদাতা! এই গর্ভের শান ও মর্যাদা এবং সম্মান ও মহত্ব আর ইজ্জাত ও বুজর্গী শ্রেষ্ঠত্বের দিকদিয়া যদি এতই আশ্চর্যজনক হয়, তাহা হইলে তাঁহার জন্ম সময়টা কত বড় শানদার, মহা আশ্চর্যজনক ও সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে? (তাহা ত সহজেই বুঝা যায়। কেননা) প্রকৃতপক্ষে জন্ম হওয়ার সময়টাই ত হইতেছে আসল বুজর্গী ও মর্যাদা, ইজ্জাত ও সম্মান এবং নেকী ও মঙ্গল, বারাকাত ও কল্যাণ প্রকাশ হওয়ার বিশেষ উপযুক্ত সময়।

স্মরণ রাখিতে হইবে, সকল সীরাতকার ও ঐতিহাসিকগণ এই কথার উপর একমত হইয়াছেন যে, হাতীর অধিপতি আবরাহা বাদশার ঘটনার বৎসর অর্থাৎ উক্ত ঘটনার মাত্র ৪০ অথবা ৫৫ দিন পর নূর নবী (সঃ) দুনিয়াতে তাশরীফ আনিয়া ছিলেন। ইহাই সর্বাদিক বিশুদ্ধ মত। তাঁহার জন্ম তারিখ সম্বন্ধে কিছুটা মতভেদ থাকিলেও ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার সোবেহ সাদেকের সময়

তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, ইহা অতি সুবিখ্যাত মত এবং ইহার জনশ্রুতি অত্যধিক। উপরন্তু এই তারিখই মক্কাবাসীদের নিকট বিশেষ প্রচলিত। তাঁহারা উক্ত ১২ই তারিখে মুস্তাহাব হিসাবে মহা প্রিয় নূরনবী মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ–সাল্লামের জন্মস্থান পরিদর্শন করিয়া থাকেন এবং সেই রাত্রে মৌলুদ শরীফ পাঠ করা ও উহার আদব রক্ষা করা তাঁহাদের নিকট একটি অতি প্রিয় ও অত্যধিক সুপ্রচলিত আমল।

قَالَتْ اٰمِنَةُ لَمَّا اَخَذَنِىْ مَا يَاْخُذُ النِّسْوَةَ مِنَ الْوَجْعِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ كُنْتُ مُنْفَرِدَةً فِىْ مَنْزِلِىْ - وَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فِى الطَّوَافِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا عَظِيْمًا - فَرُعِبْتُ ثُمَّ رَاَيْتُ طَائِرًا اَبْيَضًا يَمْسَحُ قَلْبِىْ بِجَنَاحِهٖ فَذَهَبَ عَنِّىْ الْوَجْعُ وَ الْمَخَافَةُ الَّتِىْ كُنْتُ اَجِدُهَا - ثُمَّ رَاَيْتُ عِنْدِىْ شَرْبَةً بَيْضَاءَ فَشَرِبْتُهَا وَ اطْمَانَنْتُ بِهَا وَ رَاَيْتُ نُوْرًا اَسْنٰى وَ رَاَيْتُ عِنْدِىْ نِسْوَةً طِوَلًا

টীকা ঃ–

১। (ক) সীরাতে ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা। (খ) সীরাতে হালাবীয়া ১ম খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা। (গ) নশ্‌রুত্তীব ২২ পৃষ্ঠা। (ঘ) মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২৫–২৬ পৃষ্ঠা। (ঙ) সোমবার সোবেহ সাদেকের সময় বাইতুল্লাহ্ শরীফে হুজুর পাক (সঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আছাহ্‌হুস্–সীয়ার ৪৯–৫০ পৃষ্ঠা। (চ) ঐ ঘরটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘর, যাহা পরে হাজ্জাজের ভাই মুহাম্মদ বিন ইউসুফের হস্তগত হইয়াছিল। সীরাতে মগলতাই ৫ পৃষ্ঠা। আওজাজুস্ সীয়ার ১৪ পৃষ্ঠা।

كَالنَّخْلَةِ كَاَنَّهُنَّ مِنْ بَنَاتِ عَبْدِ مَنَافٍ وَّ عَجِبْتُ

بِاَنَّهُنَّ مِنْ اَيْنَ ظَاهَرْنَ عَجَبًا ـ فَقَالَتْ لِىْ اِحْدٰهُنَّ اِنِّىْ

اٰسِيَةٌ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ الَّذِىْ طَغٰى ـ وَ قَالَتِ الْاُخْرٰى اِنِّىْ

مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ اُمُّ عِيْسٰى وَ هٰؤُلَاۤءِ حُوْرٌ عِيْنٌ ـ

وَ اشْتَدَّ عَلَىَّ الْحَالُ ـ وَ كُلُّ سَاعَةٍ اَسْمَعُ صَوْتًا

عَظِيْمًا ـ اَشَدُّ مَهَابَةً مِمَّا سَمِعْتُ سَابِقًا ـ وَ بَيْنَمَا

نَحْنُ اِذْ اَرٰى دِيْبَاجًا اَبْيَضًا قَدْ مُدَّ بَيْنَ السَّمَاۤءِ

وَ الْاَرْضِ وَ رَاَيْتُ الرِّجَالَ قَائِمِيْنَ بَيْنَ الْاَرْضِ وَ السَّمَاۤءِ

فِىْ اَيْدِهِمْ اَبَارِيْقُ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ رَاَيْتُ قَطِيْعَةً مِنَ

الطَّيْرِ اَنْ قَدِمَتْ عَلَىَّ حَتّٰى وَارَتْ حُجْرَتِىْ مَنَاقِيْرُهَا

مِنْ زَبَرْ جَدٍ وَ اجْنِحَتُهَا مِنْ يَّاقُوْتٍ وَ رَفَعَ اللّٰهُ تَعَالٰى

عَنْ بَصَرِىْ حِجَابًا ـ وَ رَاَيْتُ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا ـ

وَ رَاَيْتُ ثَلَاثَةَ اَعْلَامٍ قَدْ نُصِبَتْ اِحْدٰى هَا فِى الْمَشْرِقِ

وَالْاُخْرٰى فِى الْمَغْرِبِ وَ عَلٰى سَقْفِ الْكَعْبَةِ ثَالِثَةً اُخْرٰى ـ وَ اَخَذَنِىَ الْمَخَاضُ وَ وَلَدْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ـ

—হযরত আমিনা বলেন, সাধারণতঃ সন্তান প্রসবের সময় নারীদের যে ব্যথা হইয়া থাকে, আমার সেই প্রসব ব্যথা যখন হইয়াছিল, তখন আমি নিজ গৃহে একাকি ছিলাম এবং খাজা আবদুল মুত্তালিব কাবা ঘরের তাওয়াফে ছিলেন। এমন সময় একটি বিরাট শব্দ শুনিয়া আমি ভয় পাইয়া–ঘাবরাইয়া গেলাম। অতঃপর আমি একটি ছোট সাদা পাখী দেখিতে পাইলাম, সে তাহার পাখা দ্বারা আমার বক্ষ মুছিতে লাগিল, ইহাতে আমার সমস্ত ব্যথা ও ভীতি চলিয়া গেল। এর পর আমার নিকট সাদা শরবত দেখিতে পাইয়া আমি উহা পান করিলাম, যদ্দরুন আমি শান্তি পাইলাম এবং খুব উচ্চ জ্যোতি আমার দৃষ্টিগোচর হইল। ইতিমধ্যে আমার নিকট খেজুর বৃক্ষের ন্যায় লম্বাকৃতির কয়েক জন মহিলা উপস্থিত হইলেন। আবদ্ মুনাফের কন্যাদের মত তাঁহাদেরকে দেখাইতেছিল। আমি অত্যধিক আশ্চর্যান্বিত হইলাম যে, তাঁহারা কোথা হইতে আসিয়াছে, ইত্যবসরে তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, যেই ফেরাউন গোমরা হইয়া গিয়াছিল, আমি তাহার স্ত্রী আছিয়া। দ্বিতীয় আরেক জন বলিলেন, আমি ইমরান–কন্যা মারইয়াম, ঈসার (আঃ) মাতা। আর এই সমস্ত নারী যাঁহারা আমাদের সাথে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বেহেশ্‌তের হুর।[১] (আমিনা বলেন) এই সময় আমার খুব খারাপ লাগিতেছিল। প্রতি ঘন্টায় এক একটি

টীকা ঃ–১। (ক) মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা। (খ) সীরাতে হালাবীয়া ১ম খণ্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা।

বিরাট শব্দ শুনিতে লাগিলাম। পূর্ব শব্দ হইতে পরের শব্দগুলি ক্রমান্বয়ে অত্যধিক ভীতিজনক ছিল। এমন সময় হঠাৎ আসমান ও জমিনের মধ্যবর্ত্তিস্থানে রেশমী কাপড়ের ন্যায় একটি সাদা চাদর লম্বা–লম্বীভাবে দেখিতে লাগিলাম। আসমান ও জমিনের মধ্যে কতগুলি পুরুষ লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের হাতে রৌপ্য তৈরী পানি পাত্র ছিল। অতঃপর আমি একদল পাখী দেখিয়াছিলাম। উহারা আমার নিকট আসলি, তাহাদের চক্ষু জমরুদ পাথরের এবং পাখা ইয়াকুত পাথরের ছিল। এই সময় আল্লাহ্ তা'আলা আমার চোখের পর্দা উঠাইয়া নিলেন। পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে দেখিয়া লইলাম, এই সময় তিনটি পতাকা দেখিতে পাইলাম। একটি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে, দ্বিতীয়টি পশ্চিম প্রান্তে এবং তৃতীয়টি কা'বা শরীফের ছাদের উপর ছিল।[১]

আমার প্রসব ব্যথা আসিল। এর পরেই আমি মুহাম্মাদকে (সঃ) প্রসব করিলাম।

هٰذَا مَحَلُّ الْقِيَامِ

نَقْرَءُوْنَ هٰذِهِ الْقَصِيْدَةَ فِىْ حَالَةِ الْقِيَامِ

—ইহা কিয়ামের স্থান। নিম্ন লিখিত কাসীদাগুলি কিয়ামের হালাতে পড়া হয়।

কিয়ামের কাসীদা

يَا نَبِىْ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكَ

يَا حَبِيْبُ سَلَامٌ عَلَيْكَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ

টীকা ঃ–

১। (ক) মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা। (খ) সীরাতে হালাবীয়া ১ম খণ্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা

হে নূরনবী! আপনার উপর সালাম পাঠাইতেছি।
হে রসূল! আপনার উপর সালাম পাঠাইতেছি।
হে হাবিব (প্রিয় বন্ধু)! আপনার উপর সালাম পাঠাইতেছি।
আপনার উপর আল্লাহ্ তা'আলার সলাত ও রহমাত অবতীর্ণ হইতেছে।

اَشْرَقَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا ۞ وَ خْتَفَتْ مِنْهُ الْبُدُوْرُ
مِثْلَ حُسْنِكَ مَا رَاَيْنَا ۞ قَطُّ يَا وَجْهَ السُّرُوْرِ

(ক) আমাদের উপর পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হইয়াছে। (অর্থাৎ নূর–নবী পয়দা হইয়াছেন) উঁহার আগমনে আকাশের পূর্ণিমার চাঁদ লুকাইয়া গিয়াছে।

(খ) হে সমুজ্জল আনন্দ মুখী! আপনার সৌন্দর্যের ন্যায় আমরা আর কোন সৌন্দর্য দেখি নাই।

اَنْتَ شَمْسٌ اَنْتَ بَدْرٌ ۞ اَنْتَ نُوْرٌ فَوْقَ نُوْرِ
اَنْتَ اِكْسِيْرٌ وَّ غَالِىْ ۞ اَنْتَ مِصْبَاحُ الصُّدُوْرِ

(ক) আপনি সূর্য, আপনি পূর্ণিমার চন্দ্র, আপনি সমস্ত জ্যোতির উপর মহাজ্যোতি।

(খ) আপনি সঞ্জিবন দায়ক, আপ'নি মহামূল্যবান স্বত্তা, আপানি অন্তর সমূ–হের প্রদীপ।

يَا حَبِيْبِىْ يَا مُحَمَّدُ ۞ يَا عَرُوْسَ الْخَافِقَيْنِ
يَا مُؤَيَّدْ يَا مُمَجَّدُ ۞ يَا اِمَامَ الْقِبْلَتَيْنِ

(ক) হে আমার প্রিয় বন্ধু! হে মুহাম্মাদ (সঃ)!!হে পূর্ব ও পশ্চিমের দুলহা!!!

(খ) হে উভয় কিবলার ইমাম! আপনাকে আল্লাহর পক্ষ হইতে সাহায্য করা হইয়াছে এবং বুজর্গী দেওয়া হইয়াছে।

مَنْ يَّرٰى وَ جْهَكَ يُسْعَدْ   يَا كَرِيْمَ الْوَالِدَيْنِ

حَوْضُكَ الصَّافِى الْمُبَرَّدْ   وِرْدُنَا يَوْمَ النُّشُوْرِ

(ক) হে পিতামাতার সম্মানিত সন্তান! যে ব্যক্তি আপনার পবিত্র মুখমন্ডল দর্শন করিবে, সে নেক বখ্ত হইয়া যাইবে।

(খ) কিয়ামতের দিবসে আপনার সুশীতল স্বচ্ছ ও নির্মল পবিত্র 'হাওজে-কাউছার' আমাদের একমাত্র ঘাট।

অর্থাৎ আপনার পবিত্র শীতল 'হাওজে কাউছার' হাশর ময়দানে আমাদের তৃষ্ণা নিবারণের একমাত্র স্থান।

مَارَاَيْنَا الْعِيْسَ حَنَّتْ   بِالسُّرٰى اِلاَّ اِلَيْكَ

وَالْغَمَامَةَ لَكَ اَظَلَّتْ   وَالْمَلَا صَلّٰى عَلَيْكَ

(ক-১) সাবক হইতে পৃথক হওয়া উটনীর ন্যায় চিৎকাররত অবস্থায় রাত্রে কোন উটকে আমরা আপনার নিকট ব্যতীত আর কোথাও যাইতে দেখি নাই।

(ক-২) বাচ্চাছাড়া উটনী যেই ভাবে রাত্রে অধির হইয়া বিকট চিৎকার করিতে থাকে এবং তাহার বাচ্চার দিকে অথবা তাহার প্রেমাস্পদের দিকে ঐ রাত্রের অন্ধকারে দৌড়াইতে থাকে।

ঠিক সেইরূপ ভাবে অস্থির হইয়া কোন উট (অথবা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি কিংবা আশেক) কে ত্রাণ ও মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে গভীর রাত্রে আপনার দরবার

ব্যতীত অন্য স্থানে যাইতে আমরা দেখিনাই।[১]

অর্থাৎ প্রত্যেকেই আপনাকে বিপদ হইতে মুক্তি ও হৃদয়ের আশা পূরণকারী উছীলা মনে করে। তাই তাহারা অসময় এবং অন্ধকার রাত্রেও বিপদ হইতে মুক্তির আশায় আপনার দরবারে যাইয়া লুটাইয়া পড়ে। (ইহার আরো অন্য অর্থও হইতে পারে!– অনুবাদক)

(খ) (হে নবী! আপনি কত বড় মহান।) আকাশের মেঘ খন্ড আপনাকে ছায়া প্রদান করিয়াছিল, এবং সমস্ত গোত্র ও সম্মানিত লোকেরা আপনার উপর দরূদ পাঠাইয়াছিল।

টীকা ঃ–

১। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, একটি উট তাহার মালিকের কথামত চলিত না এবং কোন কাজ করিত না, পাগলের ন্যায় মানুষের প্রতি আক্রমণ করিত। সেইজন্য মালিক উট–টিকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। হুজুর পাকের (সঃ) কর্ণ গোচর করা হইলে হুজুর (সঃ) উটটিকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। পাগল উট ছাড়িয়া দিলে কাহারো প্রতি আক্রমণ করিয়া বসে নাকি এই ভয়ে সাহাবীগণ ভীত ছিলেন। অথচ দেখা গেল, উটটি ছাড়িয়া দেওয়ার পর সে কাহারো প্রতি আক্রমণ না করিয়া এবং কোন দিক না যাইয়া সোজাসুজি নূর নবীর (সঃ) চরণতলে লুটাইয়া পড়িল। করুণার নবী জানিতে পারিলেন যে, তাহার মালিক তাহাকে কম খাদ্য দিয়া বেশী কাজ করাইতে চাহে। তাই সে খাদ্যাভাবে এইরূপ পাগলামী করিতেছে। বিশ্বনবী উটটির দেহে হাত বুলাইয়া দিলেন এবং তাহার মালিককে রীতিমত উহার খোরাক দিতে বলিলেন। ইহাতে উটটির পাগলামী ভাব চলিয়া গেল।

হয়ত কবিবর তাঁহার এই কবিতায় মনে হয় উল্লেখিত ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।–অনুবাদক।

৭—

وَاَتَاكَ الْعُوْدُ يَبْكِىْ وَتَذَلَّلَ بَيْنَ يَدَيْكَ
وَاسْتَجَارَتْ يَا حَبِيْبِىْ عِنْدَكَ الظَّبْىُ النَّفُوْرُ

(ক) শুকনা কাঠ কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার নিকট আসিয়াছিল এবং আপনার সম্মুখে বিনয় প্রকাশ করিয়াছিল।

(খ) হে আমার প্রিয় বন্ধু! (শিকারী কর্তৃক ধৃত ও বন্দিনী) ভাগিয়া যাওয়া হরিণী আপনার নিকট আশ্রয় লওয়ার জন্য পুনরায় আসিয়াছিল।

عِنْدَ مَاشَدُّوْا الْمُحَامِلْ وَتَنَادَوْ لِلرَّحِيْلِ
جِئْتُهُمْ وَ الدَّمْعُ سَائِلْ قُلْتُ قِفْ لِىْ يَادَلِيْلُ

(ক) যেই সময় যিয়ারতকারী কাফিলা আরোহী ঠিক করিয়া রওনা দেওয়ার জন্য পরস্পর ডাকাডাকি করিতেছিল।

(খ) হে পথ প্রদর্শক! হে পথের দিশারী!! আমি ঠিক সেই সময় অশ্রু প্রবাহিত অবস্থায় তাহাদের নিকট আসিয়া বলিলাম, থাম,—আমার জন্য দেরী কর।

شَا اُحَمِّلُكُمْ رَسَائِلْ خَشْوُهَا الشَّوْقُ الْجَزِيْلُ
نَحْوَ هَا نِيْكَ الْمَنَازِلْ بِالْعَشَايَا وَ الْبُكُوْرِ

(ক) আমি আশা করিতেছি, তোমরা ঐ সকল চিঠিগুলি সাথে করিয়া লইয়া যাইবে, যাহার মধ্যে অত্যধিক আগ্রহ ও আকাঙ্খা (বন্ধুর ভালবাসা) ভর্ত্তি রহিয়াছে।

(খ) ঐ বন্ধুর বাড়ীর দিকে লইয়া যাইবে, সকাল ও সন্ধ্যায়।

وَصَلٰوةُ اللّٰهِ عَلٰى اَحْمَدْ عِدَّةَ اَحْرُفِ السُّطُوْرِ
اَحْمَدُ الْهَادِىْ مُحَمَّدْ صَاحِبُ الْوَجْهِ الْمُنِيْرِ

(ক) প্রিয় নূরনবী আহমাদের উপর পুস্তকের অক্ষরের ন্যায় আল্লাহ্ তা‘আলার অগণিত রহমাত ও করুণা বর্ষিত হউক।

(খ) আহমাদ (অতীব প্রশংসাকারী) পথ প্রদর্শক ছিলেন, এবং মুহাম্মাদ (অতিশয় প্রশংসিত মহাস্বত্বা) উজ্জল জ্যোতির্ময় মুখমন্ডলধারী ছিলেন।

মিলাদে কিয়াম করা বহু উচ্চ প্রেমিক ও আশেকে রসূলের একটি অভ্যাস

وَ مِنْ عَادَاتِ السَّادَاتِ الْعَاشِقِيْنَ الْوَاجِدِيْنَ وَالْمُتَوَا جِدِيْنَ الْقِيَامُ عِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِتَذَكُّرِ ظُهُوْرِ الْكَرَامَاتِ وَ خَرْقِ الْعَادَاتِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ طَرَبًا وَ سُرُوْرًا وَوَجْدًا وَقِرَاءَةُ قَصَائِدِ مَدْحِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قِيَامًا

যে সমস্ত বুজর্গানে দ্বীন নাম করা ও শীর্ষস্থান অধিকারী, আশেকে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ–সাল্লাম হিসাবে সুপরিচিত হইয়াছেন এবং আশেকগণের মধ্যে যাঁহারা শীর্ষ স্থানীয় আর যাঁহারা ছাহেবে ওজদ (ভাবুক) কিংবা ওজদ হাসিলের ইচ্ছা রাখেন, তাঁহাদের কতেকের একটি অভ্যাস, যখন প্রিয় নূরনবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ–সাল্লামের পয়দায়েশের কথা

আলোচনা করা হয়, তখন তাঁহারা পয়দায়েশ কালীন যে সমস্ত কারামাত ও বুজর্গী প্রকাশ পাইয়াছিল এবং যে সকল অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়া ছিল, সেই গুলিকে স্মরণ করিয়া খুশী ও আনন্দে এবং ভাবাবেগে দাঁড়াইয়া যান এবং উক্ত দাঁড়ান অবস্থায় হুজুরের প্রশংসার কবিতা পাঠ করিতে থাকেন। (অর্থাৎ নূরনবীর(সঃ) জন্ম কাহিনী বর্ণনার সময় ভাবাবেগে দাঁড়াইয়া যাওয়া ও তাঁহার প্রশংসার কবিতা পাঠ করা কতেক ভাবুক ও আশেকে রসূলের নিকট অত্যধিক প্রিয় ও অতি আনন্দ জনক। এই সময় দাঁড়াইয়া যাওয়া তাঁহাদের একটি বিশেষ অভ্যাস)।

সিজদাবস্থায় ভূমিষ্ঠ ও তাশ্‌রীফ আনার পরবর্তি ঘটনাবলী

قَالَتْ لَمَّا وُلِدَ الْمَوْلُوْدُ الْمَحْمُوْدُ رَاَيْتُهٗ سَاجِدًا

رَافِعًا مُسَبِّحَتَيْهِ كَالْمُتَضَرِّعِ وَالْمُبْتَهِلِ اِلَى السَّمَاءِ

ثُمَّ رَاَيْتُ السَّحَابَ الْاَبْيَضَ اَنَّهٗ غَشَّاهُ وَ اَغَابَهٗ عَنْ

بَصَرِىْ وَ اَسْمَعُ مُنَادِيًا يَقُوْلُ طَوِّفُوْهُ فِىْ مَشَارِقِ

الْاَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا ـ وَادْخِلُوْهُ فِى الْاَبْحُرِ حَتّٰى يَعْرِفَهٗ

اَهْلُهَا بِاِسْمِهٖ وَ نَعْتِهٖ وَ شَكْلِهِ الْاَبْهٰى ـ وَ يَعْلَمُوْا

اَنَّ اِسْمَهٗ مَاحٍ يَمْحُوْ اٰثَارَ الشِّرْكِ كُلَّهَا –

—আমিনা ফরমাইয়াছেন, যখন মাওলুদুল মাহমুদ, প্রশংসিত সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তখন আমি তাহাকে সিজদা অবস্থায় দেখিয়া ছিলাম। সেই সময় তাহার উভয় হাতের তর্জ্জনীয় অঙ্গুলী দোআ ও ক্রন্দনকারীর ন্যায় আকাশের দিকে প্রসারিত ছিল।১ অতঃপর দেখিতে পাইলাম, একটি সাদা আবর আসিয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিল এবং আমার চোখের অগোচরে লইয়া গেল। এই সময় আমি শুনিতে ছিলাম, এক আওয়াজকারী বলিতেছে যে, এই পবিত্রতম সন্তানটিকে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে ঘুরাইয়া আন এবং সকল সাগর ও মহাসাগর দেখাইয়া আন। ইহাতে সকল স্থল ও জলবাসী তাঁহার নাম ও প্রশংসা এবং উজ্জলতম আকৃতি সহকারে তাঁহাকে চিনিয়া লইতে পারিবে। তাহারা আরো জানিয়া রাখিতে পারিবে যে, এই পবিত্রতম সন্তানটির নাম 'মাহিন'–বাতিল ধ্বংসকারী ও অন্যায়ের মুলোৎপাটনকারী, তিনি সমস্ত শিরক ও অংশীবাদীতার সকল নাম নিশানা মিটাইয়া দিবেন।[২]

وَ وَرَدَ فِىْ حَدِيْثٍ اُخَرَ اَنْ قَالَتْ اٰمِنَةُ لَمَّا وَضَعْتُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَاَيْتُ سَحَابًا عَظِيْمًا نُوْرَانِيًّا -

টীকা ঃ–

১। (ক) মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা। (খ) সীরাতে হালাবীয়া ১ম খণ্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা।

২। মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২১,২২ পৃষ্ঠা।

يَسْمَعُ فِيْهِ صَهِيْلُ الْخَيْلِ وَ صَوْتُ ارْتِعَادِ الْاَجْنِحَةِ وَمَقَالُ النَّاسِ حَتّٰى غَطَّهُ فَصَارَ عَنِّىْ غَائِبًا . فَسَمِعْتُ مُنَادِيًّا يُنَادِىْ اَنْ طَوِّفُوْا مُحَمَّدًا فِى الْاَرْضِ كُلِّهَا وَ اَعْرِضُوْهُ عَلَى الرُّوحَانِيِّيْنَ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ عَلَى الطُّيُوْرِ الْوُحُوْشِ عَرْضًا -

–অন্য একটি হাদীসে আমিনা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, আমিনা বলিয়াছেনঃ যেই সময় আমি আমার পুত্রকে প্রসব করিয়াছিলাম, সেই সময় একটি জ্যোতির্ময় বিরাট আবর দেখিতে পাইলাম। উহার ভিতর হইতে ঘোড়ার আওয়াজ, পাখীর পাখনা উড়াইবার শব্দ ও মানুষের কথা শুনা যাইতেছিল। আবর খানা ছেলেটিকে ঢাকিয়া ফেলিল, ইহাতে সে আমার অদৃশ্য হইয়া গেল। ঐ সময় আমি এক আওয়াজকারীকে এই বলিতে শুনিয়াছি, (ক) মুহাম্মাদকে (সঃ) সমস্ত পৃথিবীতে ঘুরাইয়া আন, এবং মানব, দানব ও ফেরেশ্‌তাদের রহস্যসমূহকে তাঁহার সামনে পেশ কর, আর পাখী ও পশু গুলিকে তাঁহার নিকটে হাজির কর।[১] সকলেই তাঁহাকে দেখুক। তাঁহাকে দেখার হক সকলে–রই আছে। প্রত্যেকেই তাঁহাকে এক নজর দেখার প্রগাঢ় ইচ্ছা রাখে।

টীকা ঃ–

১। মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা।

সকল নবীগণের গুণাবলী হুজুরকে প্রদান

وَ اعْطُوْهُ خُلُقَ اٰدَمَ وَ مَعْرِفَةَ شِيْثَ وَ شُجَاعَةَ نُوْحٍ

وَ خُلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ وَ لِسَانَ اِسْمَاعِيْلَ وَرِضَاءَ اِسْحَاقَ

وَ فَصَاحَةَ صَالِحٍ وَ حِكْمَةَ لُوْطٍ وَ بُشْرٰى يَعْقُوْبَ

وَشِدَّةَ مُوْسٰى وَ صَبْرَ اَيُّوْبَ وَ طَاعَةَ يُوْنُسَ وَ جِهَادَ

يُوْشَعَ وَصَوْتَ دَاؤُدَ وَ حُبَّ دَانِيَالَ وَ وَقَارَ اِلْيَاسَ وَ

عِصْمَةَ يَحْيٰى وَ زُهْدَ عِيْسٰى ۔ وَ غَوِّصُوْهُ فِىْ بَحْرِ

اَخْلَاقِ الْاَنْبِيَاءِ ۔

—(উপরে বর্ণিত আবরের ভিতর হইতে হযরত আমিনা নিম্নের আওয়াজও শুনিয়াছিলেন) (খ) আর তাঁহাকে (মুহাম্মাদকে (সঃ) দান করঃ

—হযরত আদমের (আঃ) আদর্শ চরিত্র, হযরত শীসের (আঃ) ইলমে মারিফাত, হযরত নূহের বীরত্ব, হযরত ইব্রাহীমের বন্ধুত্ব, হযরত ইসমাঈ-লের ভাষা, হযরত ইসহাকের সন্তুষ্টি, হযরত সালেহের নির্ভুল বাক্য, হযরত লুতের বিজ্ঞান, হযরত ইয়াকুবের সুসংবাদ, হযরত মুসার কঠোরতা, হযরত আইয়ুবের ধৈর্য, হযরত ইউনুসের মান্যতা ও বন্দেগী, হযরত ইউশার জিহাদ, হযরত দাউদের আওয়াজ, হযরত দানিয়ালের মুহাব্বাত, হযরত ইলিয়াছের ইজ্জাত, হযরত ইয়াহিয়ার পবিত্রতা, হযরত ঈসার সাধূতা।[১] এক কথায় সকল

আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণের চরিত্র সাগরে তাঁহাকে ডুবাইয়া দাও। একের পর এক করিয়া সকল নবীগণের মহত চরিত্র গুণে তাঁহাকে মহা চরিত্রবান বানাইয়া–আম্বিয়াগণের সর্বগুণে গুণান্বিত কর।

قَالَتْ اٰمِنَةُ ثُمَّ كُشِفَ السَّحَابُ عَنِّىْ ثُمَّ لُفَّ مُحَمَّدٌ فِىْ قَطْعَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ خُضْرٍ لَفًّا شَدِيْدًا ۔ يَتَرَشَّحُ مِنْ تِلْكَ الْقَطْعَةِ مَاءٌ كَالْعَيْنِ تَرَشُّحًا وَ يَقُوْلُ قَائِلٌ بَخٍ بَخٍ قَدْ سُلِّطَ مُحَمَّدٌ عَلٰى تَمَامِ الدُّنْيَا ۔ لَايَبْقٰى خَلْقٌ مِّنْ اَهْلِ الدُّنْيَا اِلَّا يَدْخُلُ فِىْ قَبْضَتِهٖ وَ يَكُوْنُ لَهٗ مُطِيْعًا ۔ ثُمَّ نَظَرْتُ اِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ كَالْبَدْرِ يَفُوْحُ عَنْهُ

টীকা ঃ– ১। মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা।

(খ) কোরআনুন কারীমে রয়েছে (১) – اولئك الذين هدى الله فبهد ىهم اقتده অর্থ– নবীগণ এরূপ ছিলেন, যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত করেছেন। অতএব, (হে প্রিয় হাবীব!) আপনিও তাঁদের পথ অনুসরণ করুন, তাঁদের পথে চলুন। (অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে যে সমস্ত গুণাবলী রয়েছে, তৎসমুদয় আপনার মধ্যে একত্রিত করুন।) –সূরা আনআম, ৯০ আয়াত

(২) فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل الايه– (আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে প্রিয় হাবীব!) আপনি ধৈর্য ধারণ করুন যেরূপ ধৈর্য ধারণ করেছেন, অন্যান্য দৃঢ় সংকল্প রসূলগণ। – সূরা আহকাফ ৩৫ আয়াত।

(৩) – وانك لعلى خلق عظيم অর্থ– (হে নবী) নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী। – আপনি চরিত্রের উচ্চতম স্তরে রয়েছেন। – সূরা কলম, ৪ আয়াত।

(গ) আল্লাহ তা'আলার এক খাস বান্দা বলেছেনঃ–

لكل نبى فى الانام فضيلة – وجملتها مجموعة بمحمد

ما ان مدحت محمدا بمقالة – ولكن مقالتى مدحت بمحمد

عَرْفُ الْمِسْكِ الْاَذْفَرِ فَوْحًا ـ وَ ثَلٰثَةُ نَفَرٍ فِىْ يَدِ
اَحَدِهِمْ اِبْرِيْقٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَ فِىْ يَدِ اٰخَرَ طَسْتٌ مِّنْ زَبَرْ
جَدٍ خُضْرٍ وَفِىْ يَدِ اٰخَرَ حَرِيْرٌ اَبْيَضُ فَاَخْرَجَ خَاتِمًا
يَحْسُرُ اَبْصَارُ النَّاظِرِيْنَ بِالنَّظْرِ اِلَيْهَا ـ فَغَسَلَهُ
سَبْعَ مَرَّاتٍ وَطَبَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِالْخَاتِمِ وَ لَفَّهُ فِىْ
الْحَرِيْرِ وَ رَفَعَهُ وَ اَدْخَلَهُ فِىْ اَجْنِحَتِهِ سَاعَةً ثُمَّ
فَوَضَعَهُ اِلَىَّ بَعْدَهَا ـ

—হযরত আমিনা বলেন, এর পর সেই আবর খানা আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল, মুহাম্মাদকে (সঃ) এমন একখানা সবুজ রংয়ের রেশমী টুকরায় ভাল ভাবে মোড়াইয়া রাখিয়া দিল, যাহা হইতে ঝর্ণার ন্যায় পানির ফোটা পড়িতেছিল, সেই সময় কে যেন বলিতেছিল, বাখ্ বাখ্, ধন্যবাদ, সমস্ত দুনিয়ার উপর মুহাম্মাদকে বিজয়ী করা হইয়াছে। দুনিয়াবাসী সকল সৃষ্টি তাঁহার অধীনে আসিয়া যাইবে এবং সব কিছুই তাঁহার হুকুম মান্য করিবে। অতঃপর আমি তাঁহার দিকে তাকাইয়া দেখি, তাঁহাকে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জল দেখাইতেছিল। পবিত্র খাটি মৃগ নাভীর খুশ্বু তাহার নিকট হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাহির হইতেছে। আমি সেখানে ৩ জন নবাগত মানুষ দেখিতে পাইলাম। তাহাদের একজনের হাতে রূপার বদনা, দ্বিতীয় জনের হাতে সবুজ রংয়ের জমরুদ পাথরের তৈরি তশ্তরী এবং তৃতীয় জনের হাতে সাদা রেশমী কাপড় ছিল। এই তৃতীয় ব্যক্তি একটি আংটি বাহির করিল. যাহার এতই

উজ্জলতা ছিল যে, উহার দিকে নজর করা দুঃসাধ্য ছিল। দৃষ্টিকারীদের দৃষ্টি উহা হইতে ফিরিয়া আসিত। সেই ব্যক্তি সন্তানটিকে সাতবার গোসল করাইয়া তাহার উভয় কাঁধের মাঝ খানে আংটি দ্বারা মোহর করিয়া দিল এবং তাহাকে রেশমী কাপড় পরাইয়া একঘন্টা পরিমাণ কোলে রাখিয়া আমার নিকট অর্পণ করিল।[১]

মাকামে ইব্রাহীমের দিকে কাবাশরীফের সিজদা

وَ نُقِلَ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ لَيْلَةَ الْوِلَادَةِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا مَضٰى نِصْفُ اللَّيْلِ رَاَيْتُ الْكَعْبَةَ مَالَتْ اِلٰى مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ وَ سَجَدَتْ وَ خَرَجَ مِنْهَا صَوْتُ التَّكْبِيْرِ هٰكَذَا ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَبُّ مُحَمَّدِ نِ الْمُصْطَفٰى اَلْاٰنَ قَدْ طَهَّرَنِىْ رَبِّىْ مِنْ اَنْجَاسِ الْاَصْنَامِ وَ اَرْجَاسِ الْمُشْرِكِيْنَ تَطْهِيْرًا ـ وَ نُوْدِىَ مِنَ الْغَيْبِ اَلَا بِرَبِّ الْكَعْبَةِ الَّذِىْ اصْطَفٰى الْكَعْبَةِ وَ جَعَلَهَا قِبْلَتَهُ وَ جَعَلَهَا لَهُ مَسْكَنًا مُبَارَكًا ـ وَ الْاَصْنَامُ الَّتِىْ كَانَتْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ صَارَتْ

টীকা ঃ

১। মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা।

جُدًا ذَاَ۔ وَ خَرَّ عَلَى الْوَجْهِ الصَّنَمُ الْكَبِيْرُ الَّذِىْ يُسَمّٰى هُبَلًا ۔ وَ نُوْدِىَ اَنْ وَلِدَ عَنْ اٰمِنَةَ مُحَمَّدٌ وَ سَحَابُ الرَّحْمَةِ كَانَ عَلَيْهِ نَازِلًا -

—আবদুল মুত্তালিব হইতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি মুহাম্মাদের (সঃ) জন্ম রজনীতে কাবা শরীফে ছিলাম। অর্দ্ধ রজনী অতীত হওয়ার পর দেখিতেছি যে, কাবা ঘর মাকামে ইব্রাহীমের দিকে ঝুকিয়া সিজদা করিতেছে। সেই সময় উহা হইতে এই তাক্‌বীর বাহির হইতেছিল। অর্থ–আল্লাহ সর্ব শ্রেষ্ঠ, মুহাম্মাদের (সঃ) মা'বুদ–আল্লাহ মহান। এখন আমার মা'বুদ আমাকে মূর্তির অপবিত্রতা এবং শেরেকীর নাপাকী হইতে পবিত্র করিয়াছেন।

—গায়েব হইতে আওয়াজ আসিল, শুন! কা'বার মা'বুদের শপথ! যিনি কা'বাকে (মুহাম্মাদের (সঃ) জন্ম স্থানের জন্য) নির্বাচিত করিয়াছেন এবং মুহাম্মাদের (সঃ) কিবলা ও মুবারাক বসবাসের স্থান হিসাবে পছন্দ করিয়াছেন।

কা'বার চতুর্দিকে যত মূর্তি ছিল সবগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গিয়াছিল। 'হুবল' নামীয় সর্ব বৃহৎ মূর্তিটি উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল। উচ্চারিত হইতে লাগিল যে, আমিনা হইতে মুহাম্মাদকে পয়দা করা হইয়াছে, তাঁহার উপর রহমাতের বৃষ্টি অবতীর্ণ হইতেছে।

وَ الْاٰيَاتُ وَ الْكَرَامَاتُ الَّتِىْ ظَهَرَتْ عِنْدَ الْوِلَادَةِ اَكْثَرُ مِنْ اَنْ تُحْصَرَ وَ تُحْصٰى ۔ وَ مَا ذُكِرَ فَهُوَ قَطْرَةٌ مِّنْ بُحُوْرِهَا الْكُبْرٰى ۔ وَ اَشْهَرُهَا وَ اَبْهَرُهَا وَ اَعْجَبُهَا تَحَرُّكُ اِيْوَانِ الْكِسْرٰى ۔ وَ تَزَلْزُلُهُ وَ سُقُوْطُ اَرْبَعَ عَشْرَةَ

مِنْ شُرُفَاتِهِ الْعُلْيَا ـ وَ مِنْهَا غَيْضُ بُحَيْرَةِ سَاوَةَ ـ وَ فَيْضُ وَادِىْ سَمَاوَةَ الَّتِىْ كَانَ مَاؤُهَا بِاَلْفِ سَنَةٍ قَبْلُ مُنْقَطِعًا ـ وَ خُمُوْدُ النِّيْرَانِ الْفَارِسِيَّةِ الَّتِىْ كَانَتْ مُذْ اَلْفِ سَنَةٍ قَبْلُ مَوْقُوْدَةً تَحْمٰى ـ وَ مِنْهَا خَرُّ الْاَصْنَامِ عَلٰى وُجُوْهِهَا وَ نُكُوْسِهَا ذُلاًّ ـ

——নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ–সাল্লামের পয়দায়েশকালীন নিশানা ও কামারাত, বুজর্গী ও অলৌকিক ঘটনা এত অধিক প্রকাশ পাইয়াছিল, যাহা গণনাতীত। এখানে যাহা কিছু বলা হইল, এইগুলি মহাসাগরের এক ফোটা পানিতুল্য মাত্র, উহার মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত ও অধিক প্রকাশ্য এবং বেশী আশ্চর্যজনক এই গুলি ছিলঃ ১। নওশেরাওয়া বাদশার সিংহাসন নড়িয়া যাওয়া এবং উহার উন্নত মানের সর্বোচ্চ ১৪টি কংকর ছুটিয়া নীচে পড়া। ২। সাওয়া দরিয়া শুকাইয়া যাওয়া এবং তাহার পানি সমূহ নীচের দিকে চলিয়া যাওয়া। ৩। আর 'সামাওয়া' হ্রদ পানিতে পরিপূর্ণ হইয়া যাওয়া, অথচ এর পূর্বে এক হাজার বৎসর যাবৎ শুকনা ছিল। ৪। পারশ্যের অগ্নিকুণ্ডগুলি নিভিয়া যাওয়া, যাহা হাজার বৎসর ধরিয়া প্রজ্বলিত ও গরম

অবস্থায় চলিয়া আসিতেছিল।[১] ৫। কোরাইশদের মূর্তিগুলি পড়িয়া যাওয়া এবং অতিনিকৃষ্ট ভাবে উপড় হইয়া থাকা।

কোরাইশদের একটি প্রতিমার কবিতা পাঠ

وَكَانَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْقُرَيْشِ صَنَمٌ يَجْتَمِعُوْنَ عِنْدَهُ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ سَنَةٍ وَ يُعَيِّدُوْنَ وَ يَعْتَكِفُوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَاَوْهُ لَيْلَةً مِّنَ اللَّيَالِيْ اَنْ خَرَّ عَلٰى وَجْهِهٖ وَ صَارَ عَنْ مَحَلِّهٖ سَاقِطًا . فَاَخَذُوْهُ وَ وَضَعُوْهُ عَلٰى مَحَلِّهٖ ثُمَّ خَرَّ ثُمَّ سَوَّوْهُ ثُمَّ خَرَّ ثَالِثًا .

فَلَمَّا شَاهَدُوْا هٰذَا صَارُوْا مَغْمُوْمِيْنَ مَلُوْلِيْنَ وَ نَصَبُوْهُ عَلٰى مَحَلِّهٖ نَصَبًا شَدِيْدًا . فَسَمِعُوْا مِنْ جَوْفِهٖ صَوْتَ قَائِلٍ يَقُوْلُ هٰكَذَا .

টীকা ঃ–

১। (ক) মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা। (খ) সীরাতে হালাবীয়া ১ম খণ্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা।

—কোরাইশদের মধ্য হইতে একদল লোকের একটি মূর্তি ছিল। প্রত্যেক বৎসরের প্রথম ভাগে তাহারা উহার নিকট উপস্থিত হইয়া উহার সম্মুখে খুশী (খেল–তামাশা) করিত। তাহারা এখানে বেশ কিছু সময় অবস্থান করিত। কোন এক রজনীতে তাহারা মূর্তিটিকে নিজ স্থান হইতে সরিয়া অসহায় অবস্থায় উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিল। মূর্তিটির এই দুরাবস্থা দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া গেল এবং উহাকে উঠাইয়া তাহার নিজ স্থানে রাখিয়া দিল, কিন্তু হায়! রাখিলে কি হইবে? সে আবার পড়িয়া গেল, তাহারা আবার উহাকে যথাস্থানে রাখিলে সে পুনরায় পড়িয়া গেল। এইভাবে তিন বার রাখা হইল, তিন বারই পড়িয়া গেল। কোরাইশ দল ইহা স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া একেবারেই অস্থির ও হতবাক হইয়া রহিল, এইবার তাহারা মূর্তিটিকে তাহার স্থানে খুব মজবুত ভাবে দাঁড় করাইয়া রাখিল। এমন সময় তাহারা উহার মধ্য হইতে নিম্ন লিখিত কবিতা পাঠের ধ্বনি শুনিতে পাইলঃ–

شعر :- تَرَدّٰى بِمَوْلُوْدٍ اَضَاءَتْ بِنُوْرِهٖ

جَمِيْعُ فِجَاجِ الْاَرْضِ بِالشَّرْقِ وَ الْغَرْبِ

وَ خَرَّتْ لَهُ الْاَوْثَانُ طُرًّا وَ اُرْعِدَتْ

قُلُوْبُ مُلُوْكِ الْاَرْضِ مِنَ الرَّهْبِ وَ الرُّعْبِ

وَ كَانَتْ هٰذِهِ الْوَاقِعَةِ لَيْلَةَ وِلَادَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا ـ

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمِ الخ

অর্থাৎ একটি পবিত্র সন্তান প্রকাশ হওয়ার চাদর পরিধান করিয়াছে। উহার জ্যোতিতে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত খালিস্থান আলোকিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারই উদ্দেশ্যে সকল মূর্তি উপুড় হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর তাঁহার ভয়ে বিকম্পিত হইয়া বিশ্বের সকল রাজা বাদশাহর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছে।

—এই সমস্ত ঘটনাগুলি প্রিয় নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের পয়দায়েশ রজনীর ঘটনা।

সপ্তম ওয়াজ

বিশ্বনবীর দুগ্ধ পান

وَ اَرْضَعَتْهُ اُمُّهُ سَبْعَةَ اَيَّامٍ ثُمَّ ثُوَيْبَةُ اَيَّامًا - وَ هِىَ اَرْضَعَتْ قَبْلَهُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ بِهٰذَا ثَبَتَ الْاُخُوَّةُ الرَّضَاعِيَّةُ بَيْنَهُمَا ـ وَ اخْتُلِفَ فِىْ اِسْلَامِهَا ـ وَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِيْنَ عَدُّوْهَا مِنَ الصَّحَابِيَّاتِ وَ هُوَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُكْرِمُهَا بِحُكْمِ الرَّضَاعَةِ وَ يَبْعَثُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ صِلَةً وَ كِسْوَةً اِلَيْهَا ـ وَ الَّتِىْ هِىَ مَشْهُوْرَةٌ مَعْرُوْفَةٌ مَخْصُوْصَةٌ مُمْتَازَةٌ بِسَعَادَةِ اِرْضَاعِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِى الْبَرَايَا - هِىَ حَلِيْمَةُ سَعْدِيَّةٌ كَانَتْ كَاسْمِهَا وَ نِسْبَتِهَا مَوْصُوْفَةً بِحِلْمٍ وَ وَقَارٍ وَ سَعَادَةٍ عُظْمٰى ـ وَ كَانَتْ هِىَ مِنْ قَبِيْلَةِ بَنِىْ سَعْدِبْنِ بَكْرٍ الَّتِىْ هِىَ مَشْهُوْرَةٌ

بِالْفَصَاحَةِ وَ الْبَلَاغَةِ وَ مَعْرُوْفَةٌ بِعَذُوْبَةِ الْمَاءِ وَ اِعْتِدَالِ الْهَوَ - وَ وَرَدَ اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا اَفْصَحُ الْعَرَبِ لِاَنِّىْ مِنْ قُرَيْشٍ وَ اُرْضِعْتُ فِىْ بَنِىْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ۔

—প্রিয় নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামকে তাঁহার আম্মা ৭দিন এবং ছুওয়াইবা কয়েক দিন দুগ্ধ পান করাইয়াছিলেন। এর পূর্বে ছুওয়াইবা আবদুল মুত্তালিবের পুত্র হযরত হামজাকেও (রাঃ) দুধ পান করাইয়াছিলেন।[১] এই জন্য হুজুর (সঃ) ও তাঁহার চাচা হযরত হামজা উভয়েই পরস্পর দুধ ভাই ছিলেন। ছুওয়াইবা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। কোন কোন মুহাদ্দেসীনে কিরাম তাঁহাকে মহিলা সাহাবিয়াদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। নূরনবী রসূলুল্লাহ্ (সঃ) উক্ত দুগ্ধ মাতার বড় সম্মান করিতেন। মদীনা শরীফ হইতে মাঝে মাঝে কিছু উপঢৌকন ও পোষাক পাঠাইয়া দিতেন।

—বিশ্বের যে মহিলাটি হুজুর পাককে দুধ পান করাইবার ইতিহাসে সুনামের সহিত বিখ্যাত ও সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারীণী তিনি হযরত হালীমা সায়াদিয়া (রাঃ)। তিনি বড় নেককার ও পুণ্যময়ী, সম্মানিতা ও ধৈর্যশীলা মহিলা ছিলেন। নাম যেমন কাজেও ঠিক তেমন ছিলেন। হালীমার অর্থ-ধৈর্যশীলা, আর সায়াদিয়ার অর্থ নেক-বখতী, পুণ্যময়ী।

—এই হালীমা 'বনি সায়াদ বিন বাকার' গোত্রের লোক ছিলেন, যাহারা ভাষার বিশুদ্ধতায় ও অলংকার শাস্ত্রে ততকালে আরব বিখ্যাত এবং সুমিষ্ট পানি ও মধ্যম বায়ুর সুপরিচিত ছিল। (স্বাস্থ্যের পক্ষে তাহাদের আব-হাওয়া অত্যধিক উপযোগী গণ্য হইত।)

টীকা ঃ-

১। সীরাতে ইব্নে হিশামের হাশিয়া ১ম খণ্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা।

—হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হুজুর ফরমাইয়াছেন। আমি আরবের সকল মানুষ হইতে বেশী ফসিহ্– বিশুদ্ধ ও অলংকৃত ভাষা বর্ণনাকারী। ইহার কারণ আমি কোরাইশ বংশের লোক এবং বনী সায়াদ বিন বাকারের মধ্যে রাখিয়া আমাকে দুগ্ধ পান করান হইয়াছিল।

পশু পক্ষীরা নূর-নবীকে প্রতিপালনের আরজ করিয়াছিল

وَ قِصَّةُ اِرْضَاعِ الْحَلِيْمَةِ وَ مَا وَقَعَ فِيْهَا مِنْ فَضَائِلِهِ وَ كَرَامَاتِهِ وَ مُعْجِزَاتِهِ خَارِجَةٌ عَنْ حَدِّ الْحَصْرِ وَ الْاِحْصَا ـ قَالَ فِىْ مَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ وَ قَدْ ذَكَرُوْا اَنَّهُ لَمَّا وُلِدَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قِيْلَ مَنْ يَّكْفُلُ هٰذِهِ الدُّرَّةِ الْيَتِيْمَةَ الَّتِىْ لَايُوْجَدُ قِيْمَةٌ لِمِثْلِهَا ـ قَالَتِ الطُّيُوْرُ نَحْنُ نَكْفُلُهُ وَ نَغْنِمُ خِذْمَتَهُ الْعَظِيْمَةَ غُنْمًا ـ وَ قَالَتِ الْوُحُوْشُ نَحْنُ اَوْلٰى بِذَالِكَ نَنَالُ شَرَفَهُ وَ تَعْظِيْمَهُ نَيْلًا ـ فَنَادٰى لِسَانُ الْقُدْرَةِ اَنْ

يَا جَمِيْعَ الْمَخْلُوْقَاتِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ كَتَبَ فِىْ سَابِقِ حِكْمَتِهِ الْقَدِيْمَةِ اَنَّ نَبِيَّهُ الْكَرِيْمَ يَكُوْنُ لِحَلِيْمَةِ الْحَلِيْمَةِ رَضِيْعًا -

—হযরত হালীমার দুগ্ধ পান করাইবার ইতিহাস অতি চমৎকার। সেই সময় নূরনবীর (সঃ) যে সমস্ত ফজিলাত ও মু'জিযা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার গণনা সীমার বাহিরে। মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া কিতাবে লেখা রহিয়াছে–বিদ্বানগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) জন্ম হওয়ার পর গায়েব হইতে বলা হইয়াছিল, অমূল্য রতন, মণি–মুক্তার ন্যায় এই এতীম ও অনাথ বালকের প্রতিপালন কে করিবে? (ইহা শুনিয়া) পাখীরা বলিল, আমরা প্রতিপালন করিব। তাঁহার সেবা করা নিজেদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব মনে করিব।

পশুরা বলিল, আমরাই তাঁহার এই খেদমতের নিকটতম উপযোগী এবং অতি ঘনিষ্ট হকদার। অতএব আমরাই এই বুজর্গী ও সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইব।

কুদরতী জবানে আওয়াজ ধ্বনিত হইল, হে সমস্ত সৃষ্টি জগত! আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব হইতে লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার নবী (সঃ) হালীমা নামীয় ধৈর্যশীলা মহিলার দুগ্ধ পান করিবেন।

টীকা ঃ–

১। মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা।

وَ قَالَ فِىْ مَدَارِجِ النُّبُوَّةِ مَعْزِيًّا اِلَيْهَا ۔ قَالَتْ
حَلِيْمَةُ فِيْمَا رَوَاهُ ابْنُ اِسْحَاقَ وَ ابْنُ رَاهَوَيْهِ وَ اَبُوْ
يَعْلٰى وَ الطِّبْرَانِىُّ وَ الْبَيْهَقِىُّ وَ اَبُوْ نُعَيْمٍ قَدِمْتُ
مَكَّةَ فِىْ نِسْوَةٍ مِنْ بُنِىْ سَعَدِ بْنِ بَكْرٍ تَلْتَمِسُ
الرَّضَعَاءَ فِىْ سَنَةِ شَهْبَاءَ فَقَدِمْتُ عَلٰى اَتَانٍ لِىْ وَ
مَعِىَ صَبِىٌّ لَنَا وَشَارِفٌ لَنَا - وَاللّٰهِ مَا تَبِضُّ بِقَطْرَةٍ
وَّ مَا نَنَامُ لَيْلَنَا ذَالِكَ اَجْمَعُ مَعَ صَبِيِّنَا ذٰلِكَ
لَا يَجِدُ فِىْ ثَدِىَّ مَا يُغْنِيْهِ وَلَا مَا يُغْذِيْهِ فِىْ
شَارِفِنَا فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَوَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ اِمْرَاَةً مِّنَّا ۔
اِلَّا وَ قَدْ عُرِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
عَلَيْهَا ۔ فَتَابَاهُ اِذَا قِيْلَ يَتِيْمٌ فَوَاللّٰهِ مَا بَقِىَ مِنْ
صَوَاحِبِىْ اِمْرَاَةٌ غَيْرِىْ اِلَّا اَخَذَتْ رَضِيْعًا فَلَمَّا لَمْ اَجِدْ

غَيْرُهُ قُلْتُ لِزَوْجِيْ وَ اللّٰهِ اِنِّيْ لَاَ كْرَهُ اَنْ اَرْجِعَ مِنْ بَيْنِ صَوَاحِبِيْ لَيْسَ مَعِيْ رَضِيْعٌ لَاَنْطَلِقَنَّ اِلٰى ذَالِكَ الْيَتِيْمِ فَلَاٰخُذَنَّهُ ـ فَذَهَبْتُ فَاِذَا بِهٖ مُدَرَّجٌ فِيْ ثَوْبِ صُوْفٍ اَبْيَضَ مِنَ اللَّبَنِ يَفُوْحُ مِنْهُ الْمِسْكُ فَوْحًا وَ تَحْتَهُ حَرِيْرَةٌ خَضْرَآءُ رَاقِدًا عَلٰى قَفَاهُ يَغُطُّ غَطِيْطًا فَاَشْفَقْتُ اَنْ اُوْقِظَهُ مِنْ نَوْمِهٖ لِحُسْنِهٖ وَ جَمَالِهٖ فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُوَيْدًا فَوَضَعْتُ يَدِيْ عَلٰى صَدْرِهٖ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا ـ وَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ لِيَنْظُرَ اِلَيَّ فَخَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ نُوْرٌ حَتّٰى دَخَلَ خِلَالَ السَّمَآءِ وَ اَنَا اَنْظُرُ فَقَبَّلْتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ اَعْطَيْتُهُ ثَدْيِيَ الْاَيْمَنَ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ بِمَاشَآءَ مِنْ لَّبَنٍ فَحَوَّلْتُهُ اِلَى الْاَيْسَرِ فَاَبٰى وَ كَانَتْ تِلْكَ حَالُهُ بَعْدُ ـ قَالَ اَهْلُ الْعِلْمِ اَعْلَمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّ لَهُ شَرِيْكًا فَاَلْهَمَهُ الْعَدْلَ ـ

—মাদারেজুন্ নাবুয়াত কিতাবে মাওয়াহিবুল্ লাদুন্নিয়ার বরাত দিয়া লেখিয়াছেন যে, ইবনে ইসহাক, ইবনে রাহাওয়াইহ্ আবু ইয়ালা, তিবরানী, বাইহাকী ও আবু নুয়াইম প্রমুখ সকলেই বর্ণনা করিয়াছেনঃ হযরত হালীমা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি বনী সায়াদ বিন বাকারের মহিলাগণের সহিত দুগ্ধ পান করাইবার জন্য সন্তান তালাশের উদ্দেশ্যে মক্কাশরীফে আসিয়াছিলাম। সেই বৎসর (মক্কার বাহিরে) খুব অভাব ছিল। আমি একটি গর্ধভী নিয়া আসিয়াছিলাম। আমার সাথে আমার স্বামী এবং আমাদের একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু ও একটি দুধ পান করার উটনী ছিল।[১]

আল্লাহ্র কসম! তখন আমার উটনী এক ফোটা দুধও দিত না। ছেলে সহ আমরা ঐ রাত্রগুলিতে ক্ষুধার যন্ত্রনায় ঘুমাইতে পারি নাই। ছেলেটির তৃপ্তি মিটাইবার জন্য আমার স্তনে এতটুকু দুধও ছিল না এবং তাহার খাদ্য উটনীর মধ্যেও পাওয়া যাইত না।

আমার সাথী এমন কোন মহিলা বাকী ছিল না যাহার নিকট দুধ পানের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (সঃ) কে পেশ করা হয় নাই। অথচ সকলেই অস্বীকার করিল, যেহেতু তিনি এতীম ছিলেন। আমি ব্যতীত আর সকল মহিলাই দুগ্ধপায়ী সন্তান পাইয়া গেলেন। এই দিকে মুহাম্মাদ (সঃ) ছাড়া নেওয়ার বাকী আর কোন ছেলে রহিল না। অবশেষে আমি আমার স্বামীকে বলিলাম, সকল নারীদের মধ্যে শুধু আমি একাই ছেলে না লইয়া খালি হাতে বাড়ী ফিরিয়া যাইব, ইহা আমার নিকট ভাল মনে হইতেছে না, অতএব অগত্যা আমরা ঐ এতীম ছেলেটিকেই লইয়া আসিব।[২] অতঃপর আমি ছেলেটির নিকট গেলাম, তখন তিনি

টীকা ঃ-

১। (ক) মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা। (খ) সীরাতে হালবীয়া ১ম খণ্ড, ৮৮-৯১ পৃষ্ঠা।

২। সীরাতে ইব্নে হিশাম ১ খণ্ড, ১৫০-১৫১ পৃষ্ঠা।

(সঃ) দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা একখানা পশমী কাপড় দ্বারা আবৃত ছিলেন। উহা হইতে অধিক পরিমাণে মৃগনাভীর খুশবু বাহির হইতেছিল।

তাঁহার (সঃ) নীচে একখানা রেশমী চাদরের বিছানা ছিল। তিনি উহার উপর চিত অবস্থায় শোয়া ছিলেন।

তাঁহার নূরানী চেহারার সৌন্দর্য দেখিয়া আমার অন্তরে খুব মুহাব্বাত ও স্নেহ জাগিয়া উঠিল, নিদ্রা হইতে জাগ্রত করার মানসে আমি আস্তে আস্তে তাঁহার অতি নিকট যাইয়া তাঁহার বক্ষে হাত রাখিলাম, ইহাতে তিনি মুচকি হাসিয়া দুই নয়নে আমাকে দেখিবার জন্য তাকাইলেন। সেই সময় তাঁহার উভয় চোখের মধ্য হইতে নূর বাহির হইয়া আকাশের সহিত মিলিয়া গেল। আমি শুধু নীরব দর্শক হিসাবে চাহিয়া রহিলাম। এরপর আমি তাঁহার দুই নয়নের মাঝখানে চুমু খাইয়া আমার ডান পাশের স্তন তাঁহাকে দান করিলাম। (আল্লাহ্‌র রহমাত) আমার স্তন তাঁহার ইচ্ছা পরিমাণ দুধ দান করিল। তারপর আমি তাঁহাকে আমার বাম স্তন দান করিতে চাহিলে তিনি উহা গ্রহণ করিলন না। দুধ পান করার শেষ দিবস পর্যন্ত সর্বদা তাঁহার এই নিয়ম বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ তিনি কখনও বাম স্তন হইতে দুধ পান করেন নাই।[১] বিদ্যানগণ বলিয়াছেন, দুধ পান করার ব্যাপারে তাঁহার আরো শরীক ভাই আছে এই কথা আল্লাহ্ তা'আলা ইলহামের দ্বারা তাঁহাকে খবর দান করিয়াছিলেন।[২] শিশু অবস্থায় তাঁহাকে ইলহামের মাধ্যমে আদাল ও ইন্‌সাফ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। সোবহানাল্লাহ্।

টীকা ঃ–

১। (ক) সীরাতে হালাবীয়া ১ম খণ্ড, ৮৮–৯১ পৃষ্ঠা।
(খ) মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।

২। মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।

দুগ্ধ ভাইসহ তৃপ্তির সহিত দুগ্ধ পান

قَالَتْ فَرَوٰى وَرَوٰى اَخُوْهُ ثُمَّ اَخَذْنَاهُ فَمَا هُوَ اِلَّا اَنْ
جِئْتُ بِهٖ رَحْلِىْ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ ثَدْيَاىَ بِمَا شَاءَ مِنْ لَّبَنٍ
فَشَرِبَ حَتّٰى رَوٰى وَ شَرِبَ اَخُوْهُ حَتّٰى رَوٰى ـ فَقَامَ
صَاحِبِىْ يَعْنِىْ زَوْجَهَا اِلٰى شَارِفِنَا تِلْكَ فَاِذَا اَنَّهَا
لَحَافِلٌ فَحَلَبَ مَا شَرِبَ وَ شَرِبْتُ حَتّٰى رُوِيْنَا وَبِتْنَا
بِخَيْرِ
لَيْلَةً فَقَالَ صَاحِبِىْ يَا حَلِيْمَةُ وَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَاَرَاكِ
قَدْ اَخَذْتِ نَسَمَةً مُّبَارَكَةً اَلَمْ تَرَ مَابِتْنَا بِهِ اللَّيْلَةَ مِنَ
الْخَيْرِ وَ الْبَرَكَةِ حِيْنَ اَخَذْنَاهُ فَلَمْ يَزِلِ اللّٰهُ يَزِيْدُنَا
خَيْرًا ـ وَ بَاتَ اللَّيَالِىْ عِنْدَنَا فِىْ مَكَّةَ فَرَاَيْتُ لَيْلَةً
اَنْ غَشِىَ نُوْرٌ حَوْلَهُ وَ رَجُلٌ قَائِمٌ عِنْدَ رَاْسِهٖ عَلَيْهِ
ثِيَابٌ خُضْرٌ فَاَوْقَظْتُ صَاحِبِىْ فَلَمَّا نَظَرَ اِلٰى هٰذَا
قَالَ لِىْ اسْكُتِىْ وَ اكْتُمِىْ اَمْرَكِ فَمِنْ لَّيْلَةٍ وُلِدَ هٰذَا

فَيَتَعَجَّبْنَ مِنْهَا وَ يَقُلْنَا اِنَّ لَهَا لَشَانًا عَظِيْمًا

قَالَتْ فَكُنْتُ اَسْمَعُ اَتَانِىْ وَ تَنْطِقُ وَ تَقُوْلُ وَ اللّٰهِ اِنَّ

لِىْ لَشَانًا ثُمَّ شَانًا بَعْثَنِىَ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِىْ وَ رَدَّ لِىْ

سَمِنِىْ بَعْدَ هُزَالِىْ وَ يْحَكُنَّ يَانِسَآءَ بَنِىْ سَعَدٍ اِنَّكُنَّ

لَفِىْ غَفْلَةٍ وَ هَلْ تَدْرِيْنَ مَنْ عَلٰى ظَهْرِىْ خِيَارُ

النَّبِيِّيْنَ وَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَ خَيْرُ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ

وَ حَبِيْبُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

تَسْلِيْمًا -

—হালীমা বলেন, এরপর আমরা সকল নারী একের পর এক করিয়া দেশের দিকে রওয়ানা দিলাম। আমি মুহাম্মাদের (সঃ) আম্মাকে বিদায় দিয়া তাঁহাকে (সঃ) গর্ধভীর উপর আমার সামনে লইলাম। সেই সময় আমার গর্ধভী কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া তিনটি সিজদা করিয়া তাহার মাথা আকাশের দিকে উঠাইয়া এমনভাবে রওয়ানা দিল যে, আমার সাথী মানুষের যত আরোহী ছিল সবগুলিকে পিছে রাখিয়া আগে চলিতে লাগিল। আমার গর্ধভীর এই দৃশ্য দেখিয়া তাহারা হতবাক হইয়া রহিল। যাহারা আমার পিছনে পড়িয়া গেল তাহারা আমাকে বলিতে লাগিল, হে আবু যুয়াইবের কন্যা! ইহা কি তোমার

মুবারাক সন্তান যেদিন জন্ম নিয়াছেন সেই দিন হইতে ইহুদী আলেমেরা তাঁহার তালাশে লিপ্ত রহিয়াছে। দিনের বেলায় জিন্দিগী করা আর রাত্রে নিদ্রা যাওয়া ইত্যাদি কিছুই তাহাদের ভাল লাগে না।

হালীমার গৃহপানে রওয়ানা ও গর্ধভীর সিজদা

قَالَتْ حَلِيْمَةُ فَوَدَّعَتِ النِّسَاءُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا
وَوَدَّعْتُ اَنَا اُمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ
رُكِبْتُ اَتَانِىْ وَ اَخَذْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَيْنَ يَدَىَّ قَالَتْ فَنَظَرْتُ اِلَى الْاَتَانِ وَقَدْ سَجَدَتْ نَحْوَ
الْكَعْبَةِ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ وَ رَفَعَتْ رَأْسَهَا اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ
مَشَتْ حَتّٰى سَبَقَتْ دَوَابَّ النَّاسِ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعِىَ وَ
صَارَ النَّاسُ يَتَعَجَّبُوْنَ مِنِّىْ تَعَجُّبًا - وَيَقُلْنَ النِّسَاءُ
لِىْ وَهُنَّ وَرَائِىْ يَا بِنْتَ اَبِىْ ذُؤَيْبٍ اَهٰذِهٖ اَتَانُكَ الَّتِىْ
كُنْتِ عَلَيْهَا وَ اَنْتِ جَائِيَةٌ مَعَنَا تَخْفِضُكِ
طَوْرًا وَ تَرْفَعُكِ اُخْرٰى فَاَقُوْلُ تَاللّٰهِ اِنَّهَا هِىَ

فَيَتَعَجَّبْنَ مِنْهَا وَ يَقُلْنَا اِنَّ لَهَا لَشَانًا عَظِيْمًا

قَالَتْ فَكُنْتُ اَسْمَعُ اَتَانِىْ وَ تَنْطِقُ وَ تَقُوْلُ وَ اللّٰهِ اِنَّ

لِىْ لَشَانًا ثُمَّ شَانًا بَعْثَنِىَ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِىْ وَ رَدَّ لِىْ

سَمِنِىْ بَعْدَ هُزَالِىْ وَ يْحَكُنَّ يَانِسَآءَ بَنِىْ سَعَدٍ اِنَّكُنَّ

لَفِىْ غَفْلَةٍ وَ هَلْ تَدْرِيْنَ مَنْ عَلٰى ظَهْرِىْ خِيَارُ

النَّبِيِّيْنَ وَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَ خَيْرُ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ

وَ حَبِيْبُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

تَسْلِيْمًا -

—হালীমা বলেন, এরপর আমরা সকল নারী একের পর এক করিয়া দেশের দিকে রওয়ানা দিলাম। আমি মুহাম্মাদের (সঃ) আম্মাকে বিদায় দিয়া তাঁহাকে (সঃ) গর্ধভীর উপর আমার সামনে লইলাম। সেই সময় আমার গর্ধভী কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া তিনটি সিজদা করিয়া তাহার মাথা আকাশের দিকে উঠাইয়া এমনভাবে রওয়ানা দিল যে, আমার সাথী মানুষের যত আরোহী ছিল সবগুলিকে পিছে রাখিয়া আগে চলিতে লাগিল। আমার গর্ধভীর এই দৃশ্য দেখিয়া তাহারা হতবাক হইয়া রহিল। যাহারা আমার পিছনে পড়িয়া গেল তাহারা আমাকে বলিতে লাগিল, হে আবু যুয়াইবের কন্যা! ইহা কি তোমার

সেই গর্ধভী যাহার উপর তুমি আরোহন করিয়া আমাদের সাথে আসিয়াছিলে? আর তখন সেই গর্ধভী তোমাকে একবার নীচু আবার উঁচু করিতেছিল।

তাহাদের জওয়াবে আমি বলিলাম হাঁ, আল্লাহর কসম ইহা সেই গর্ধভী, ইহাতে তাহারা একেবারেই আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল, বর্তমান এই গর্ধভীর এক বিরাট মর্যাদা দেখা যাইতেছে।[১]

হালীমা বলেন, এই সময় আমি গর্ধভীকে বলিতে শুনিয়াছি। আল্লাহ্‌র কসম আমার এক বিশেষ মর্যাদা আছে, আবার এই মর্যাদার উপর আর একটি বিরাট মর্যাদা ও মহাসম্মান রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মরণের পর জীবিত করিয়াছেন। এবং দুর্বলতারপর সবলতা দান করিয়াছেন। হে বনী সায়াদের নারীগণ! আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমরা গাফলতিতে পড়িয়া রহিয়াছ। তোমরা জাননা; আমার পিঠের উপর কে রহিয়াছেন, যিনি হইতেছেন–সমস্ত নবীগণের সর্বোত্তম মনোনীত, তামাম পয়গাম্বরগণের নেতা, পূর্বাপর সকলের চাইতে উত্তম, এবং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার খাচবন্ধু।[২] সল্লাল্লাহু আলাইহি অ–সাল্লামা। "তাসলীমান তাসলীমা।"

টীকা ঃ–

১। (ক) ঘটনাটি এই পর্যন্ত সীরাতে ইবনে হিশামেও আছে। কিন্তু গর্ধভীর বাক্যালাপ নাই। সীরাতে ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা।

(খ) সীরাতে হালাবীয়া ১ম খণ্ড, ৯০ পৃষ্ঠা।

(গ) নশ্‌রুত্তীব ২৪ পৃষ্ঠা।

২। (ক) মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।

(খ) সীরাতে হালাবীয়া ১ম খণ্ড, ৯০ পৃষ্ঠা।

পথে দুশমনদের হামলা

قَالَ فِىْ نُزْهَةِ الْمَجَالِسِ قَالَتْ حَلِيْمَةُ فَبَيْنَمَا اَنَا فِىْ اَثْنَاۤءِ الطَّرِيْقِ وَ اِذَا اَنَا بِاَرْبَعِيْنَ نَصْرَانِيًّا يَتَذَا كَرُوْنَ مُحَمَّدًا وَ مَعَهُمْ سُيُوْفٌ مُسْمُوْمَةٌ فَلَمَّا نَظَرَ اِلَيْهِ كَبِيْرُهُمْ قَالَ وَ يْحَكُمْ دُوْنَكُمْ هٰذَا الْغُلَامُ فَاقْتُلُوْهُ فَهُوَ الْمَطْلُوْبُ فَقُلْتُ وَا مُحَمَّدَاهُ فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ وَرَمَقَ بِطَرْفِهِ نَحْوَ السَّمَاۤءِ وَاِذَا بِنَارٍ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاۤءِ فَاَحْرَتَتْهُمْ عَنْ اٰخِرِهِمْ فَقَالَ زَوْجِى اِنَّ لِهٰذَا الْمَوْلُوْدِ لِشَانًا وَ سَوْفَ يَعْلُوْا اَمْرَهُ

—নুজহাতুল মাজালিস কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে, হালীমা বলিয়াছেন, আমরা কিছু দূর যাইবার পর হঠাৎ দেখিতে পাইলাম ৪০ জন খৃষ্টান মুহাম্মাদের (সঃ) কথা আলোচনা করিতেছিল, তাহাদের সাথে বিষাক্ত তলোয়ার ছিল। তাহাদের সর্দার আমাদেরকে দেখা মাত্র তাহার দলের লোকদেরকে বলিল, তোমাদের ভাল হউক; তোমরা এই ছেলেটিকে ধর এবং হত্যাকর (নাউযুবিল্লাহ্)। ইহাই হইতেছে তোমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্তি।

—হালীমা বলেন, এই সময় আমি হে মুহাম্মাদ! (বিপদ! বিপদ!!) বলিয়া চিৎকার করিলে সে চক্ষু খুলিয়া সামান্যভাবে আকাশ পানে চাহিল, অমনি আকাশ হইতে অগ্নি বর্ষিত হইয়া সকলকে জ্বালাইয়া দিল। ইহা দেখিয়া আমার স্বামী বলিলেন, হে হালীমা! সত্যই এই ছেলেটির উন্নতমানের মর্যাদা রহিয়াছে। মনে হয় অচিরেই তাহার হুকুম সকলের উপর বিজয় লাভ করিবে।

হালীমার বকরীর প্রচুর দুগ্ধ

قَالَتْ حَلِيْمَةُ فِيْمَا ذَكَرَهُ اِبْنُ اِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ ثُمَّ

قَدِمْنَا مَنَازِلَ بَنِىْ سَعْدٍ وَ لاَ اَعْلَمُ اَرْضًا مِنْ اَرْضِ اللّٰهِ

اَجْدَبَ مِنْهَا ـ فَكَانَتْ غَنَمِىْ تَرُوْحُ عَلٰى حِيْنَ قَدِمْنَا

بِهٖ شِبَاعًا لَبَنًا ـ فَنَحْلِبُ وَ نَشْرِبُ وَ مَايَحْلِبُ اِنْسَانٌ

قَطْرَةَ لَبَنٍ وَ لاَيَجِدُهَا فِىْ ضَرْعٍ حَتّٰى كَانَ الْحَاضِرُوْنَ

مِنْ قَوْمِنَا يَقُوْلُوْنَ لِرُعَاتِهِمْ اِسْرَحُوْا حَيْثُ يَسْرَحُ

رَاعِىْ غَنَمِ بِنْتِ اَبِىْ ذُؤَيْبٍ فَتَرُوْحُ اَغْنَامُهُمْ جِيَاعًا ـ

مَا تَبِضُ بِقَطْرَةِ لَبَنٍ وَ تَرُوْحُ اَغْنَامِىْ شِبَاعًا لَبَنًا ـ

وَ قِصَّةُ شَقِّ صَدْرِهِ وَ غَسْلِ قَلْبِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَعَتْ عِنْدَ حَلِيْمَةَ اَيْضًا ۔

—ইব্‌নে ইসহাক ও অন্যান্য অনেকেই হযরত হালীমা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, অবশেষে আমরা বনী সায়াদের গোত্রে (আমাদের নিজ বাড়ীতে) আসিয়া পৌছিলাম। কোন ভূমি আমাদের সেখানকার ভূমি হইতে বেশী শুষ্ক ছিল এমন কথা আমার জানা ছিল না, (অর্থাৎ আমাদের জমিনগুলি সর্বাধিক শুষ্ক ছিল)।

অথচ মুহাম্মাদকে (সঃ) লইয়া বাড়ী আসার পর হইতে আমার বকরীগুলি সেই ভূমিতে পেট ভরিয়া ঘাস খাইতে লাগিল, এবং তাহাদের স্তন দুধে ভরিয়া গেল। এখন হইতে আমরা প্রচুর পরিমাণে দুধ দোহন করিয়া পান করিতে লাগিলাম। আর সেই সময় অন্য কেহ এককোটা দুধও দোহন করিতে

ফলে আমাদের গোত্রের শহরবাসীগণ তাঁহাদের রাখালদেরকে বলিয়া দিলেন যে, আবুযুয়াইবের কন্যা হালীমার রাখালেরা তাহাদের বকরীগুলিকে যেস্থানে চরাইতেছে তোমরাও সেই স্থানে আমাদের বকরীগুলিকে চরাইও, কিন্তু ইহাতেও তাহাদের (কোন ফল হইল না) বকরীগুলি উপবাস থাকিয়াই যাইত, কোন রকমেই পেট ভরিত না। যেই ভূমিতে আমাদের ছাগল চরিত আর দুধে স্তন ভরা থাকিত।[১]

টীকা ঃ–

(ক) মাওয়াহিব ৯ম খণ্ড, ২৮ পৃঃ। (খ) এই বর্ণনাটি সীরাতে ইবনে হিশামে বিস্তারিতভাবে রহিয়াছে। সীরাতে ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, ১৫১, ১৫২ পৃঃ।

প্রিয় নূর নবী হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের প্রথম বক্ষ বিদীর্ণ হালীমার (রাঃ) ঘরে থাকা অবস্থায় হইয়াছিল।

বর্ধিত হওয়া ও প্রথম বাক্য

قَالَتْ حَلِيْمَةُ يَشِبُّ مُحَمَّدٌ فِيْ يَوْمٍ شَبَابَ الصَّبِيِّ

فِيْ شَهْرٍ وَ فِيْ شَهْرٍ كَغَيْرِهِ فِيْ سَنَةٍ وَ كُلَّ يَوْمٍ يَنْزِلُ

عَلَيْهِ نُوْرٌ كَالشَّمْسِ وَ يَغْشُهُ ثُمَّ يَنْجَلِىْ اِنْجِلَاءً .

قَالَتْ وَ لَمَّا بَلَغَ اَوَانُ تَكَلُّمِهِ سَمِعْتُ مِنْهُ يَقُوْلُ .

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا

اَللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمِ الخ

—হালীমা বয়ান করেন, অন্য ছেলেরা এক মাসে যাহা বাড়িত মুহাম্মাদ (সঃ) একদিনে তাহা বাড়িতে অন্যরা এক বৎসরে যাহা বর্ধিত হইত, তিনি এক মাসে তাহা বর্ধিত হইত।

সূর্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় এক নূর প্রত্যহ তাহার উপর পতিত হইয়া তাহাকে (সঃ) ঢাকিয়া লইত, আবার চলিয়া যাইত। যখন তাঁহার কথা বলার বয়স আসিয়া পৌঁছিল, সেই সময় আমি তাঁহাকে এই বাক্য বলিতে শুনিয়াছি ঃ–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا –

অর্থঃ– "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক, আমি সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি।"[১]

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمِ الخ

টীকা ঃ–

১। (ক) মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া কিতাবের ১ম খণ্ডের ২৯ পৃষ্ঠার বর্ণনায় পাওয়া যায়।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَ سُبْحَانَ

اللّٰهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ـ

(খ) নশ্‌রুত্তীব ২৩ পৃষ্ঠা।

(গ) সীরাতে নবুবিয়া তায়াছারল মুহাম্মাদীয়া ১ম খণ্ড ৪৯ পৃষ্ঠা।

(ঘ) নূরনবী ভূমিষ্ট হওয়ার পর সর্বপ্রথম তাঁহার আম্মা তাঁহার মুখে উপরোক্ত তাক্‌বীর ও তাস্‌বীহ শুনিয়াছিলেন। ইহাতে দুই বর্ণনায় কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয় নাই। উভয় বর্ণনাই নিজ নিজ স্থানে প্রথম হিসাবে ঠিকই আছে। অর্থাৎ ইহা জন্ম হওয়ার পর প্রথম, আর উহা ছিল দুগ্ধ পান করার প্রথম তাস্‌বীহ। –সীরাতে হালাবীয়া, ১ম খণ্ড, ৫৬, ৫৭, ৭৬ পৃষ্ঠা।

(ঙ) নূরনবী সর্বপ্রথম এই বাক্যই বলিয়াছিলেন। খাছায়েছ ৫৫, পৃষ্ঠা।
আওজাজুস্‌ সীয়ার, ২০ পৃষ্ঠা।

অষ্টম ওয়াজ

বক্ষ বিদীর্ণ

قَالَ فِىْ مَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ قَالَتْ حَلِيْمَةُ فَلَمَّا فَصَلْتُهُ قَدِمْنَا بِهِ عَلٰى اُمِّهِ وَ نَحْنُ اَحْرَصُ شَئٍ عَلٰى مَكْثِهِ فِيْنَا ـ لِمَا نَرٰى مِنْ بَرَكَتِهِ فَكَلَّمْنَا اُمَّهُ وَ قُلْنَا لَوْ تَرَكْتِيْهِ عِنْدَنَا حَتّٰى يَغْلُظَ فَاِنَّا نَخْشٰى عَلَيْهِ وَ بَاءَ مَكَّةَ وَ لَمْ تَزَلْ بِهَا حَتّٰى رَدَّتْهُ مَعَنَا فَرَجَعْنَا بِهِ فَوَاللّٰهِ اَنَّهُ لِبُعْدِ مَقْدَمِنَا بِشَهْرَيْنِ اَوْثَلَاثَةٍ مَعَ اَخِيْهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَفِىْ بُهُمٍ لَنَا خَلْفَ بُيُوْتِنَا جَآءَ اَخُوْهُ يَشْتَدُّ فَقَالَ ذَاكَ اَخِىْ الْقُرَيْشِىْ قَدْ جَاءَهُ رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ فَاضْجَعَاهُ وَ شَقَّا بَطْنَهُ فَخَرَجْتُ اَنَا وَ اَبُوْهُ نَشْتَدُّ نَحْوَهُ فَنَجِدُهُ قَائِمًا مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ

فَاعْتَنَقَهُ اَبُوْهُ وَ قَالَ اَىْ بُنَىَّ مَا شَانُكَ فَقَالَ جَاءَنِىْ رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ فَاضْجَعَانِىْ فَشَقَّا بَطْنِىْ ثُمَّ اسْتَخْرَجَا مِنْهُ شَيْئًا فَطَرَحَاهُ ثُمَّ رَدَّاهُ كَمَا كَانَ . فَرَجَعْنَا بِهِ مَعَنَا فَقَالَ اَبُوْهُ يَا حَلِيْمَةُ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يَّكُوْنَ اِبْنِىْ قَدْ اُصِيْبَ فَانْطَلِقِىْ بِنَا نَرُدُّهُ اِلٰى اَهْلِهِ قَبْلَ اَنْ يَّظْهَرَ بِهِ مَا نَتَخَوَّفُ قَالَتْ حَلِيْمَةُ فَاحْتَمَلْنَاهُ حَتّٰى قَدِمْنَا بِهِ مَكَّةَ اِلٰى اُمِّهِ فَقَالَتْ مَا رَدَّ كُمَا بِهِ فَقَدْ كُنْتُمَا حَرِيْصَيْنِ عَلَيْهِ قُلْنَا نَخْشٰى عَلَيْهِ الْاِتْلَافَ وَ الْاِحْدَاثَ فَقَالَتْ مَاذَاكَ بِكُمَا فَاصْدِقَانِىْ شَانَكُمَا فَلَمْ تَدْعُنَا حَتّٰى اَخْبَرْنَاهَا خَبَرَهُ قَالَتْ اَخَشِيْتُمَا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ كَلَّا وَ اللّٰهِ مَا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ سَبِيْلٌ وَ اِنَّهُ لَكَائِنٌ لِاِبْنِىْ هٰذَا شَانٌ فَدُعَّاهُ عَنْكُمَا ؕ

—মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া হযরত হালীমা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি তাঁহাকে (সঃ) দুধ ছাড়াবার পর, দিয়া আসার জন্য তাঁহার (সঃ) আম্মার নিকট লইয়া গেলাম, কিন্তু তাহাকে পুনরায় আমার নিকট রাখিয়া দেওয়ার জন্য আমার বড় ইচ্ছা ছিল, কেননা তাঁহার দ্বারায় আমাদের অগণিত কল্যাণ সাধিত হইতেছিল, তাই আমি তাঁহার আম্মাকে এই বিষয় জ্ঞাত করণার্থে বলিলাম, যদি ছেলেটিকে মোটা–তাজা হওয়া পর্যন্ত আমার নিকট রাখিয়া দিতেন ভালো হইত, উপরন্ত এখন মক্কায় তাহাকে রাখাও আমি ভালো মনে করিতেছি না, কেননা বর্তমানে মক্কায় মারাত্মক মহামারি দেখা দিয়াছে। আমার কথানুসারে আমিনা পুনরায় ছেলেটিকে আমাদের সাথে দিয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে লইয়া বাড়ী পৌছিলাম, আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমরা বাড়ী পৌছিবার দুই বা তিন মাস পর মুহাম্মাদ (সঃ) একদিন তাঁহার দুগ্ধ ভাইয়ের সহিত আমাদের বাড়ীর পিছনে পশুচারণ ভূমিতে ছাগল ছানাদের সাথে ছিলেন।[১] এমতাবস্থায় তাহার দুগ্ধ ভাই

টীকা ঃ–

১। পাঠকগণের কেহ কেহ যখন উপরে লিখিত আরবী ইবারাত فو الله لبعد مقدمنا الخ এর প্রতি লক্ষ্য করিবেন, তখন আমার এই তরজমা তাঁহাদের নিকট অরুচিকর মনে হইতে পারে; তাঁহারা لبعد এর সহিত মিল রাখিয়া হয়ত বা অন্য তর্জমার আশা করিতে পারেন। তাঁহাদের এইরূপ ধারণা অমূলক নহে, তবে ইহা শুধু মাত্র মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়ার বেলায় খাটানো যাইতে পারে। কেননা উক্ত কিতাবের لبعد مقدمنا এর সহিত একটি লাম অগ্রে সংযুক্ত রহিয়াছে। অথচ আমার জানিত মতে এই লামিট সীরাতের অন্য গ্রন্থে بعد এর সহিত দেখা যায় না। আমি ঐ সমস্ত গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং বাস্তব ঘটনাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর ঠিক রাখিয়া তরজমা করিয়াছি। বস্তুতঃ মক্কা হইতে তায়েফ মাত্র ৭০ মাইলের রাস্তা। এইপথ অতিক্রম করিতে দুই মাস সময় লাগিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ হালীমা ঘর–সংসার ছাড়িয়া এতদিন বিদেশে পড়িয়া থাকিবেন তাহাও বুঝে আসে না। বরং বিবেক বলিতেছে, এই সফরে

(অপর পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য ঃ)

দৌড়ের সহিত আসিয়া বলিল, দুইজন সাদা কাপড় পরিহিত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া আমাদের কোরাইশী ভাইকে লইয়া গিয়াছে এবং চিৎ করিয়া শোয়াইয়া তাঁহার পেট ফাঁড়িয়া ফেলিয়াছে।[১] এই কথা শুনিয়া

টীকা ঃ-

১। এই দুই ব্যক্তির নাম জিব্রাঈল ও মিকাঈল, সীরাতে হালাবিয়া ১ম খণ্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা।

পূর্ব পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশঃ

হালীমা ছেলে লইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিবেন, যেহেতু মক্কাশরীফে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী চলিতেছিল।

সীরাতের অন্যান্য গ্রন্থে بعد এর সহিত 'লাম' যোগ নাই। ইহার সত্যতা নিম্নের কয়েকটি গ্রন্থের দিকে দৃষ্টি করিলেই বিজ্ঞ- পাঠকগণ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

(১) فوالله انه بعد مقدمنا بشهر مع اخيه لفى بهم لنا خلف بيوتناالخ

—সীরাতে ইব্নে হিশাম ১ম খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা।

(২) فو الله انه بعد مقدمنا به صلى الله عليه و سلم با شهر عبارة ابن الاثير بعد مقدمنا بشهرين او ثلاثة مع اخيه يعنى من الرضاعة لفى بهم لنا الخ

—সীরাতে হালাবীয়াহ, ১ম খণ্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা।

(৩) فوالله انه بعد مقدمنا بشهرين او ثلاثة مع اخيه يعنى من الرضاعة لفى بهم لنا خلف بيوتنا الخ

—সীরাতুন্নবাবীয়াহ ১ম খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

(৪) انه كان مع اخيه الطفل فى سنة فى بهم لاهله خلف بيوتهم الخ -

—হায়াতু মুহাম্মদ (সঃ) ১১০ পৃষ্ঠা।

এমন কি উর্দু ভাষায় লিখিত কিতাবের দিকে লক্ষ্য করিলেও আমার কথার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। (অপর পৃষ্ঠার টীকায় দ্রষ্টব্য)

আমি ও তাঁহার দুগ্ধ পিতা (আমার স্বামী) উভয়ে দৌড়াইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দাঁড়ান অবস্থায় পাইলাম, এই সময় তাঁহার রং মাটি জড়িত ধূসর ছিল। অতঃপর তাঁহার দুগ্ধ পিতা তাঁহাকে গলার সহিত জড়াইয়া আদর করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হে বৎস! তোমার কি হইয়াছে? উত্তরে তিনি বলিলেন, সাদা কাপড়ধারী দুইজন পুরুষ আসিয়া আমাকে শোয়াইয়া উভয়ে আমার পেট ফাঁড়িয়া কি যেন আমার পেটের ভিতর হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন[১] এবং ইহার পর আমার পেট যেইরূপ ছিল সেইরূপ করিয়া দিয়াছেন।

টীকা ঃ-

১। সীরাতে ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা।

পূর্ব পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশঃ এখানে আমরা আরও একটি কথা বুঝিয়া লইলাম যে, হযরত রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের বক্ষ বিদীর্ণ অতি সত্য ঘটনা, যাহার স্বপক্ষে উপরোল্লিখিত ও নিম্নে বর্ণিত তথা সকল গ্রন্থই সাক্ষ্য দিতেছে। অতএব বক্ষ বিদীর্ণ ঘটনাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নাই।

(৫) سوچند هی مهینے بعد ایك بار آپ آپنے رضاعی بهائی کے ساتهه مواشی مین پهررهے تهے الخ -

—নশ্রুত্তীব ২৫ পৃষ্ঠা।

(৬) جب آپ پهرنے چلنے لگے تو وهی شق صدر کا واقعه هوا -

—আসাহ্হুস্ সীয়ার, ৫০ পৃষ্ঠা।

(৭) جب اپ پاؤن چلنے لگے اور دوبرس کے هوئے حضرت حلیمه (رضـ) کے لڑکون کیساتهه جنگل کو جهان مویشی ان کے چرتے تهے تشریف لیجاتے تهے ایك دن آپ و هین تشریف رکهتے که الخ

-তাওয়ারীখে হারীবে, ইলাহ, ১৪ পৃষ্ঠা।

(হালীমা বলেন) আমরা সব কথা শুনিয়া তাহাকে লইয়া বাড়ী চলিয়া আসিলাম। তাহার দুগ্ধ পিতা আমাকে বলিলেন, হে হালীমা! এই সন্তান সম্পর্কে আমার ভয় হইতেছে। তাহার উপর কোন বিপদ আসিয়া পড়ে নাকি, তুমি আমার সহিত চল, বিপদ আসার পূর্বেই আমরা তাহাকে তাহার আম্মার নিকট পৌছাইয়া দিয়া আসি। হালীমা বলেন, আমরা তাহাকে কোলে করিয়া মক্কায় যাইয়া তাহার আম্মার নিকট পৌঁছাইয়া দিলাম। তখন তাহার আম্মা বলিলেন, আপনারা ছেলেটিকে এত তাড়াতাড়ি কেন লইয়া আসিয়াছেন ? আপনারা ত উভয়ে তখন উহাকে নেওয়ার জন্য বড় ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন? বলিলাম, আমরা তাহার ধ্বংস ও হালাকির এবং নুতন কোন বিপদ আসিয়া পড়ে নাকি ইহার ভয় করিতেছিলাম । (সেই জন্যই লইয়া আসিয়াছি।) তাহার আম্মা বলিলেন, আপনারা যে নুতন বিপদ দেখিয়াছেন উহা কি বিপদ ছিল? আপনাদের দৃশ্য ঘটনা সত্যাসত্যভাবে আমাকে শুনাইয়া দিন। তিনি যখন আমাদেরকে আর না বলাইয়া ছাড়িলেন না, তখন আমরা সম্পূর্ণ ঘটনা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়া দিলাম। ইহা শুনিয়া তিনি আমাদিগকে বলিলেন, তাহার উপর শয়তানের (জিনের) আছর হইয়াছে নাকি; এই বিষয়ে আপনারা ভয় পাইতেছেন। তবে জানিয়া রাখিবেন, খুব ভাল করিয়া স্মরণ রাখিবেন, যে, কখন ও মুহাম্মাদের (সঃ) উপর শয়তানের আছর হইতে পারিবে না, আল্লাহর কসম মুহাম্মাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্যই নাই। তবে আমার ছেলের জন্য এক নয়া অবস্থা হইতে পারে। অতএব আপনারা তাহাকে আমার নিকট রাখিয়া যান।[১]

১। (ক) মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা।

(খ) সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ১৫২, ১৫৩ পৃষ্ঠা।

(গ) নশরুত্তীব ২৫ পৃষ্ঠা

(ঘ) এই সময় তাঁহার বয়স ৫ বৎসর ১ মাস ছিল। সীরাতে ইবনে হিশামের হাশিয়া , ১ম খণ্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা।

وَ فِىْ حَدِيْثِ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ
عَامِرٍ عِنْدَ اَبِىْ يَعْلٰى وَ اَبِىْ نُعَيْمٍ وَ ابْنِ عَسَاكِرٍ
اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ كُنْتُ
مُسْتَرْضِعًا فِىْ بَنِىْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ فَبَيْنَا اَنَا
ذَاتَ يَوْمٍ فِىْ بَطْنِ وَادٍ مَعَ اَتْرَابٍ لِىْ مِنَ الصِّبْيَانِ
اِذْ اَنَا بِرَهْطٍ ثَلَاثَةٍ مَعَهُمْ طَسْتٌ مِنْ ذَهَبٍ مَلِئِىْ
ثَلْجًا - فَاَخَذُوْنِىْ مِنْ بَيْنِ اَصْحَابِىْ وَ انْطَلَقَ
الصِّبْيَانُ هِرَابًا مُسْرِعِيْنَ اِلَى الْحَىِّ فَعَمَدَ اَحَدُهُمْ
فَاَضْجَعَنِىْ عَلَى الْاَرْضِ اِضْجَاعًا لَطِيْفًا ـ ثُمَّ
شَقَّ مَا بَيْنَ مَفْرَقِ صَدْرِىْ اِلٰى مُنْتَهٰى عَانَتِىْ
وَ اَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ لَمْ اَجِدْ لِذٰلِكَ مَسًّا - ثُمَّ اَخْرَجَ
اَحْشَاءَ بَطْنِىْ ثُمَّ غَسَلَهَا بِذٰلِكَ الثَّلْجِ فَاَنْعَمَ
غَسْلَهَا ثُمَّ اَعَادَهَا مَكَانَهَا - ثُمَّ قَامَ الثَّانِىْ

فَقَالَ لِصَاحِبِهِ تَنَحَّ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِىْ جَوْفِىْ
فَاَخْرَجَ قَلْبِىْ وَ اَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَصَدَّعَهُ ثُمَّ اَخْرَجَ
مِنْهُ مُضْغَةً سَوْدَاءَ فَرَمٰى بِهَا - ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ
يُمْنَةً وَ يُسْرَةً كَاَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا - فَاِذَا بِخَاتِمٍ
فِىْ يَدِهِ مِنْ نُّوْرٍ يَحْسَارُ النَّاظِرِ دُوْنَهُ فَخَتَمَ بِهِ
قَلْبِىْ فَامْتَلَا نُوْرًا - وَ ذَالِكَ نُوْرُ النُّبُوَّةِ وَ
الْحِكْمَةِ ثُمَّ اَعَادَهُ مَكَانَهُ فَوَجَدْتُ بَرْدَ ذٰلِكَ
الْخَاتَمِ فِىْ قَلْبِىْ دَهْرًا ثُمَّ قَالَ الثَّالِثُ لِصَاحِبِهِ
تَنَحَّ فَاَمَرَّ يَدَهُ بَيْنَ مَفْرَقِ صَدْرِىْ اِلٰى مُنْتَهٰى
عَانَتِىْ فَالْتَامَ ذٰلِكَ الشَّقُّ بِاِذْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى ثُمَّ
اَخَذَ بِيَدِىْ فَاَنْهَضَنِىْ مِنْ مَّكَانِىْ اِنْهَاضًا لَطِيْفًا
ثُمَّ قَالَ لِلْاَوَّلِ زِنْهُ بِعَشَرَةٍ مِنْ اُمَّتِهِ فَوَزَنُوْنِىْ بِهِمْ
فَرَجَحْتُهُمْ ثُمَّ قَالَ زِنْهُ بِمِائَةٍ مِنْ اُمَّتِهِ فَرَجَحْتُهُمْ

ثُمَّ قَالَ زِنْهُ بِاَلْفٍ فَرَجَحْتُهُمْ فَقَالَ دَعُوْهُ فَلَوْ

وَزَنْتُمُوْهُ بِاُمَّتِهٖ كُلِّهَا لَرَجَّحَهُمْ ثُمَّ ضَمُّوْنِىْ اِلٰى

صُدُوْرِهِمْ وَقَبَّلُوْا رَاْسِىْ وَمَا بَيْنَ عَيْنَىَّ ثُمَّ قَالُوْا

يَا حَبِيْبُ لَمْ تُرَعْ اِنَّكَ لَوْ تَدْرِىْ مَا يُرَادُ بِكَ مِنَ

الْخَيْرِ لَقَرَّتْ عَيْنَاكَ - اَلْحَدِيْثُ -

-আবুইয়ালা, আবুনুয়াইম ও ইবনে আসাকির প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের নিকট শাদ্দাদ বিন আওসের হাদীসের মধ্যে বনি আমিরের এক ব্যক্তির বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, আমি বনি সায়াদ বিন বাকার গোত্রে দুধ পানকারী ছিলাম। এই সময় একদিন আমি এবং আমার সমবয়সী ছেলেরা এক মাঠে ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমি তিনজন লোক দেখিতে পাইলাম, তাঁহাদের সঙ্গে স্বর্ণের তশ্‌তরী বরফে পরিপূর্ণ ছিল, তাঁহারা আমার সাথীদের মধ্য হইতে আমাকে ধরি-লেন, আমাকে ধরিয়াছে দেখিয়া আমার সাথী ছেলেরা ভয়ে দৌড়াইয়া মহল্লার দিকে চলিয়া গেল। আগন্তকদের মধ্য হইতে একজন আমাকে খুব নম্র ও ভদ্রতার সহিত মাটিতে শোওয়াইয়া আমার বক্ষ হইতে পেটের নিম্নদেশ পর্যন্ত ফাঁড়িয়া ফেলিলেন, আমি তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম, তিনি আমার পেট এইরূপে ফাঁড়িলেন যে, ইহাতে আমার কোন কষ্ট হয় নাই। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলাম, আমার জ্ঞান ঠিক ছিল, আমি মোটেও বেহুশ হই নাই। এরপর সেই ব্যক্তি আমার পেটের নাড়ীসহ অন্যান্য সব কিছু বাহির করিয়া উক্ত বরফের দ্বারা খুব ভালভাবে ধুইয়া পুনরায়

যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। ইহার পর দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া প্রথম ব্যক্তিকে সরাইয়া দিলেন, এবং হাত আমার পেটের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া আমার কলব বাহির করিয়া আনিলেন। তিনি উহাকে পৃথক করিয়া ফেলিলেন, ইহাও আমি স্বচক্ষে অবলোকন করিতেছিলাম। ইহার পর তিনি উক্ত কলব হইতে কাল এক টুকরা গোশত বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। তিনি তাঁহার হাত দ্বারা একবার ডানে আবার বামে ইঙ্গিত করিতেছিলেন। মনে হইতেছিল তিনি যেন কি তালাশ করিতেছেন। একটু পরেই তাঁহার হাতে একটি নূরের আংটি দেখিতে পাইলাম। আংটিটি এত উজ্জ্বল ছিল যে, উহার দিকে তাকাইলে দর্শনকারীর চক্ষু ঝাঁপসা হইয়া আসিত। তিনি উক্ত আংটি দ্বারা আমার অন্তরে নূরের মোহর মারিয়া দিলেন। নাবুয়াত ও হিকমাতের এবং রিসালাত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূর দ্বারা আমার অন্তরকে পরিপূর্ণ করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। আমি সেই আংটির চাপের অনুভূতি অনেক দিন পর্যন্ত অনুভব করিয়াছিলাম। এইবার তৃতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সরাইয়া তাঁহার হাত আমার বক্ষ হইতে পেটের নিম্নস্থান পর্যন্ত পৌঁছাইয়া মুছিয়া দিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলার হুকুমে আমার পেটের ফাঁড়ার স্থান মিশিয়া গেল। তাঁহারা খুব ভদ্রতা ও ইজ্জাতের সহিত আমাকে শয়ন হইতে উঠাইয়া তৃতীয় বক্তি প্রথম ব্যক্তিকে বলিলেন, এইবার তাঁহাকে তাঁহার দশজন উম্মাতের সহিত ওজন কর। তখন তাঁহারা আমাকে আমার ১০ জন উম্মাতের সহিত ওজন করিলে আমার ওজন বেশী হইল। এর পর, ১০০ জন উম্মাতের সহিত ওজন করার আদেশ হইল। এইবারও আমি ভারী হইলাম। আবার বলিল, ১০০০ হাজারের সহিত ওজন কর, এই তৃতীয় বারেও আমার ওজনই বেশী হইল। তখন সেই তৃতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে বলিলেন, তাঁহাকে (সঃ) ছাড়িয়া দাও, আর ওজন করা লাগিবে না। কেননা তাঁহাকে যদি তাঁহার সমস্ত উম্মাতের সহিত ওজন করা হয়,

তাহা হইলে তাঁহার ওজন সকল উম্মাত হইতে ভারী হইবে। কাজেই আর ওজনের দরকার নাই।

অতঃপর তাঁহারা সকলেই আমাকে তাঁহাদের বুকের সহিত লাগা আমার সঙ্গে আলিঙ্গন করিলেন এবং আমার মাথায় ও দুই নয়নের মধ্যখানে চুমু খাওয়ার পর আমাকে বলিয়াছিলেন, হে দোস্ত! আপনি ভয় করিবেন না। যদি আপনি জানিতেন, আপনার সহিত কিরূপ উত্তম ব্যবহারের কথা রহিয়াছে, তাহা হইলে আপনি (আনন্দে আর উৎফুল্লে বিভোর হইয়া) একেবারে খুশী হইয়া যাইতেন।[১]

وَرَوٰى فِيْهِ شَقَّ صَدْرِهِ الشَّرِيْفِ مَرَّةً اُخْرٰى عِنْدَ مَجِيْئِ جِبْرِيْلَ لَهٗ بِالْوَحْيِ فِيْ غَارِ حِرَاءَ - وَرَوٰى الشَّقَّ عِنْدَ الْاِسْرَاءِ بِهٖ مَرَّةً اُخْرٰى - وَرَوٰى الشَّقَّ وَهُوَ اِبْنُ عَشْرٍ اَيْضًا -

وَقَالَ وَالْحِكْمَةُ فِيْ شَقِّ صَدْرِهِ الشَّرِيْفِ فِيْ حَالِ صِبَاهُ وَاسْتِخْرَاجُ الْعَلَقَةَ مِنْهُ تَطْهِيْرُهٗ عَنْ حَالَاتِ الصِّبَا - حَتّٰى يَتَّصِفَ فِيْ سِنِّ الصِّبَا بِاَوْصَافِ الرَّجُوْلِيَّةِ وَلِذٰلِكَ نَشَأَ عَلَيْهِ

১। (ক) মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ২৯. ৩০ পৃষ্ঠা
(খ) সীরাতে হালাবীয়া, ১ম খণ্ড, '৯৪ পৃষ্ঠা।

السَّلَامُ عَلٰى اَكْمَلِ الْاَحْوَالِ مِنَ الْعِصْمَةِ -

-বক্ষ বিদীর্ণ উপরের ঘটনা ছাড়াও অন্যান্য সময় আরও সংঘটিত হইয়াছে। মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট হিরা গুহায় যখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) অহী লইয়া আসিয়া ছিলেন, সেই সময় একবার সীনাচাক হইয়াছিল, আর মি'রাজের রাত্রেও সীনা মোবারক ফাঁড়া হইয়াছিল, অন্য আর একটি রেওয়ায়েতে আছে, যখন তাঁহার বয়স ১০ বৎসর, সেই সময়ও একবার বক্ষ বিদীর্ণ করা হইয়াছে।

তাঁহার (সঃ) বক্ষ বিদীর্ণ ও গোশত বাহির করিয়া ফেলিয়া দেওয়া সম্বন্ধে হিকমাত বর্ণনা করা হইয়াছে যে, বালকসুলভ (ছেলেমী ইত্যাদি) অবস্থা দূর করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। এই জন্যই রসূল্লাহ (সঃ) ছোট বেলাই প্রতিপালনের সময় বড়দের গুণে গুণান্বিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। খুব উত্তম চরিত্রের সহিত এবং পরিপূর্ণ পবিত্রতার সাথে বয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[১]

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ الخ

১। মাওয়াহিব ১ম খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা।

পরিশিষ্ট
দোআ

اَللّٰهُمَّ يَامَنْ جَعَلَ الْحَقَّ وَاحِدًا وَ اَلْزَمَ

لِلْعَامِىْ اِمَامًا وَاحِدًا - اِغْفِرْ لِقَاصِ مَوْلِدِ

النَّبَوِىِّ عَلِىِّ نِ الْجَوْ نَفُوْرِىِّ وَ لِكَاتِبِهٖ وَ قَارِئِهٖ

وَ مَنْ اَصَاخَ اِلَيْهِ سَمْعَهُ وَ اَصْغَا - بِجَاهِ مُحَمَّدِنِ

الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ اَنْ تَبْعَثَهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا اَللّٰهُمَّ

اِنَّا نَسْئَلُكَ بِاَنْوَارِكَ الْقُدْسِيَّةِ - وَ نَتَوَسَّلُ

اِلَيْكَ بِشَرَفِ الذَّاتِ الْاَحْمَدِيَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ -

اَنْ تُثَبِّتَنَا كُلَّنَا عَلٰى مَذْهَبِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَ

الْجَمَاعَةِ الَّذِىْ هُوَ طَرِيْقُ الْوُصُوْلِ اِلٰى دِيْنِكَ -

بِاَنْ تُوَفِّقَنَا لِاِتِّبَاعِ نَبِيِّكَ فِى الْاَخْلَاقِ وَ الْاَفْعَالِ

وَالْاَحْوَالِ وَالْاَقْوَالِ قَوْلًا وَ فِعْلًا وَ اِعْتِقَادًا مُوَاظِبًا

عَلٰى مَا عَلَيْهِ الْاَئِمَّةُ الْاَرْبَعَةُ اَبُوْحَنِيْفَةَ وَ الْمَالِكُ

وَ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدُ بْنَ حَنْبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ
جَعَلَ سَعْيَهُمْ مَشْكُوْرًا - لِاَنَّ اِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ
الْمُحَقِّقِيْنَ - قَدْ وَقَعَ عَلٰى اَنَّهُمْ اَهْلُ الْحَقِّ وَهُمْ
فِرْقَةٌ نَاجِيَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.
وَتُنْجِحَ لِكُلِّ مِنَ الْحَاضِرِيْنَ فِىْ مِثْلِ هٰذِهِ
الْمَحَافِلِ الْمُنِيْفَةِ مَطْلَبًا قَلْبِيًّا . وَ اَجْزِخَيْرَ
الْجَزَاءِ لِلَّذِىْ صَارَ لِهٰذَا الْخَيْرِ بَاعِثًا - اَللّٰهُمَّ
اَعِزِّ الْاِسْلَامَ وَ الْمُسْلِمِيْنَ بِدَوَامِ سَلْطَنَةِ سَلَاطِيْنِ
الزَّمَانِ --- وَ اجْعَلِ اللّٰهُمَّ اٰمِنَةً مُطْمَئِنَّةً
مَحْفُوْظَةً مَصْئُوْنَةً مِّنْ كُلِّ الْحَوَادِثِ وَ النَّوَازِلِ
وَ الْمَصَائِبِ وَ الْبَلَايَا سَائِرَ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِيْنَ
وَ كُلًّا مِّنْ مُسْلِمِيْهَا غَيْرَ خَزَايَا وَ لَانَدَامٰى -
وَ اكْتُبِ اللّٰهُمَّ السَّتْرَةَ وَ السَّلَامَةَ وَ الْعَافِيَةَ
عَلَيْنَا وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ

وَ الْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ انْصُرْهُمْ نَصْرًا عَزِيْزًا -
يَرْحَمُ اللّٰهُ عَبْدًا قَالَ اٰمِيْنًا -
عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمِ الخ -

- হে আল্লাহ ! হে জাতে পাক !! আপনি এমন আল্লাহ, যিনি হককে এক হিসাবেই নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এবং এক নেতার তাবেদারী ও অনুকরণ করা সর্বসাধারণের জন্য ওয়াজিব করিয়াছেন। আপনার হাবীব প্রিয় নূরনবী মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের বারাকাতে এবং ইজ্জাতে ও শানে, আর খুশীর খাতিরে ও উসীলায় তাঁহার (সঃ) জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনাকারী জৌনপুরের 'আলী'(এবং উহার অনুবাদক শাহার পাড়ার 'আবদুল্লাহ') কে মাফ করিয়া দিন। আর যাঁহারা এই কাহিনীর লিখক (ও অনুবাদক এবং বই ছাপা ও বিক্রির ব্যাপারে সহায়ক) এবং পাঠক ও কান পাতিয়া শ্রবণকারী, তাঁহাদের সকলকে ক্ষমা করিয়া দিন। এমন নবী পাকের (সঃ) উসীলা দিয়া ক্ষমা চাহিতেছি, যাঁহাকে আপনি 'মাকামে মাহ্মুদে' প্রশংসিত স্থানে পাঠাইয়া দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছেন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার পবিত্র নূরের বারাকাতে আপনার নিকট (ক্ষমা) প্রার্থনা করিতেছি এবং আহমাদ-মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের পবিত্র জাতের বুজর্গী দ্বারা আপনার নিকট(ক্ষমার) উসীলা তালাশ করিতেছি। আপনি আমাদিগকে আহ্‌লে সুন্নাত অল-জামায়াতের উপর মজবুত ভাবে দৃঢ় রাখুন। যে জামায়াতটি হইতেছে আপনার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার একমাত্র পথ বা অবলম্বন । হে আল্লাহ!

আমাদিগকে এই জামায়াতের উপর এমনভাবে মজবুত রাখিবেন, যাহা আমাদিগকে আপনার "নবীর (সঃ) তাবেদারী করার শক্তি দান করিবে এবং আমরা যেন কথায় ও কাজে, ইতে'কাদে ও বিশ্বাসে, আখলাক ও চরিত্রে সদা সর্বদা তাঁহার পবিত্র চরিত্রের, কর্মের, হালাত ও কথার অনুকরণ করিয়া যাইতে পারি, সেই শক্তি আমাদিগকে দান করুন।"

বস্তুতঃ এই জামায়াতের উপরেই চারো ইমাম প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাঃ) তাঁহারা সকলেই এই আহ্‌লে সুন্নাত অল-জামায়াতের মধ্যে থাকিয়া দ্বীনের খেদমত করিয়া গিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদের অগাধ প্রচেষ্টা ও দ্বীনী খেদমতকে কবুল করিয়াছেন। কেননা এই কথার উপর মুহাক্কেকীন ওলামাগণের ইজমা হইয়াগিয়াছে যে, এই চারো ইমাম হকের উপর ছিলেন এবং কিয়ামতের ময়দানে তাঁহারা নাজাতী দল হিসাবে গণ্য হইবেন, ইন্‌শা আল্লাহ।

হে দয়াময়! যাঁহারা এই পবিত্রতম শ্রেষ্ঠ মাহফিলে উপস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের মনের উদ্দেশ্য পুরা করিয়া দিন, আর যাঁহাদের দ্বারা এই নেকের মাহফিল অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাঁহাদেরকে ইহার নেকী দান করুন।

হে আমাদের মা'বুদ - মহাশক্তিশালী আল্লাহ ! ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সর্বদা জয়যুক্ত রাখুন এবং ইজ্জাত ও শক্তি দান করুন। বর্তমান বিশ্বের সকল মুসলিম বাদশাদিগকে শক্তিশালী বানাইয়া তাঁহাদের রাজত্বকে স্থায়ীভাবে কায়েম রাখুন।

হে দয়ালু ও দাতা আল্লাহ! বিশ্ব মুসলমানদের যত শহর ও বন্দর আছে। সেইগুলিকে ও উহাদের নাগরিকদিগকে দুনিয়াবী প্রত্যেক বিপদ-আপদ হইতে নিরাপদ রাখুন এবং আসমানী সকল মুসীবাত হইতে

মাহফুজ রাখুন। তাঁহাদিগকে কখনও ক্ষতিগ্রস্ত ও শরমিন্দা করিবেন না, পরের মুখাপেক্ষী বানাইয়া লজ্জা দিবেন না। হে আল্লাহ ! আপনার রাহমাতে ও আপনারি অনুগ্রহে আমাদের সকলের জন্য এবং পৃথিবীর সমস্ত জীবিত ও মৃত ঈমানদার মুসলমান নরনারীর জন্য পর্দা (পাপের গোপনীয়তা) শান্তি ও ক্ষমা লিখিয়া দিন। হে আল্লাহ আপনি সর্বাধিক দয়ালু ও দাতা। তাঁহাদের উপর বড় রকমের সাহায্য করুন।

যে ব্যক্তি এই দোআ শুনিয়া 'আমীন' বলিবে, আল্লাহ তাআলা তাহাকে মহা অনুগ্রহ প্রদান করিবেন।

عطر اللهم الخ

'বারাহীনে কাত্বইয়াহ্ ফী মাওলিদে খাইরিল বারিয়্যাহ'

সমাপ্ত

কিয়ামের ফায়সালা

বর্তমানে দেখা যাইতেছে, মীলাদে কিয়াম করা ও না করা লইয়া মুসলমানদের মধ্যে প্রবল দুইটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার উভয় দলে কতেক লোক এমনও রহিয়াছেন- যাঁহারা বিষয়টিকে অত্যধিক বাড়াইয়া আরো জটিল ও কঠিন করিয়া তুলিয়াছেন। আমি নিজেই বহু স্থানে দেখিয়াছি, কোন কোন মৌলভী সাহেব হুজুর আকদাস সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের জন্ম-কাহিনী, মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনাবলী" যে কোন ভাষায় বর্ণনা না করিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া মীলাদের কিয়াম করিয়া কাসীদা পড়িতে শুরু করিয়াছেন।

কোন্ সময় কিয়াম করিতে হইবে এবং কোন্ নিয়মে করিতে হইবে, যদি ইত্যাদি কিছুই পালন করা না হয়, তাহা হইলে ইহা কি হঠকারিতা নহে? সালফে-ছালেহীন ও বুজুর্গানে দ্বীনগণের কিয়াম-সম্বন্ধীয় নিয়ম-পদ্ধতি বাদ দিয়া মন গড়া মতে শুধু কিয়াম করিলেই কি আসল কিয়াম হইয়া যাইবে? বরং এই ধরনের কোন কোন কিয়ামের দ্বারায় আসল কিয়ামী আল্লাহর ওলীগণের বদনামী ছাড়া আর কি হইতে পারে? কথাটা খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লউন।

আমার মতে বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া খুব বাড়াবাড়ি করা এবং দলাদলি করা কিংবা ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করা কাহারো পক্ষে মোটেই সমূচীন হইবে না।

কেননা যাঁহারা কিয়াম করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহাকে বড় জোর মুস্তাহাব বা মুস্তাহাসান বলিয়া থাকেন এবং ইশ্‌ক ও মুহাব্বাতের আর ভক্তি ও শ্রদ্ধার নির্দশন আখ্যা দিয়া বর্ণনা প্রদান করেন।

তবে হাঁ, তাঁহাদের কিয়াম করাকে ইশ্‌ক ও মুহাব্বাতের পরিচয় এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন বলার দ্বারায় উক্ত আমলটি তাঁহাদের নিকট উচ্চ সম্মানের আমলে গণ্য হইল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর ইহার স্বপক্ষে তাঁহাদের নিকট অনেক যুক্তি ও দলীল- প্রমাণ রহিয়াছে। যদিও বিপক্ষের নিকট এই দলিলগুলি ছহীভাবে গ্রহণীয় নহে।

এই কিয়ামের পক্ষে-অগণিত বুজুর্গানেদ্বীন ও ওলামায়ে কিরাম রহিয়াছেন। যেমন এই কিতাবের মূল লিখক ওলীকুলের মহাশিরোমণি, কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যামান হযরত মাওলানা শাহ কারামাত আলী জৌনপুরী এবং এই সিলসিয়ার বুজুর্গগণ, আর হাকীমুল উম্মাত হযরত মা-ওলানা আশ্রাফআলী থানভী (রাহঃ) সাহেবের পীরে কামিল, আধ্যাত্মিক রাজ্যের মহাসম্রাট, হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী, এবং মা'রিফাত জগতের বাদশা ফুরফুরা ও ছারসীনার পীর সহেবগণ কিয়াম পছন্দ করিতেন। রহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন।

পক্ষান্তরে যাঁহারা মীলাদের কিয়াম পছন্দ করেন না, তাঁহাদের দৃষ্টিতে কিয়াম করা "বিদ্‌আত" কেননা তাহাদের মতে কিয়ামের পক্ষে শরীয়াতে ছহীভাবে কোন মজবুত দলীল নাই। সুতরাং যেই দ্বীনী কাজের ছহী দলীল কোরআন ও সুন্নাহ র মধ্যে নাই, সেই কাজ শুধু ইশ্‌ক ও মুহাব্বাতের কারণ দর্শাইয়া এবং ভাবাবেগে পড়িয়া- আবেগের সাথে করিয়া যাওয়া ছহী হইবে না, বরং বিদ্‌আত-ই হইবে।

এই মতের সমর্থনকারীও অগিণিত বুজুর্গানে দ্বীন ও ওলামায়ে হাক্কানী রহিয়াছেন। যেমন -আলেম কুলের মহাসম্রাট বাকীয়াতুস্ সাল্‌ফ-হুজ্জাতুল্ খাল্‌ফ, কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যামান, হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানভী, হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী ও হযরত মাওলানা হোছাঈন আহমাদ মাদানী প্রমুখ মহাসম্মানিত

বুজর্গ হাস্তিগণসহ অগণিত বড় বড় মুহাক্কিক ওলামায়ে কিরাম ও বুজুর্গানে দ্বীন এই প্রকারের কিয়াম পছন্দ করেন নাই। রহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন।

এইবার পাঠকগণকে আমি অনুরোধ করিতেছি যে, আপনারা একটু বিবেক খাটাইয়া বিষয়টি খুব ভালভাবে বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করুন। যাঁহারা কিয়াম করেন, তাঁহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধার এবং ইশ্‌ক ও মুহাব্বাতে রসূল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের পরিচয় দান করিতেছেন। অতএব তাঁহারাও খাঁটি মুসলমান, ওলামায়ে রব্বানী, রসূল প্রেমিক, আল্লাহ ওয়ালা, পাক্কা ঈমানদার। আল- হামদুল্লিাহ

আর যাঁহারা কিয়াম করেন না, তাঁহারা ছহীভাবে শরীয়াতের রাস্তায় ঠিক রহিয়াছেন। যেহেতু তাঁহরা শরীয়াতের ছহী প্রমাণ ও মাপ-কাঠি ব্যতীত কোন কাজ করিতে চাহেন না, অতএব তাঁহারাও ছহী মুসলমান, ওলামায়ে হাক্কানী, রসূল প্রেমিক, আল্লাহ ওয়ালা, মজবুত ঈমানদার। আল-হামদুল্লিাহ।

উভয় দলই খাঁটি মুসলমান, সুতরাং একে অন্যকে গালী দেওয়া এবং পরস্পর গোলযোগ সৃষ্টি করা; ইত্যাদি কোনটাই কাহারো জন্য উচিৎ হইবে না। আমরা মুসলমান, আমরা সবাই ভাই ভাই।

কিয়ামী ও বে– কিয়ামী মিলনের একটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (রাহঃ) স্বয়ং কিয়াম করিতেন, কিয়ামকারীদেরকে পছন্দ করিতেন এবং কিয়াম করার পক্ষে কিতাব লেখাইয়া গিয়াছেন।

পক্ষান্তরে বাকীয়াতুস্ সাল্‌ফ -হুজ্জাতুল খাল্‌ফ হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) এবং হযরত মা-ওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রাহঃ) কিয়াম পছন্দ করিতেন না।

অথচ দেখা গেল, এই মহা দুই হযরাত বিনা দ্বিধায় হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কীর নিকট হাত মিলাইয়া মুরীদ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এই কথা ভাবিলেন না, ইনি ত কিয়ামী ও বেদ্‌য়াতী পীর। অতএব, আমরা তাঁহার নিকট মুরীদ হইব না। এবং তাঁহাকে পীর মানিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিব না। উপরন্ত এই বেদয়াতী পীরের বিরুদ্ধে ওয়াজ করিয়া ও বই লিখিয়া মানুষকে জানাইয়া দিব। অথচ তাঁহারা ইত্যাদি কিছুই না করিয়া কিয়ামী হাজী সাহেবকে মাথার তাজ বানাইয়া নিলেন, মুরীদ হইয়া গেলেন। অপরদিকে হাজী সাহেবও বলিলেন না, আপনারা উভয় বে-কিয়ামী এবং ওহাবী, আপনারা কিয়াম করেন না, এই কারণে আপনারা সুন্নাত অল-জামায়াতের অন্তর্ভূক্ত নয়, ছুন্নী নয়, বরং কাফির, (নাউজুবিল্লাহ)। আপানারা কিয়াম করেন না । সেইজন্য আমি মুরীদ করিব না। আমার দরবারে জায়গা দিব না। ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ না করিয়া তাঁহাদিগকে মুরীদ করিয়া অপন কোলে টানিয়া তুলিলেন এবং ইসলাম জগতের এই দুইটি মহা উজ্জ্বলতম নক্ষত্র দ্বারা স্বীয় দরবারকে দ্বিগুণে বহুগুণে রওশন করিয়া শ্রদ্ধার সিংহাসনে উন্নীত হইতে সক্ষম হইয়াছেন। আল-হামদুল্লিাহ।

আল্লাহর রহমাতে তাঁহারা জগৎবাসীর নিকট যে মহানতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন উহা সকলের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরী (রাহঃ)

১২১৫ হিজরীর ১৮ মহরম, ইংরাজীর ১৮০০ খৃষ্টাব্দে জৌনপুর শহরের মোল্লাটোলা মহল্লায় এক সম্মানিত বংশে হযরত মাওলানা শাহ কারা কারামাত আলী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম আবু ইব্রাহীম শেখ ইমাম বক্স। তিনি বিশেষ পরহেজগার, মহাধার্মিক ও অত্যধিক ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন।

তাঁহার পিতা তাঁহার নাম 'আলী' রাখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ পরবর্তি কালে তাঁহার অগণিত অলৌকিক ঘটনাবলীর কারণে জনগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে কারামাত আলী নামে ভূষিত করা হয়।

তিনি ছোট বেলা হইতে অতি মেধাসম্পন্ন বালক ছিলেন। তাঁহার স্মরণশক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, তিনি নিজেই তাঁহার শিশু জীবনের অনেক ঘটনা ও দুগ্ধপানের এবং অতি ছোট বেলার সাংসারিক কাহিনী সমূহ বর্ণনা করিতে পারিতেন। তিনি যাহা একবার শুনিতেন অথবা দেখিতেন তাহা সহজে ভুলিতেন না। তাঁহার এই অসাধারণ স্মরণশক্তি দেখিয়া লোকেরা আশ্চর্য হইয়া যাইত।

তিনি সর্বপ্রথম তাঁহার পিতার নিকট শিক্ষালাভ করেন। কোরআন শরীফ, হাদীস, ফেকাহ্ প্রভৃতি অনেক বিষয়ের প্রাথমিক শিক্ষার আলো তাঁহার পিতার নিকট হইতেই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পার্শি ভাষার একজন ভাল পণ্ডিত ছিলেন।

অতঃপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য অন্যান্য শিক্ষকগণের সমীপে পাঠ শুরু করেন। সুবিখ্যাত মাওলানা আহমাদুল্লাহ, সুপ্রসিদ্ধ মাওলানা

কুদরাতুল্লাহ ও মাওলানা মুহাম্মদ আলী প্রমুখ আলেমগণ তাঁহার ওস্তাদ ছিলেন। তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে যথাক্রমে হাদীস, ফিকাহ্ ও ইলমে মাকুলাত শিক্ষা লাভ করেন। ইহা ছাড়া কারী সৈয়দ ইব্রাহিম এস্কান্দা রানীর নিকট হইতে কোরআন পাক বিশুদ্ধ করিয়া পড়ার ইলমে 'তাজবীদ' শিখিয়াছেন।

হযরত মাওলানা কারামাত আলী অগাধ প্রতিভা ও অসাধারণ মেধা শক্তি বলে এবং স্বীয় প্রচেষ্টায় আল্লাহর রহমাতে অল্পদিনের মধ্যে কোরআন, হাদীস ও ফিকাহ সহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে মহাজ্ঞান অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

মাওলানা সাহেব ১৮ বৎসর বয়সে ইল্মে মারেফাত শিক্ষা করার জন্য সৈয়দ আহমাদ বেরলোবীর নিকট গমন করেন। সৈয়দ সাহেব তখনকার যুগে ভারতের খুব বড় ওলী ছিলেন। ইংরেজদের হাত হইতে মুসলমানদেরকে বাঁচাবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতে ছিলেন। এমন সময় মাওলানা কারামাত আলী সাহেবকে পাইয়া তিনি মহানন্দে আরো জোরদার ভাবে জিহাদী কাজ চালাইতে লাগিলেন। মাওলানা সাহেবও সৈয়দ সাহেবের মত ওলীয়ে কামিলের মুরীদ হওয়াকে নিজের জন্য মহা গনীমাত মনে করিলেন।

তিনি শুধু বইয়ের জ্ঞান অর্জন করিয়া বিরাট আলেম হইয়া এবং শ্রেষ্ঠ ওলী সাজিয়া বসিয়া থাকেন নাই, বরং তিনি সামরিক ট্রেনিং প্রাপ্ত একজন সুবিখ্যাত সৈনিকও ছিলেন। আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শুধু ওয়াজ ও তাবলীগ করার দ্বারা কাজ হইবে না।

প্রয়োজনবশতঃ জিহাদ করিতে হইবে। সেখানে লাগিবে কৌশল ও শক্তি, কোন ব্যক্তি শেরেকী, কুফরী ও বেদ্আতী বিষয়ের মুলেচ্ছেদ করিয়া

সত্যকে দাঁড় করাইতে গেলেই খোদাদ্রোহী নরপিচাশরা বাধা দিবে, এবং " এই কাজ হইবে না , চলিবে না, মানিব না, করিতে দিব না, ইত্যাদি অনেক কিছু বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিবে। এমনকি সুযোগ পাইলে অস্ত্র লইয়া প্রাণ নাশ করার জন্য চলিয়া আসিবে। অথবা বিরাট বাহিনী লইয়া সত্য প্রতিষ্ঠাকারীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। যেমন হযরত মাওলানা সাহেবের উপর দুশমনদের তরফ হইতে এইরূপ বহু হামলা আসিয়া পড়িয়াছিল। আল্লাহ্‌র ফজলে তিনি সামরিক কৌশল দ্বারা নিজকে রক্ষা করিতে এবং জৌনপুর, বাংলা ও আসমে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এইরূপ ব্যক্তিকেই বলা হয় সত্যিকারের ইসলামের বীর মুজাহীদ।

মাওলানা সাহেব অগাধ পরিশ্রম ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার দ্বারা অল্পদিনের মধ্যেই সাইয়েদ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন। তিনি সাইয়েদ সাহেবের দরবারে শিষ্যগণের মধ্যে হইতে অন্যতম মুরীদ ছিলেন। সর্বদিক দিয়াই তাঁহার অদম্য সাধারণ বলে উচ্চস্থানে উপনীত হইয়াছেন. সাইয়েদ সাহেব তাঁহার জ্ঞানে ও গুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে খেলাফত দান করেন। কিছুদিন নিজের দরবারে রাখিবার পর হেদায়েতের জন্য বাহিরে পাঠাইয়া দেন।

মাওলানা কারামাত আলী সাইয়েদ সাহেবের পক্ষ হইতে খেলাফতের উপাধি লইয়া হেদায়েতের মানসে জৌনপুর, বাংলা ও আসামে গমন করিয়া ওয়াজ নসীহাত শুরু করিয়া দেন। তাঁহার বক্তৃতা ক্ষমতা ছিল অপারসীম ও যাদু মন্ত্রের ন্যায়। তাঁহার ওয়াজ শুনিয়া লক্ষ লক্ষ মুসলমান পূর্ণ ঈমানদার ও পাক্কা মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। এমনকি, তাঁহার এই অলৌকিক ওয়াজ দ্বারা এবং অগণিত কারামাতের বদৌলতে হাজার হাজার অমুসলমান মুসলমান হওয়ার গৌরব অর্জন করিয়াছে।

সেই সময় মুসলমানদের সমাজের ভিতরে ছিল অগণিত কুসংস্কার এবং মুসলমানেরা ছিল অবর্ণনীয় দুঃখ ও দুর্দশার মধ্যে নিমজ্জিত। ইংরেজদের খপ্পরে পড়িয়া মুসলমানেরা ঈমান ও আবরুকে প্রায় হারাইয়া বসিয়াছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানেরা হইত লাঞ্ছিত ও অপমানিত। তখন মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য, গৌরব ও খ্যাতি প্রায় মৃত্যুর দুয়ারে পৌছিয়াছিল।

ঠিক মুসলমানদের এই দুঃখ দুর্দশার সময়ে আল্লাহ তা'আলার স্বীয় মেহেরবানীতে পাঠাইয়া দিলেন, হযরত মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরী সাহেবকে। হযরত মাওলান মুসলমানদের ভিতর হইতে অগণিত শেরেকী ও বেদ্‌য়াতী বিষয়গুলিকে বিদুরিত করিয়া মুসলমানদের সত্যকারে মুসলমানে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা শিক্ষা ও দিক্ষায় একেবারেই নিম্নে চলিয়া গিয়াছিল। তখন তিনি জৌনপুর সহ বাংলা ও আসামের অগণিত স্থানে মসজিদ ও মাদ্রাসা কায়েম করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টার দ্বারা মুসলমানেরা ইসলামী আলো পাইয়াছিল।

মাওলানা সাহেব জাহেরী ও বাতেনী লেখা পড়ার কাজ শেষ করিয়া মুসলীম সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জৌনপুরে হানাফী মাদ্রাসা নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই মাদ্রাসা আজিও বিদ্যামান রহিয়াছে। এই মাদ্রাসার তৎকালের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সকলের সুপরিচিত লাক্ষ্ণৌ নিবাসী হযরত মাওলানা আবদুল হালীম সাহেবের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই আবদুল হালীম সাহেবের সন্তান-জগতের বিখ্যাত আলেম হযরত আল্লামা মাওলানা আবদুল হাই সাহেব, এই মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। যিনি বহু কিতাবের লিখক ও টীকাকার।

মাওলানা কারামত আলী সাহেব বাংলাদেশে আসিয়া নোয়াখালী, বরিশাল, ঢাকা তথা বাংলার শহর ও গ্রামে এবং গলিতে-গলীতে অর্থাৎ সর্বস্থানে যাইয়া হেদায়াতের কাজ চালাইতে থাকেন। কষ্টকে তিনি মোটেই কষ্ট মনে করিতেন না এবং কাহাকেও ভয় করিয়া কথা বলিতেন না, যাহা বলিবার তাহা বলিয়াই দিতেন এবং যাহা করিবার তাহা করিয়া যাইতেন। অলসতা ও ভয় ভীতির কোন স্থান তাঁহার নিকট ছিল না।

মাওলানা সাহেব এই কষ্ট ও পরিশ্রমের ভিতর দিয়া যখনই একটু সময় পাইতেন তখনই কলম হাতে লইয়া লিখিতে বসিয়া যাইতেন। তাঁহার ক্ষুরদার লিখনী শক্তি দ্বারা দুর্দশা গ্রস্থ ও শরীয়াত হারা মুসলীম সমাজকে উদ্ধার করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত বই গুলি আল্লাহর রহমাতে অসংখ্য মুসলমানদের ঘরে বিদ্যামান! তাঁহার বই পড়িয়া মুসলমানেরা এই কালেও নিজেদেরে পথের আলো পাইতেছে এবং ভবিষ্যতেও পাইতে থাকিবে। তাঁহার কয়েকখানা বই বাংলা ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে। অবশ্য যদি তাঁহার অবশিষ্ট বইগুলিরও বাংলা ভাষায় অনুবাদ হইয়া যাইত, তাহা হইলে বাংলা ভাষার সর্ব্ব সাধারণ মুসলমান নর-নারীর জন্য কি যে উপকা হইত, তাহা লিখিয়া শেষ করা সম্ভব নহে। আমরা আশা করি সবগুলি বই বাংলায় তর্জমা হইয়া বাংলাদেশের মুসলমানদের মহানতম উপকার হোক এবং তাঁহর বইগুলিকে আপন পথের দিশারী বানাইয়া নিজেদেরকে ধন্য করুক। আর বাংলার মুসলমানেরা তাঁহার ফায়েজ ও দোআ হাছেল করুক, ইহা আমাদের একটি বিশেষ কাম্য।

তিনি যে সমস্ত বই লিখিয়া গিয়াছেন উহার সংখ্যা চল্লিশের উপরে। আমরা নীচে তাঁহার বইগুলির একটি তালিকা লিখিয়া দিলাম।

- মেফতাহুল জান্নাত।
  এই বই খানা তিনি মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে লিখিয়াছেন।
- যিনাতুল মুসল্লী। ইহা মুসল্লীদের জন্য লিখিয়াছেন।
- কাউকাবে দুর্‌রী। ইহা কোরআন শরীফের অভিধান।
- মেশকাত শরীফের তর্জমা।
- শামায়েলে তিরমিজীর তরজমা, এই দুই খানা গ্রন্থ তাঁহার হাদীস জ্ঞানের মহানতম ফল। হাদীস শাস্ত্রে তিনি যে কত বড় মহা পণ্ডিত ছিলেন এই তর্জমা উহারই নিদর্শন।
- নূরুল আনোয়ারের তর্জমা। এই গ্রন্থ খানা উছুলে ফিকাহ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।
- কাউলুল হক।
- কামরাতুল হারামাইন।
- মৌলুদে খাইরিল বারিয়াহ।
- বারাহীনে কাত্ইয়াহ ফী মাওলিদে খাইরিল বারিয়্যাহ'
- মোখাল্লাছ।

উপরোক্ত বইগুলিতে তিনি হাদিস ও যুক্তি দ্বারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের মর্যাদা ও শান, ইজ্জাত ও গৌরবের বর্ণনা দান করিয়াছেন। মীলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের হাতের এই "নূরে মুহাম্মাদী" গ্রন্থ খানাও এই "বারাহীনে কাতইয়া ফী মাওলিদে খাইরিল বারিয়াহ্" এর বাংলা তর্জমা।

- মুরাদুল মুরীদীন।
- মুকামিউল মুবতাদঈন।

- হুজ্জাতি ফাতিহা।
- ইতমিনানুল কুলুব।
- তাজকিরাতুল আকায়েদ।
- কাউলুচ্ছাবিত
- মিরাতুল হক
- কওলুল আমীন
- মুকাশিফাতে রহমাত
- নাছীমুল হারামাঈন।
- বাহারীনে ফাতওয়া।
- সেরাজুল হক।
- আকায়েদে হাক্কা।
- কিতাবে এস্তেকামাত।

এই বই গুলিতে তিনি ইসলামের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়াছিলেন।

- তাসদিরুল কুলুব।
- ফয়েজে আম।
- নুরুল হুদা।
- নুরুন-আলানুর
- যাদুত্তাক্ওয়া।
- কুয়াতুল ঈমান।
- রাহাতে রুহ।
- রাদ্দিকুচ্ছালেকীন।

প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তিনি এল্‌মে মারেফাত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। তাঁহার এই বইগুলি পড়িলে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করা যায় এবং কলবে নুর পয়দা হয়। যাহেরী বিদ্যা ছাড়াও আরও যে গোপনীয় ও অধ্যাত্মিক বিদ্যা রহিয়াছে এই গ্রন্থগুলিতে উহারই অকাট্য প্রমাণ ও অদ্বিতীয় দলীল সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। হযরত মাওলানা সাহেব কত বড় যে উচ্চ দরজার ওলী ছিলেন এবং এলমে মা'রেফাতের যে কত বড় মহা পণ্ডিত ছিলেন, উপরোক্ত গ্রন্থগুলি তাহারই পরিচায়ক।

❂ দাওয়াতে মাছনুন।

এই বইখানা তিনি পবিত্র হাদীস হইতে দোআ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

❂ যিনাতুল কারী।

❂ মুখারিজুল হরফ।

❂ শরেহহিন্দী জজরী।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলিতে তিনি কোরআন শরীফ বিশুদ্ধ করিয়া পড়ার বিষয় অর্থাৎ ইলমে 'তাজবীদ সম্পর্কে সুবিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি স্বয়ং একজন সর্বশ্রেষ্ঠ কারী ছিলেন, কিরাত সম্বন্ধে মানুষকে শিক্ষা দিতেন। উপরন্ত ছহীহ্ করিয়া কোরআন পড়িবার জন্য তাজবীদের কিতাব লিখিয়া মুসলমানদের নিকট আমানাত রাখিয়া গিয়াছেন।

❂ হুকুকুল ইয়াকীন।

❂ বায়াত ও তাওবাহ।

❂ তাছ কিয়াতুন্নেছা।

❂ কোররাতুল উইউয়ুম।

ওক্কাজাতুল মোমেনীন।

প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে তিনি যথাক্রমে ওয়াজ নসীহত ও পর্দার বিষয়ে লিপিবদ্ধ করিয়া যান।

তাঁহার সকল প্রকারের বই হইতে মাত্র ১৯ খানা বই তিন খণ্ডে সংকলিত হইয়া বাহির হইয়ছে। এই খণ্ড গুলির নাম যখীরায়ে কারামাত নামে সুবিদিত।

১২৯০ হিজরীর ১৮ই মহরম, শুক্রবার, ছোবহে সাদেকের সময় ইংরেজী ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি কালিমা শাহদাত পড়িতে পড়িতে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজউন।) রংপুর শহরে তাঁহার মাজার রহিয়াছে।

সমাপ্ত

খোশ খবর

আমরা সুধী পাঠকগণকে অত্যধিক আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আল্লাহর রহমতে আমরা বাংলা ও উর্দু ভাষায় লেখিত সীরাতের যাবতীয় বই আপনাদের খেদমতের জন্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করিয়াছি। বিশ্বনবীর পবিত্র শান ও বৈশিষ্ট, মর্যাদা ও গৌরব এবং সম্মান ও খ্যাতি মানুষের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে তাঁহার জীবনী-সীরাত গ্রন্থ সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়া আমাদের বিশেষ কাম্য।

আপনারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের জীবন চরিত-সীরাতের যে কোন বইয়ের অর্ডার দান করিয়া আমাদিগকে দ্বীনি খেদমত করার সুযোগ দিন।

ইহাছাড়া আমাদের নিকট হইতে সর্বপ্রকারের কোরআন শরীফ ও তাফসীর সহ ধর্মীয় পুস্তক সমূহ সুলভে নিতে পারিবেন। এক তৃতীয়াংশ মূল্য পাঠাইয়া দিলে যত্ন সহকারে ভী, পি, করিয়া বই পাঠান হয়।

ম্যানেজার ঃ-

সীরাত লাইব্রেরী
ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা,
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলা বাজার, ঢাকা -১১০০